নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি
সমৃদ্ধ দেশ
উন্নত আগামী

# বার্ষিক প্রতিবেদন
## ২০১৭-২০১৮

## জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

# Bangabandhu's Contribution in Energy Sector

**Five (5) Gas Fields Ownership Agreement Signing Ceremony held on 9 August 1975**

# বার্ষিক প্রতিবেদন
# ২০১৭-২০১৮

## জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

## Our Vision

To ensure affordable primary energy for all.

## Our Mission

To achieve energy security for the country through exploration, development, production, import, distribution and efficient management

## নসরুল হামিদ এমপি
## প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও এ বিভাগ এবং আওতাধীণ দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য- উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগষ্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্টীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহন করে জ্বালানি তেলে মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহন করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরনীয় ও দুরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন গটে। সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) ও রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালনির চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে তেল-গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গ্যাসের দৈনিক উৎপাদন ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ২৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত করেছে। এ সময়ে ৪টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র (শ্রীকাইল, সুন্দলপুর, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ) আবিষ্কার হয়েছে। তেল-গ্যাসের অনুসন্ধানকারী একমাত্র রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্সের জন্য ৪টি রিগ ক্রয় এবং ১টি পুরাতন রিগ পুর্নবাসন করা হয়েছে। ৮৬২ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্জালন পাইপ লাইন নতুন নির্মিত হয়েছে।

অপরদিকে বর্তমান সরকারের সময়ে জ্বালানি তেলের সরবরাহ ৪০.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ৮৬.৩২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৪০ দিনে উন্নীত হয়েছে। এ সরকারের সময়ে গত এক দশকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জ্বালানি ও তেল সরবরাহে কোন সংকট/প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। সরকার দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি তেল, গ্যাস এবং মূল্যবান খনিজ সম্পদ আবিষ্কার, উৎপাদন ও ব্যবহারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমি আশা করি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এ প্রতিবেদন নানাবিধ গবেষণায় অবদান রাখবে।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**নসরুল হামিদ, এমপি**

**আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম**
**সচিব**
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


# বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের ফলে তা দৈনিক ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৫৭% বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এ সরকারের সময়ে ০৪ (চার)টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। চট্টগ্রামের মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

২০০৯ সালে সারাদেশে ৪০.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সরবরাহ ৮৬.৩২ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের নিরবচ্ছিন্ন পরিবীক্ষণের ফলে গত এক দশকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জ্বালানি তেল সরবরাহে কোন সংকট/প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে ৫০% তেল জি-টু-জি (G to G) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে। এ সময়ে এলপিজি'র উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ গুন। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, উৎপাদন ও সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)

# সূচি


| | |
|---|---|
| জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ | ০৭ |
| জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, অধিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ | ১৪ |
| বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম | ১৫ |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম | ৯৫ |
| বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর কার্যক্রম | ১৩৩ |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)-এর কার্যক্রম | ১৪৯ |
| হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর কার্যক্রম | ১৫১ |
| বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)-এর কার্যক্রম | ১৬৬ |
| খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম | ১৬৯ |
| বিস্ফোরক পরিদপ্তর-এর কার্যক্রম | ১৭৩ |

# জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫ টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে।

সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) ও রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানির চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এক দশকে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুকরণীয় রোল মডেল। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ইতোমধ্যে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ৭.৮৬-এ উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

## এক নজরে জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন

| বিবরণ | ২০০৯ | ২০১৮ | বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|
| দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন | ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট | ২৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট | ১০০৬ মিলিয়ন ঘনফুট |
| গ্যাসক্ষেত্র | ২৩ টি | ২৭টি | ৪টি |
| গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ | ২০২৫ কিঃমিঃ | ২৮৮৭ কিঃমিঃ | ৮৬২ কিঃমিঃ |
| খনন রিগ সংগ্রহ | --- | ৪টি ক্রয় ও ১টি পূনর্বাসন | ৫টি |
| তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ | ২,৬৮০ লাইন কিঃমিঃ | ১৬,৬৯৬ লাইন কিঃমিঃ | ১৪,০১৬ লাইন কিঃমিঃ |
| তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ | ৭৬৬ বর্গ কিঃমিঃ | ৫,২৩৬ বর্গ কিঃমিঃ | ৪,৪৭০ বর্গ কিঃমিঃ |
| ভূতাত্ত্বিক জরিপ | ৫৫৭ লাইন কিঃমিঃ | ১৯,৪১২ লাইন কিঃমিঃ | ১৮,৮৫৫ লাইন কিঃমিঃ |
| জ্বালানি তেল সরবরাহ | ৪০.৪৩ লক্ষ মেঃ টন | ৮৬.৩২ লক্ষ মেঃ টন | ৪৫.৮৯ লক্ষ মেঃ টন |
| জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা | ৩০ দিন (৯ লক্ষ মেঃ টন) | ৪০ দিন (১৩.২৮ লক্ষ মেঃ টন) | ১০ দিন (৪.২৮ লক্ষ মেঃ টন) |
| এলপিজি সরবরাহ | ৪৫ হাজার মেঃ টন | ৭ লক্ষ মেঃ টন | ৬.৫৫ লক্ষ মেঃ টন |
| এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি | ৫টি | ১৮টি | ১৩টি |
| এলপিজি'র মূল্য (১২ কেজি) | ১৪০০ টাকা | ৮৫০-৯০০ টাকা | মূল্য হ্রাস ৫০০-৫৫০ টাকা |

## গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে তা দৈনিক ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ধিত হারে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

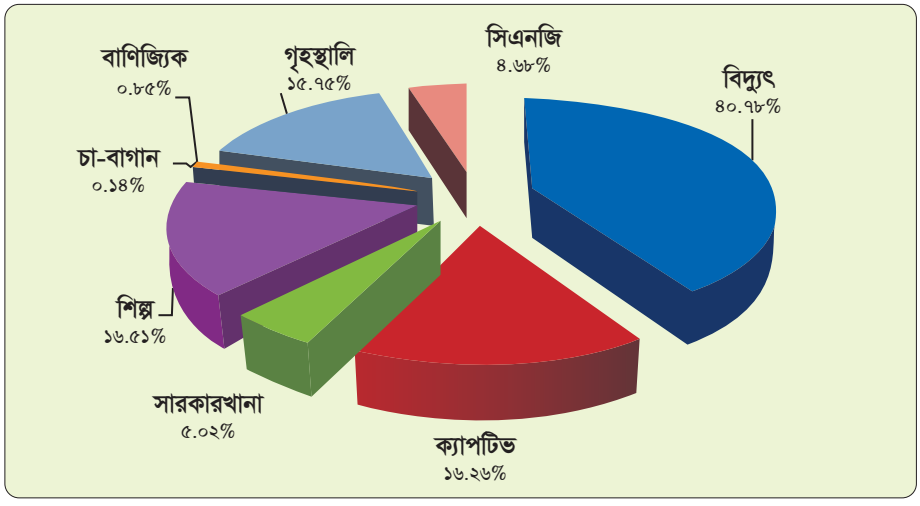


খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার চিত্রঃ জুন ২০১৮

## গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম

- বর্তমান সরকারের সময়ে (২০০৯-১০১৮) সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ নামে মোট চারটি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে
- বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ৪টি রিগ ক্রয় ও ১টি রিগ পুনর্বাসন করাসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

নতুন আবিষ্কৃত ভোলা নর্থ গ্যাস ক্ষেত্র

## গ্যাস সঞ্চালন কার্যক্রম

- ২০০৯-২০১৮ সময়ে ১২২৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮৬২ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে
- আরও ৩৫৭ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে
- গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ সমুন্নত রাখার জন্য ৩টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)
- গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সারাদেশে সম্প্রসারণ এবং আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরও ৮টি প্রকল্পের অধীনে মোট ৭৫৫ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

## এলএনজি যুগে বাংলাদেশ

- চট্টগ্রামের মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন করা হয়েছে এবং জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে
- ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি FSRU স্থাপনের কাজ শেষ হবে। ফলে ২০১৯ সালে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যোগ হবে।

মহেশখালীতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল

## সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান

- বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের ৩টি ব্লকে এবং গভীর সমুদ্রের ১টি ব্লকে ৫টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি একক ও যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে
- ৩টি অগভীর ব্লকের জন্য ৩টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে:
  - Santos-KrisEnergy-Bapex-এর সাথে ব্লক SS-11 এর জন্য ১টি পিএসসি
  - ONGC Videsh Ltd. (OVL) – Oil India Ltd. (OIL) -Bapex এর সাথে ব্লক SS-04 এবং SS-09 এর জন্য ২টি পিএসসি

- মার্চ ২০১৭ এ গভীর সমুদ্রের ব্লক DS-12 এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সাথে ১টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

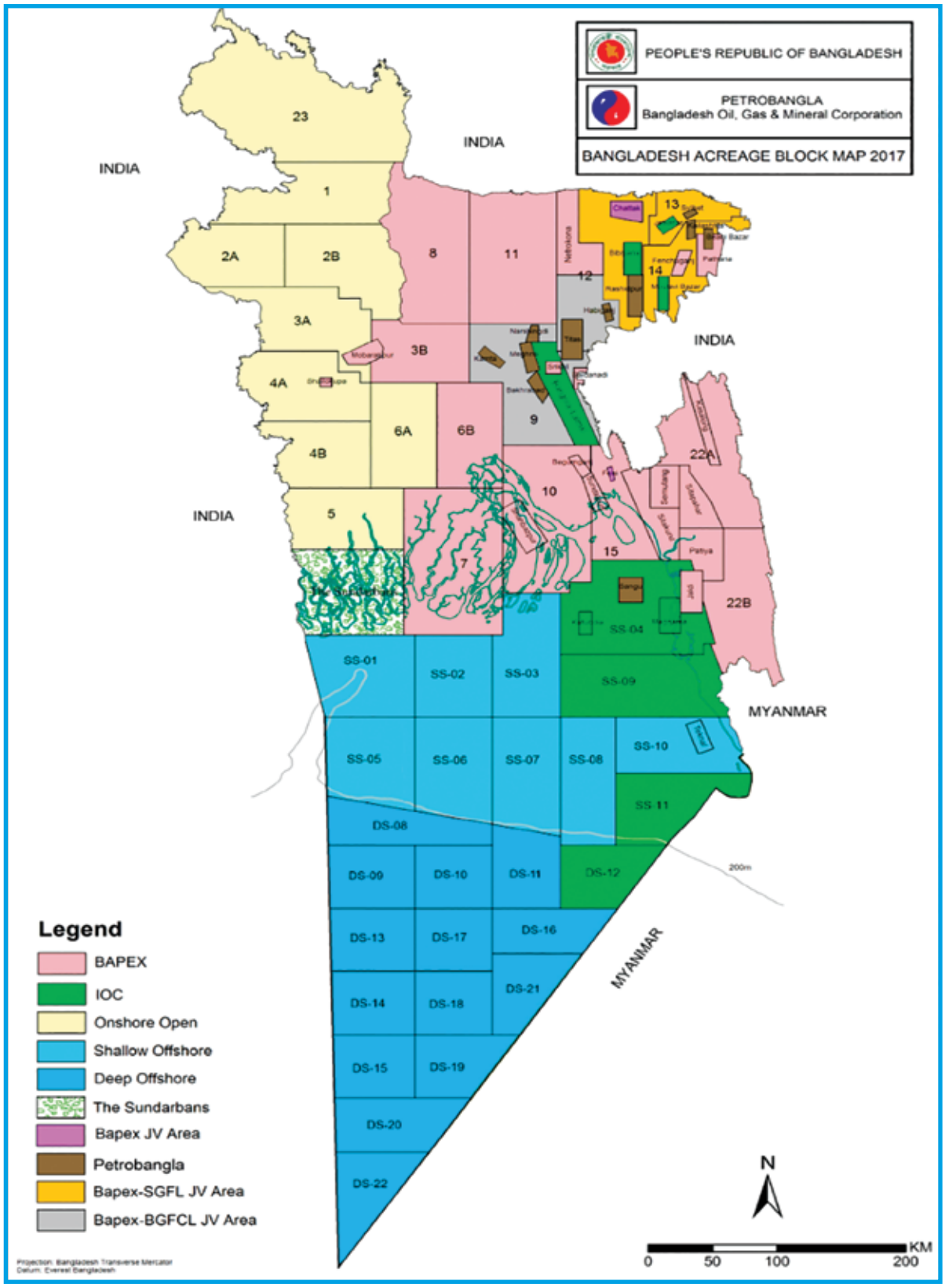


বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ২৬টি অফশোর ব্লক

## কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে
- উৎপাদিত সম্পূর্ণ কয়লা বর্তমানে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।

## কঠিন শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্লাবের ব্যবহার

- মধ্যপাড়া খনির পাথর/কঠিন শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্লাব হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## তরল জ্বালানি সরবরাহ কার্যক্রম

- ২০০৯-২০১৮ সময়ে দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি তরল জ্বালানি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জ্বালানি তেল সরবরাহে কোন প্রকার সংকট/প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি
- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ছিল ৩৩.২৬ লক্ষ মেঃটন
- ২০১৮ সালে দেশে মোট ৮৬.৩২ লক্ষ মেঃটন জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হয়েছে
- জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে ৫০% তেল জিটুজি (G to G) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে
- দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে
- গ্যাসক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট থেকে দেশের পেট্রোল এবং অকটেনের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।

জ্বালানি তেলের ডিপো

## সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম)

- বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অপরিশোধিত/পরিশোধিত জ্বালানি তেল বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের মাদার ভেসেল থেকে ছোট ছোট জাহাজের (লাইটারেজ) মাধ্যমে খালাস করা হয়। ফলে সময় ও অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি সিস্টেম লসের পরিমান বেশি হয়

- এ প্রেক্ষাপটে আমদানিকৃত তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্রে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং সেখান থেকে সাব-সী পাইপলাইনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল সরাসরি ইআরএল'র শোর ট্যাংকে এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করার জন্য 'সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম)

## এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধি

- জানুয়ারি ২০০৯ এ লিক্যুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) মোট সরবরাহ ছিল ৪৫ হাজার মেঃ টন। বর্তমানে এ পরিমাণ প্রায় ১৫ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৭ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে

- বর্তমান সরকারের জনবান্ধব এবং সময়োপযোগী এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি ১৮টি কোম্পানি এলপিজি আমদানি ও বাজারজাত করছে এবং গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ

- ১২ কেজি এলপিজি'র মূল্য ১৪০০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৮৫০-৯০০ টাকায় নেমে এসেছে।

## উল্লেখযোগ্য চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

- এলএনজি থেকে প্রাপ্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ:

  - মহেশখালি থেকে আনোয়ারা : ৭৯ কিঃমিঃ

- আনোয়ারা থেকে ফৌজদারহাট : ৩০ কিঃমিঃ
- চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ : ১৮১ কিঃমিঃ

- দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি FSRU স্থাপন
- আমদানিকৃত পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল দ্রুত এবং সহজে খালাসের জন্য এসপিএম স্থাপন
- উড়োজাহাজের জ্বালানি 'জেট ফুয়েল' সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কাঞ্চন ব্রীজ হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ
- ১৩০ কিঃমিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপন
- কূপ থেকে যথাযথ চাপে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ১৩টি ওয়েল হেড কম্প্রেসর স্থাপন
- রশিদপুরে ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ও অকটেন তৈরীর জন্য ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন
- ৩টি তেল কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ
- মংলায় ১ লক্ষ মেঃটন ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ
- ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২.৬০ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন
- ধনুয়া-এলেঙ্গা ৬৭ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ।

## ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন
- গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ
- বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ
- ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিঃ ইউনিট-২ স্থাপন
- ঢাকা-চট্টগ্রাম ৩০৫ কি:মি তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ
- মংলা-দৌলতপুর তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ
- পার্বতীপুর-রংপুর তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ
- পার্বতীপুর-বগুড়া তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।

# জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, অধিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ

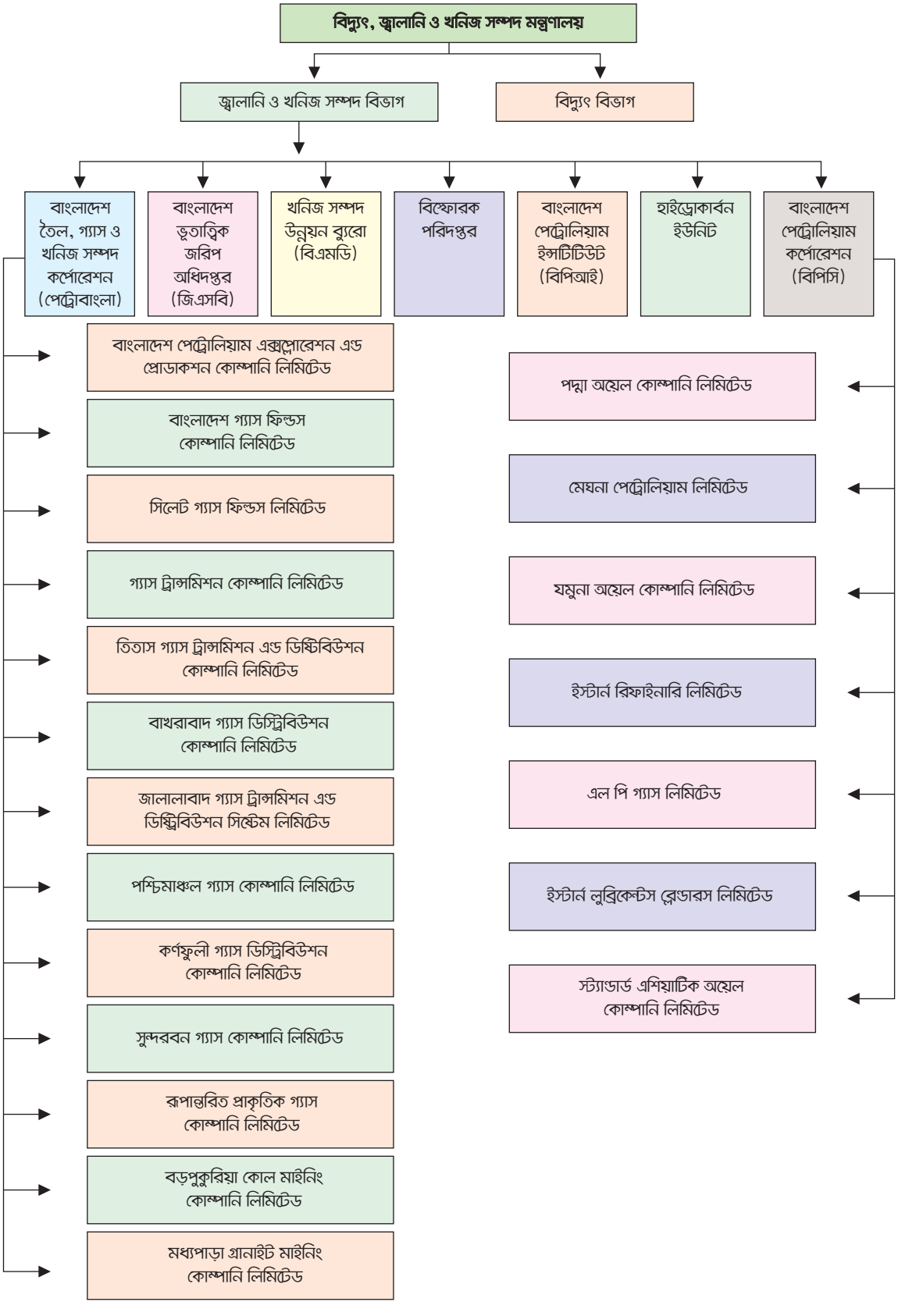

# পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কার্যক্রম

## পেট্রোবাংলার পরিচিতি ঃ

২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন করপোরেশন" (বিএমইডিসি) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি)-কে বাংলাদেশ তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠণ করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫ এর মাধ্যমে বিওজিসি'কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১'কে বাতিল করে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ওজিডিসি) বিলুপ্ত করা হয় এবং উহার সম্পদ ও দায় পেট্রোবাংলা'র উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৮৮ এর মাধ্যমে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১৯৮৫ সালে ১১ এপ্রিল জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিওজিসি ও বিএমইডিসিকে একীভূত করে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (বিওজিএমসি) গঠন করা হয়। অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই করপোরেশনকে "পেট্রোবাংলা" নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তৈল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পনীসমূহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশের অন্যতম জ্বালানি উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ দেশের খনিজ সম্পদ উন্নয়নের দায়িত্ব নিরলসভাবে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। পেট্রোবাংলা এর অধীন ১৩টি কোম্পানির মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরিচালন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সব কার্যক্রমের মধ্যে গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট/এনজিএল থেকে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন, এলপিজি উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসেবে দেশে কয়লা আহরণ এবং নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে গ্রানাইট আহরণের কার্যক্রমে পেট্রোবাংলা নিয়োজিত। ১৩টি কোম্পানির মধ্যে ১২টি কোম্পানির ১০০% শেয়ার সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলা ধারণ করে। কেবলমাত্র গ্যাস বিপণন কার্যক্রমে নিয়োজিত তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেডের ৭৫% শেয়ার পেট্রোবাংলা ধারণ করে।

## পেট্রোবাংলার দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

- তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- সরকারের নীতি অনুযায়ী তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তির (পিএসসি) অধীনে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পিএসসি কার্যাদির তদারকি, মনিটর ও সমন্বয়;
- আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের সমন্বয়, পরিকল্পনা ও তদারকি;
- দেশে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, জ্বালানি তেল এবং খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও বিপণন ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়;
- এ সেক্টরের উন্নযনের লক্ষ্যে খনি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা;
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পাদন।

# পেট্রোবাংলা-এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানি

PETROBANGLA

| EXP. & PROD. | TRANSMISSION | DISTRIBUTION | CNG & LPG | MINING |
|---|---|---|---|---|
| BAPEX | GTCL | TGTDCL | RPGCL | BCMCL |
| BGFCL | | BGDCL | | MGMCL |
| SGFL | | JGTDSL | | |
| | | PGCL | | |
| | | KGDCL | | |
| | | SGCL | | |

# বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) ঃ

## কোম্পানির পরিচিতি ঃ

| | | |
|---|---|---|
| বাপেক্স গঠন (অনুসন্ধান কোম্পানি হিসেবে) | : | ১ জুলাই ১৯৮৯ |
| বাপেক্স পুনঃগঠন (অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি) | : | ২৩ এপ্রিল, ২০০২ |
| রেজিস্টার্ড অফিস | : | বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, বাএ, ঢাকা-১২১৫<br>ফোন: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৭<br>ই-মেইল: secretary@bapex.com.bd<br>ওয়েব সাইট: www.bapex.com.bd |
| স্থায়ী জনবল | : | মোট ৬৯১ জন (কর্মকর্তা ৪০৫ জন এবং কর্মচারী ২৮৬ জন) |
| মোট অনুসন্ধান কূপ | : | ৮ টি (কসবা # ১ ও সালদা # ১ চলমান) |
| আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র | : | ৬ টি |
| উৎপাদনক্ষম গ্যাসক্ষেত্র | : | ৮ টি |
| মোট গ্যাস মজুদ | : | ১.৬ টিসিএফ |
| দৈনিক গ্যাস উৎপাদন | : | ১১৬ মিলিয়ন ঘনফুট |
| মোট ভূতাত্ত্বিক জরীপ | : | ২৬২৬ লাইন-কিলোমিটার |
| মোট দ্বিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ | : | ৯৭২৩ লাইন-কিলোমিটার |
| মোট ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ | : | ৩৩২০ বর্গ কিলোমিটার |
| খনন রিগের সংখ্যা | : | ৪ টি |
| ওয়ার্ক-ওভার রিগের সংখ্যা | : | ১ টি |
| মাড ল্যাবরেটরি | : | ৩ টি |
| মাডলগিং ইউনিট | : | ৩ টি |
| সিমেন্টিং ইউনিট | : | ২ টি |

## দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

১৯৮৯ সালে পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান পরিদপ্তর বিলুপ্তির মাধ্যমে গঠন করা হয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন কোম্পানি (বাপেক্স)। এর মূল কার্যক্রম ছিল দেশের অভ্যন্তরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। মূলতঃ বাপেক্সের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৪ সালে ওজিডিসি অব পাকিস্তান এর মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওজিডিসি (বাংলাদেশ) ও তৈল সন্ধানীর অধীনে কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৭৪ সালে বিওজিএমসি (পেট্রোবাংলা) এর অনুসন্ধান পরিদপ্তরের অধীনে দীর্ঘ ১৫ বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৮৯ সালে কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাপেক্স। উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা। বিগত ২০০০ সালে সরকার বাপেক্সের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং বিস্তৃত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রমও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে। বর্তমানে বাপেক্স দেশের অভ্যন্তরে স্থলভাগে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল মূল কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ/সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে বাপেক্স তেল, গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপসহ উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, পূর্ত উন্নয়ন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশেষণ, খনন, ওয়ার্কওভার এবং অন্যান্য আনুষাংগিক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতি ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) পেট্রোবাংলার একটি স্বনামধন্য প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের সাথে উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করে এমএস ও এইচএসডি উৎপাদনের মাধ্যমে এ কোম্পানি জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদান রাখছে। বিজিএফসিএল ১৯৫৬ সালের ৩০ মে এদেশে প্রতিষ্ঠিত শেল অয়েল কোম্পানি (পিএসওসি) এর উত্তরসূরি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিএসওসির আবিস্কৃত ৫টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ রশিদপুর, কৈলাসটিলা, তিতাস, হবিগঞ্জ এবং বাখরাবাদ মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড ষ্টার্লিং (১৭.৮৬ কোটি টাকা) মূল্যে ক্রয় করে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট রাষ্ট্রীয় মালিকানাভূক্ত করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পিএসওসির নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি লিমিটেড' (বিজিএফসিএল) করা হয়। উক্ত ৫টি ফিল্ডের মধ্যে তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদ এবং আরও ০৩টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ নরসিংদী, মেঘনা ও কামতা অর্থ্যাৎ সর্বমোট ০৬টি গ্যাস ফিল্ড বর্তমানে বিজিএফসিএল পরিচালনাধীন রয়েছে। বিজিএফসিএল কোম্পানি এ্যাক্ট ১৯৯৪ (সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

বিজিএফসিএল দেশের মোট গ্যাস উৎপাদন দৈনিক প্রায় ২৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুটের বিপরীতে দৈনিক প্রায় ৮৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে যা দেশের মোট উৎপাদনের ৩১% এবং রাষ্ট্রীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানিসমূহের ৭৮%। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজিএফসিএল বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নতুন কূপ খনন, বিদ্যমান কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, গ্যাস বুস্টার কম্প্রেসর স্থাপন, প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি কোম্পানি সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ ও উৎসে আয়কর বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ২০১০-১১ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল কে জাতীয় পর্যায়ে সেবা খাতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর পরিশোধকারীর সম্মাননা প্রদান করেছে এবং বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতীয় বিদ্যুৎ জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৬' উপলক্ষে বিজিএফসিএল জ্বালানি খাতে সেরা সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

## সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতি ঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিস্কার, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ যুগ ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৫৫ সালে হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস আবিষ্কার এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (পিপিএল) নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং ৮ই মে ১৯৮২ সালে পিপিএল/বিপিএল সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) নামে কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

- এসজিএফএল এর অধীনে বর্তমানে ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১১টি কূপ হতে দৈনিক গড়ে ১২৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জালালাবাদ, বাখরাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড অধিভূক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হয়।
- কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের সাথে সহজাত হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনডেনসেট আহরিত হয়। আহরিত কনডেনসেট নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়, যা বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

- কোম্পানির অধীনস্থ কৈলাশটিলা ফিল্ডে স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে এনজিএল আহরণ করা হয় যা পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের নিকট সরবরাহ করা হয়। উক্ত এনজিএল এলপিজি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেডের বিবিয়ানা ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট রশিদপুরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করে বিপিসি'র মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেডের মৌলভীবাজার ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেটসহ বিবিয়ানা ও জালালাবাদ ফিল্ডের উদ্বৃত্ত কনডেনসেট এসজিএফএল-এর মাধ্যমে দেশে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ১০টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের নিকট চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

## তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতি ঃ

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর জন্মলাভ করে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মানের পর ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান এর বাসায় প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগনের আস্থাভাজন হবার গৌরব অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনকি প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্যাস বিতরণ অনস্বীকার্য কোম্পানিসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান। ২০১৪ সালের ১৯ নভেম্বর তিতাস গ্যাসের ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। কালের যাত্রা পথে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তিতাস গ্যাস তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে।

কোম্পানি গঠনের শুরু থেকে ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে সরকারি মালিকানাধীন উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার আওতায় একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলি ঃ

কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলি এ কোম্পানির দায়িত্ব। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নরসিংদী, নেত্রকোনা, ও কিশোরগঞ্জ জেলায় সরবরাহ করে।

## বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতি ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | কোম্পানির নাম | ঃ | বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। |
| (খ) | কোম্পানি প্রতিষ্ঠার তারিখ | ঃ | ০৭ জুন, ১৯৮০ খ্রিঃ। |
| (গ) | রেজিষ্টার্ড অফিস | ঃ | প্রধান কার্যালয়, চাঁপাপুর, কুমিলা-৩৫০০। |
| (ঘ) | নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা | ঃ | বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)। |
| (ঙ) | প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় | ঃ | বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। |
| (চ) | বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ শুরু | ঃ | ২০ মে, ১৯৮৪ ইং হতে শুরু করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। |

### দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড কর্তৃক উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস জিটিসিএল ও টিজিটিডিসিএল এর সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত গ্যাস অত্র কোম্পানির নিম্নোক্ত ফ্রাঞ্জাইজ এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক যথাঃ বিদ্যুৎ, সার, কেপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও আবাসিক গ্রাহকের নিকট বিতরণ করা ঃ

(ক) কুমিল্লা জেলা সদর, লাকসাম, মুরাদনগর, দেবীদ্বার, দাউদকান্দি, হোমনা, চান্দিনা, বরুড়া, বুড়িচং এবং চৌদ্দগ্রাম উপজেলা।

(খ) চাঁদপুর জেলা সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব, কচুয়া, এবং শাহরাস্তী উপজেলা।

(গ) ফেনী জেলা সদর, দাগণভূঞা, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী এবং ফুলগাজী উপজেলা।

(ঘ) নোয়াখালী জেলা সদর, বসুরহাট, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি এবং চাটখিল উপজেলা।

(ঙ) লক্ষ্মীপুর জেলা সদর।

(চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর, আশুগঞ্জ, কসবা এবং বাঞ্ছারামপুর।

## কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতি ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ বিভাগের ১১ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে জারীকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক (Rationalization) গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কোম্পানির সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদনুযায়ী কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিতকরণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) নামে স্বতন্ত্র একটি কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে। জুলাই, ২০১০ হতে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর অধিভুক্ত এলাকা অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এ গ্যাস পাইপ লাইন বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে উক্ত এলাকায় জনগণের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা। কেজিডিসিএল গ্রাহকগণের গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও সেবার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহন করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি দৈব দূর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্থ এবং বিপন্ন মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) এর অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ১৬.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৬৬.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কেজিডিসিএল কর্তৃক সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহক চাহিদার আলোকে গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে ও দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

## জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

### আইন ও বিধি প্রণয়নঃ

হযরত শাহজালাল (রঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেটে ১৯৬০ সালে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে এবং ১৯৬১ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে এদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বৃহত্তর সিলেট এলাকায় গ্যাস বিতরণের লক্ষ্যে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প" এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে হযরত শাহজালাল (রঃ) এর মাজার শরীফে গ্যাস শিখা প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সিলেট শহরে গ্যাস সংযোগ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সিলেট অঞ্চলে গ্যাস নেটওয়ার্কের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। অতঃপর পেট্রোবাংলার তত্ত্বাবধানে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল) গঠন করা হয়।

জালালাবাদ গ্যাস প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এর আওতাধীন সিলেট অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে দেশের জ্বালানি আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এর আওতাভূক্ত সিলেট বিভাগে অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

## পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতিঃ

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ পেট্রোবাংলার একটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি। তুলনামূলকভাবে পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার সহায়ক ভূমিকা পালন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরাসরি সহায়ক ভূমিকা রাখা এবং গৃহস্থালীতে গ্যাস সংযোগ তথা এতদঅঞ্চলের জনগনের নিকট পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী জ্বালানির সুফল পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়েই ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে পিজিসিএল যাত্রা শুরু করে। এরপর থেকেই পিজিসিএল এর কার্যক্রম দিনে দিনে বিস্তৃত হতে থাকে। ইতোমধ্যে অত্র কোম্পানির Franchise এলাকা অর্থাৎ বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, উলাপাড়া ও শাহজাদপুর এবং রায়গঞ্জ পাবনা জেলার পাবনা সদর, বেড়া, সাঁথিয়া, ঈশ্বরদী (ঈশ্বরদী ইপিজেডসহ), বগুড়া জেলা এবং রাজশাহী মহানগর এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সিএনজি ষ্টেশন, আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয় সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ১৫ কিঃমিঃ উত্তরে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের পার্শ্বে কামারখন্দ উপজেলার নলকায় অবস্থিত। প্রধান কার্যালয়ের আওতায় সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, বাঘাবাড়ী, ঈশ্বরদী ও রাজশাহীতে একটি করে আঞ্চলিক কার্যালয় আছে। বর্ণিত আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

## সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতিঃ

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে খুলনাস্থ Registrar of Joint Stock Companies and Firms এ নামে নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারি মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে ৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের মোট শেয়ার ৭০০ (সাতশত) টাকা যা কোম্পানির বর্তমান পরিশোধিত মুলধন। কোম্পানির Memorandum and Articles of Association-এ Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভূক্ত আছেন এবং প্রতিজনের নামে ১ টি করে শেয়ার বরাদ্দ রয়েছে। Memorandum and Articles of Association এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

বর্তমানে কোম্পানির অধিভূক্ত এলাকা যথাক্রমে খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা। অধিভূক্ত এলাকায় বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের দায়িত্ব এ কোম্পানির। বর্তমানে ভোলা এলাকাতে ৩০৭৬ টি গৃহস্থালী, ১১ টি মিটারযুক্ত গৃহস্থালী, ৩টি বাণিজ্যিক, ১টি শিল্প, ১টি ক্যাপটিভ, ১টি ইট শিল্প ১টি ৩৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও ১টি ২২৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন সরকারী পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া, ভেড়ামারার ৩৬০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন আইপিপি'তে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। খুলনাস্থ ২২৫, ৩০০ এবং ৮০০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

## রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতিঃ

পরিবেশবান্ধব, বায়ুদূষণরোধ ও জ্বালানি আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান 'কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ইং সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। একনজরে আরপিজিসিএল এর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

| | | |
|---|---|---|
| কোম্পানির নাম | ঃ | রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড |
| রেজিস্ট্রেশনের তারিখ | ঃ | ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিঃ |
| রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা | ঃ | আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড প্লান্ট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২ খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯। |
| নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশন | ঃ | বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)। |
| প্রশাসনিক দপ্তর | ঃ | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)। |
| কোম্পানির ধরণ | ঃ | পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। |
| পরিশোধিত মূলধন | ঃ | টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)। |

### দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

- সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম, অনুমোদন ও তদারকি।
- এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন।
- আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম।
- মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

## গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতিঃ

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব কোম্পানি অত্যন্ত সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারী পয়েন্ট দ্বারা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানিসমূহের অধিভূক্ত এলাকায় সর্বমোট ২১৯১.১৪ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ০.৩৭% বেশী। অপরদিকে উল্লেখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ কনডেনসেট পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র হতে ৩৩৮০.৩৭ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ৩.২৮% বেশী।

## বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতিঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১ | কোম্পানির নাম | বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড |
| ২ | কোম্পানির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি | কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা। |
| ৩ | তত্ত্বধায়ক সংস্থা | বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)। |
| ৪ | প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। |
| ৫ | পাবলিক লিঃ কোং হিসেবে নিবন্ধিত | ০৪ আগস্ট ১৯৯৮। |
| ৬ | কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন নম্বর | রাজ-সি-১৬৪/৯৮। |
| ৭ | কোম্পানির কার্যারম্ভের তারিখ | ০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮। |
| ৮ | কোম্পানির প্রধান কার্যালয় | চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। |
| ৯ | লিয়াজোঁ অফিস | পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, ৩ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫। |
| ১০ | কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ | ৩ অক্টোবর ১৯৯৮। |
| ১১ | কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০। |
| ১২ | কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা | ০৭ (সাত) জন। |
| ১৩ | কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ | ৩৫০,০০,০০,০০০.০০ কোটি টাকা। |
| ১৪ | কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ | ৩১৫,৬৩,০৪,১০০.০০ টাকা (প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যেমানের মোট শেয়ারের সংখ্যা ৩১,৫৬,৩০,৩৪০ টি) |
| ১৫ | বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার | চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি)। |
| ১৬ | প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের সমাপ্তি | জুন ২০০৫ |
| ১৭ | বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উৎপাদন | সেপ্টেম্বর ২০০৫। |
| ১৮ | কোম্পানির Website Address | www.bcmcl.org.bd |

### দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

# মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতিঃ

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১৩৮ মিটার গভীরতায় কঠিন শিলা আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কঠিন শিলা খনি হতে শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয় ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এবং পেট্রোবাংলার এর মধ্যে সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট এর আওতায় ১৫৮.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ণ-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক দৈনিক ৫৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। চুক্তির ধারাবাহিকতায় কোম্পানি কর্তৃক ২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারীর মাধ্যমে খনিটি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটির কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হয়েছিল। বর্তমানে মেসার্স জার্মানীয়া-ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৬(ছয়) বছর মেয়াদী Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock Mine শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক খনিটি পরিচালিত হচ্ছে।

## দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দেশের চাহিদা মেটানো হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

## জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য ঃ

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য ঃ

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত সংখ্যা | | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | কর্মকর্তা | কর্মচারী | |
| ১। | পেট্রোবাংলা | ৬৫২ | ১৫২ | ২৫৯ | ৪১১ |
| ২। | বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স) | ১৮৬৬ | ৪০৯ | ২৮৬ | ৬৯৫ |
| ৩। | বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ | ১৩৯০ | ৩৭২ | ৫১২ | ৮৮৪ |
| ৪। | সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ | ৯৪০ | ২৭০ | ৩২০ | ৫৯০ |
| ৫। | তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ | ৩৭২৯ | ৯৩৭ | ১৩৪৫ | ২২৮২ |
| ৬। | জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ | ৯২০ | ২৮৭ | ২১৮ | ৫০৫ |
| ৭। | বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ | ১১০৬ | ২৯৮ | ৩০৮ | ৬০৬ |
| ৮। | কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ | ৮৯৩ | ২৯৪ | ২০৬ | ৫০০ |
| ৯। | পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ | ৩০৭ | ১৫২ | ২১ | ১৭৩ |
| ১০। | সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ | ৫২২ | ৪২ | - | ৪২ |
| ১১। | গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ | ৯২১ | ৪০৬ | ১৩৩ | ৫৩৯ |
| ১২। | বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ | ৪২৯ | ১১০ | ৩২ | ১৪২ |
| ১৩। | মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ | ৫১৫ | ৮৮ | ৬১ | ১৪৯ |
| ১৪। | রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ | ৪৪৭ | ১৪৬ | ৫৭ | ২০৩ |
| | **সর্বমোট =** | **১৪৬৩৭** | **৩৯৬৩** | **৩৭৫৮** | **৭৭২১** |

# ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

## পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

**বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঃ**

ক) গত ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, কয়লা ও কঠিন শিলা উৎপাদনের চিত্র ঃ

গ্যাস ঃ বিসিএফ এবং কয়লা ও কঠিন শিলা ঃ মেট্রিক টন।

| | |
|---|---|
| গ্যাস | ৯৭১.৯৬০ |
| কয়লা | ৯,২৩,২৭৬.০৮ |
| কঠিন শিলা | ৬,৬২,০০০.০০ |

খ) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে (আরএডিপিভূক্ত, নিজেস্ব তহবিল এবং জিডিএফ) প্রকল্পসমূহের বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে জুন, ২০১৮ মাসে অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ ঃ

লক্ষ টাকায়

| ক্রমিক নং | কর্মসূচী | ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের আরএডিপিভুক্ত, নিজেস্বতহবিল এবং জিডিএফ বরাদ্দ | | | জুন, ২০১৭ পর্যন্তআর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দর বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট | টাকা | প্রকল্প সাহায্য | মোট | টাকা | প্রকল্প সাহায্য |
| ০১ | আরএডিপিভূক্ত কর্মসূচী (১১টি প্রকল্প) | ১২৭৬৪৮ | ৮৪৬৬৩ | ৪২৯৮৫ | ১২৭১৯২.২৯ (৯৯.৬৪%) | ৮০৬০৩.৪৬ (৯৫.২১%) | ৪৬৫৮৮.২৪ (১০৮.৩৮%) |
| ০২ | পেট্রোবাংলার নিজেস্ব কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প (১৫ টি প্রকল্প) | ১৭৫৭১৮ | ১০১৫০৪ | - | ১৫০১৬৯.৫৬ (৮৫.৪৬%) | ৮৫৩৩১.৭২ (৮৪.০৭%) | - |
| ০৩ | জিডিসিএফ ভুক্ত কর্মসূচি (১৪টি প্রকল্প) | ৯১১৩৪ | ২৬১৬৩ | - | ৮৩১৯৯.৮৩ (৯১.২৯%) | ২২৯০১.৩৫ (৮৭.৫৩%) | - |
| **সর্বমোট ৪০ টি প্রকল্প** | | **৩৯৪৫০০** | **২২৩৮৪৮** | **৪২৯৮৫** | **৩৬০৫৬১.৬৮ (৯১.৪০%)** | **১৮৮৮৩৭ (৮৪.৩৬%)** | **৪৬৫৮৮.২৪ (১০৮.৩৮%)** |

গ) পিএসসি কার্যক্রম ঃ

লক্ষ টাকায়

| ক্রমিক নং | বিষয় | সময়কাল (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮) | |
|---|---|---|---|
| | | বিস্তারিত বিবরণ | সর্বমোট |
| ০১ | ২ডি সাইসমিক (লাইন কিঃ মিঃ) | - | - |
| ০২ | ৩ডি সাইসমিক (বর্গ কিঃ মিঃ) | ৩০৫ বর্গ কিঃমিঃ (ব্লক SS-11) | ৩০৫ বর্গ কিঃমিঃ |
| ০৩ | ৩ডি সাইসমিক (বর্গ কিঃ মিঃ) | নতুন স্ট্রাকচার আবিষ্কার ব্লক SS-04 ও SS-09-এ আহরিত ২ডি সাইসমিক ডাটা Interpretation শেষে গত মার্চ, ২০১৮ মাসে ব্লক SS-04-এ একটি প্রসপেক্ট (Titli-1X) এবং ব্লক SS-09-এ একটি প্রসপেক্ট (Maitri-1X) চিহ্নিত হয়েছে। গভীর সমুদ্র ব্লক ডিএস-১২ এ POSCO Daewoo Corporation এর সাথে গত ১৪/০৩/২০১৭ তারিখে উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এপ্রিল-মে, ২০১৭ মাসে ৩,৫৬০ লাইন-কিলোমিটার 2D সাইসমিক জরিপে ডাটা এ্যাকুইজিশনের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত আহরিত 2D সাইসমিক জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলে ৫টি Lead সনাক্ত করেছে। POSCO Daewoo আগামী নভেম্বর ২০১৮-তে এ ব্লকে 3D সাইসমিক জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়টি পরিকল্পনায় নিয়েছে। | ৭টি |

লক্ষ টাকায়

| ক্রমিক নং | বিষয় | সময়কাল (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮) | |
|---|---|---|---|
| | | বিস্তারিত বিবরণ | সর্বমোট |
| ০৪ | অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা | - | - |
| ০৫ | আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র | - | - |
| ০৬ | উন্নয়ন কূপের সংখ্যা | - | - |
| ০৭ | ওর্য়াকওভার কূপের সংখ্যা | - | - |
| ০৮ | গ্যাস উৎপাদন (বিলিয়ন ঘনফুট) | ৩২.৯৩২ বিলিয়ন ঘনফুট (বাংগুরা) এবং ৫৫৪.৬৪৯ বিলিয়ন ঘনফুট (বিবিয়ানা, জালালাবাদ, মৌলভীবাজার) | ৫৮৭.৫৮১ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস |
| ০৯ | কনডেনসেট উৎপাদন (ব্যারেল) | ৯৯,৫৫৯.৪০ ব্যারেল (বাংগুরা) এবং ৩,৭০৬,৩৬৮ ব্যারেল (বিবিয়ানা, জালালাবাদ, মৌলভীবাজার) | ৩,৮০৫,৯২৭.৪ ব্যারেল |
| ১০ | সমুদ্রাঞ্চলে Non-Exclusive Multi-client 2D Seismic Survey | পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সমুদ্রাঞ্চলে Non-Exclusive Multi-client 2D Seismic Survey বিষয়ে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন রয়েছে। | - |
| ১১ | নতুন সমুদ্রসীমায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জরিপ জাহাজ ভাড়া | পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | - |

### ঘ) এলএনজি কার্যক্রমঃ

এলএনজি টর্মিনাল নির্মাণ ও এলএনজি আমদানি কক্সবাজারের মহেশখালীর সমুদ্রে ৫০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের জন্য পেট্রোবাংলা Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এবং Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। Excelerate-Gi FSRU হতে আগামী আগষ্ট ২০১৮ মাসের প্রথম নাগাদ ও Summit-Gi FSRU হতে আগামি ডিসেম্বর-২০১৮/জানুয়ারী-২০১৯ নাগাদ জাতীয় গ্যাস গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। কক্সবাজারের মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পটুয়াখালীর পায়রায় স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া ভাসমান ও স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য পেট্রোবাংলা বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU/Term Sheet স্বাক্ষর করেছে।

বছরে ১.৮ হতে ২.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের জন্য কাতারগ্যাস (Ras Gas)-এর সাথে পেট্রোবাংলা গত ২৫-০৯-২০১৭ তারিখ LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করে। জি টু জি ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত উক্ত চুক্তির মেয়াদ ১৫ বছর। এছাড়া ওমান হতে বছরে ০.৫ হতে ১.০ (এক) মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের জন্য Oman Trading International (OTI) -এর সাথে পেট্রোবাংলা গত LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করে। বর্ণিত চুক্তির মেয়াদ ১০ বছর। এছাড়া এলএনজি ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পেট্রোবাংলা Letter of Intent (LOI)/ SPA স্বাক্ষর/ অনুস্বাক্ষর করেছে। গ্যাসের চাহিদার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের জন্য ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শীঘ্রই চূড়ান্ত Master Sales Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

FSRU Excellence কে বাংলাদেশে স্বাগত জানাচ্ছেন আরপিজিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌ. মো. কামরুজ্জামান।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি মহেশখালিতে এলএনজি টার্মিনাল পরিদর্শন করছেন। ২৮/৩/২০১৮.

দুবাই এ বাংলাদেশের প্রথম এলএনজি টারমিনাল Excellence পরিদর্শনে আরপিজিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন)।

Parliamentary committee's Chairman, Energy Sec, Chairman PB সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন গত ২৯/০৪/২০১৮ তারিখ কক্সবাজারের গভীর সমুদ্রে FSRU পরিদর্শন করেন।

Parliamentary committee's Chairman, Energy Sec, Chairman PB সহ উর্ধ্বষতন কর্মকর্তাগন গত ২৯/০৪/২০১৮ তারিখ কক্সবাজারের গভীর সমুদ্রে FSRU পরিদর্শন করেন।

# বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

**ভূ-তাত্ত্বিক কার্যক্রমঃ**

২০১৭-২০১৮ মাঠ মৌসুমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল মৌলভীবাজার জেলার হারারগজ ভূগঠনে সর্বমোট ৯০ লাইন কিমি জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। এসময় জরিপ দল মোট ১৭টি ছড়া/সেকশনে কাজ করে ৫৪টি শিলা নমুনা, ০১টি গ্যাস নমুনা এবং ০১টি পানি নমুনা সংগ্রহ করেছে। জরিপ দলের জরিপকৃত এবং সংগ্রহকৃত তথ্য ও উপাত্ত বিশেষণ করে হারারগজ ভূগঠনের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরীকরতঃ সংগ্রহকৃত শিলা নমুনা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি ভূতাত্ত্বিক রিপোর্ট চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে বাপেক্সের স্থায়ী জিএন্ডজি কমিটির অনুমোদনক্রমে সংগৃহীত থ্রি-ডি সাইসমিক উপাত্ত, বিদ্যমান কূপসমূহের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে শ্রীকাইল ইস্ট অনুসন্ধান কূপ-১, সালদা নর্থ অনুসন্ধান কূপ-১ ও টবগী অনুসন্ধান কূপ-১ এর প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া জকিগঞ্জ এলাকায় জকিগঞ্জ প্রসপেক্ট এর বিদ্যমান সাইসমিক উপাত্তসমূহ ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে জিএন্ডজি কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক জকিগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ-১ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্লক-৮ এলাকার উপর পেট্রোবাংলা, বাপেক্স, বিপিআই ও জাপানের মোইকো এর সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল টিমের তৈরীকৃত প্রতিবেদন ও অত্র এলাকার বিদ্যমান অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জিএন্ডজি কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক মাদারগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ-১ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাপেক্সের জিএন্ডজি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত জকিগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ-১, বাতচিয়া অনুসন্ধান কূপ-১ ও টবগী অনুসন্ধান কূপ-১ এর কূপ খনন স্থান মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডুপিটিলা এলাকায় বাপেক্সে বিদ্যমান দ্বিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় খননকৃত কূপসমূহ হতে প্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ শেষে একটি ভূতাত্ত্বিক মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ উক্ত এলাকায় আরোও ক্লোজ গ্রিড সাইসমিক সার্ভের সুপারিশ করা হয়। বর্তমানে বেগমগঞ্জ-৪ কূপের সংশোধিত কূপ প্রস্তাবনা এবং বাতচিয়া প্রসপেক্ট এবং গৃহীত সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশেষণ করতঃ জিএন্ডজি কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক বাতচিয়া অনুসন্ধান কূপ-১ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। উপরন্তু ভোলা নর্থ গ্যাসক্ষেত্র ও শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন কূপ খননের লোকেশন প্রদানের লক্ষ্যে বাপেক্সে বিদ্যমান ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ ও উক্ত এলাকায় খননকৃত কূপসমূহ হতে প্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে। সালদা নর্থ-১ ও কসবা-১ অনুসন্ধান কূপদ্বয়ের খননকার্য চলাকালীন সময়ে প্রাপ্ত উপাত্তের সহিত সাইসমিক উপাত্তের পুনঃপর্যালোচনার কাজ চলছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে অত্র উপ-বিভাগ কর্তৃক শাহবাজপুর ইস্ট অনুসন্ধান কূপ নং-১, ভোলা নর্থ অনুসন্ধান কূপ নং-১, কসবা অনুসন্ধান কূপ নং-১ এবং সালদা নর্থ অনুসন্ধান কূপ নং-১ এর ওপেন হোল (গামা রে, রেজিসটিভিটি, নিউট্রন, ডেনসিটি, ফুল ওয়েভ সনিক, স্পেকট্রাল গামা রে, ইমেজ লগ, আরডিটি) এবং কেসড হোল (গামা রে, সিভিএল, ভিডিএল, সিসিএল, আল্ট্রা সনিক, পিএলটি) ওয়্যারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সংগৃহিত লগ উপাত্ত সমূহ হতে সম্ভাবনাময় গ্যাস জোন নির্ণয় এর জন্য ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে এবং টেকলগ সফটওয়্যার ব্যবহার করে গুনগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। খননকৃত কূপ সমূহের মধ্য হতে শাহবাজপুর ইস্ট অনুসন্ধান কূপ নং-১ এবং ভোলা নর্থ অনুসন্ধান কূপ নং-১ এর সম্ভাবনাময় গ্যাস জোন সমূহে ডিএসটি এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক উপযোগিতা যাচাই করার লক্ষ্যে পারফোরেশন করা হয়েছে। সফল কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শাহবাজপুর ইস্ট অনুসন্ধান কূপ নং-১ এ শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের প্রধান জোনের বিস্তৃতি পাওয়া যাওয়ায় অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ বহুলাংশে বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। একই সাথে ভোলা নর্থ অনুসন্ধান কূপ নং-১ এ বাণিজ্যিক গ্যাসের মজুদ প্রমাণিত হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের ২৭তম গ্যাসক্ষেত্র হিসেবে আবিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেগমগঞ্জ কূপ নং-৩ (ওয়ার্কওভার) এর কেসড হোল (গামা রে, সিভিএল, ভিডিএল, সিসিএল) ওয়্যারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং সফলভাবে নতুন গ্যাস জোন এ পারফোরেশন এর মাধ্যমে ডিএসটি পরিচালনা করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পাদনের কারণে জাতীয় গ্রিডে প্রায় ৬৫-৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফরমেশন ইভ্যালুয়েশন উপ বিভাগ কর্তৃক বাপেক্সসহ বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্রের সমস্যা দূরীকরণে পরামর্শক সেবা প্রদান এবং মজুদ মূল্যায়ন এবং নতুন গ্যাস স্তর প্রাপ্তি সাপেক্ষে মজুদ পুনঃ মূল্যায়নের কাজ করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এসজিএফএল এর রশিদপুর-৯ নং কূপে প্রাপ্ত নতুন গ্যাস স্তর এর মজুদ নির্ণয়, সুন্দলপুর গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ পুনঃমূল্যায়ন এবং প্রাথমিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে শাহবাজপুর ইস্ট-১ সহ শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ পুনঃ মূল্যায়ন ও আবিষ্কৃত ভোলা নর্থ গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ওএফআই-২ মাডলগিং ইউনিট ব্যবহার করে রূপকল্প-৩ খনন প্রকল্পের আওতায় কসবা-১ অনুসন্ধান কূপে ১৩০৬ মিটার পর্যন্ত মাডলগিং সার্ভিসেস প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মোবারকপুর সাউথ-ইস্ট-১, সালদা নর্থ-১, কসবা-১, সেমুতাং সাউথ-১,

শ্রীকাইল ইস্ট-১ শ্রীকাইল নর্থ-১, টবগী-১ এবং মাদারগঞ্জ-১ প্রভৃতি অনুসন্ধান কূপের জিওলজিক্যাল টেকনিক্যাল অর্ডার (জিটিও) প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ, বাতচিয়া-১ অনুসন্ধান কূপের জিটি প্রণয়নের কাজ চলছে। দেশের ১৩টি জেলার ১২টি গ্যাস নির্গমন স্থান এবং একটি তৈল নির্গমন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ গ্যাস ও তৈল নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রীদের বাপেক্স এর বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান সংক্রান্ত কোর্সে সমাপনী ইন্টার্নি প্রোগ্রামটি ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক সমন্বয় করা হয়।

## ভূপদার্থিক কার্যক্রমঃ

### সাইসমিক সার্ভেঃ

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে নাম লিখিয়েছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি জ্বালানি খাতকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এদেশের প্রাপ্ত জ্বালানিসমূহের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম যা প্রায় দেশের তিন চর্থুতাংশ জ্বালানি চাহিদা পূরণ করে আসছে। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে আরো বেশি উৎপাদনের জন্য বাপেক্স এর ভূপদার্থিক বিভাগ ২ডি ও ৩ডি ভূ-কম্পন জরিপ পরিচালনা করে চলছে। দেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চল গ্যাসের আধার হিসেবে বিবেচিত হলেও পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলেও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাপেক্সের নামে বরাদ্দকৃত ব্লক ৮ ও ১১ তথা কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নরসিংদী, সুনামগঞ্জ, টাঙ্গাইল গাজীপুর অঞ্চলে পূর্বের জরীপের উপর ভিত্তি করে কূপ খননে সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৩০০০ লাইন কি. মি. "রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রজেক্ট" গ্রহণ করা হয়েছে যা চলমান আছে। দেশের মধ্যাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল তথা ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলের পূর্বতন উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ৩০০০ লাইন কি. মি. "2D Seismic Survey over Exploration Block 3B, 6B & 7" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, পাবনা, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা ও বাগেরহাট জেলায় অক্টোবর, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ সাল পর্যন্ত সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা চলমান আছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাপেক্স ফেঞ্চুগঞ্জ ও রূপগঞ্জ ভূগঠনে ৩-ডি ভূকম্পন জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে ৩-ডি ভূকম্পন জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার প্রক্রিয়া চলমান আছে।

### ২-ডি ভূকম্পন জরিপঃ

**রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রজেক্টঃ**

প্রকল্পের আওতায় ৩০০০ লাইন কি. মি. এর মধ্যে ২০১৭-১৮ মাঠ মৌসুমে ৮১০ লাইন কি. মি. জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

2D Seismic Survey over Exploration Block 3B, 6B & 7:

এ প্রকল্পের আওতায় ৩০০০ লাইন কি. মি. এর মধ্যে ২০১৭-১৮ মাঠ মৌসুমে ২২২৫ লাইন কি. মি. জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পটির কার্যক্রম বাপেক্স এর তত্ত্বাবধানে চায়না কোম্পানি Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPC) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

### ৩-ডি ভূকম্পন জরিপঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাপেক্স ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে ৩০০ বর্গ কি. মি., রূপগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে ২০০ বর্গ কি. মি. ৩-ডি ভূকম্পন জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে ২৫০ বর্গ কি. মি. ৩-ডি ভূকম্পন জরিপ কার্যক্রম এর প্রক্রিয়া চলমান আছে।

### পরীক্ষাগার বিভাগের কার্যক্রমঃ

পরীক্ষাগার বিভাগ বাপেক্সের তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ল্যাব সার্ভিসের অংশ হিসেবে এ বিভাগে গ্যাস, কনডেনসেট, পানি, রক কোর, আউটক্রপ, সিমেন্ট ইত্যাদি নমুনার ভূতাত্ত্বিক, ভূ-রসায়নিক ও পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। বাপেক্সের নিজস্ব ৬টি গ্যাসক্ষেত্র (সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, শ্রীকাইল, সেমুতাং ও রূপগঞ্জ), ২টি অনুসন্ধান (শাহবাজপুর ইস্ট # ১ ও ভোলা নর্থ-১) ১টি ওয়ার্কওভার প্রকল্প থেকে সংগৃহীত ২২৮টি গ্যাস, ৮৮টি কনডেনসেট ও ৭৭টি পানি নমুনা, বেগমগঞ্জ # ৩ ওয়ার্কওভার প্রকল্প থেকে প্রেরিত ১টি সিমেন্ট নমুনা ও ১টি শক্ত প্রতিবন্ধক নমুনা, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ৫টি

সীপ গ্যাস, বাতচিয়া ভূ-গঠনের ৭০টি আউটক্রম নমুনা এবং শাহবাজপুর ইস্ট #১ কূপ থেকে সংগৃহীত ২৭টি whole core (পেট্রোফিজিক্যাল), ৪৪টি কোর পাগ ও ৫৪টি কোর (সিডিমেন্টোলজিক্যাল ও মাইক্রোপ্যালিওন্টোলজিক্যাল) নমুনাসহ সর্বমোট ৫৯৫টি নমুনা বিশ্লেষণান্তে মোট ৮৬টি কারিগরী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। চার্জের বিনিময়ে ফেঞ্চুগঞ্জস্থ বারাকা পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে ৩টি গ্যাস নমুনা, Survey 2000 BD Ltd এর চাহিদাক্রমে ৬৫টি bore hole নমুনা এবং Tullow Bangladesh Ltd এর চাহিদাক্রমে ২টি production নমুনা বিশেষণকরতঃ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। গত অর্থ-বছরে জাহাঙ্গীরনগর ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) এর পেট্রোলিয়াম এ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং (পিএমআই) বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রীরা ল্যাব পরিদর্শনসহ বিভাগের বিশ্লেষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

## খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রমঃ

খনন বিভাগ বাপেক্সের তেল/গ্যাস অনুসন্ধান/ওয়ার্কওভার কার্যক্রমে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিজস্ব দক্ষ জনবল দ্বারা খনন/ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এছাড়াও পেট্রোবাংলার বিভিন্ন কোম্পানির খনন/ওয়ার্কওভার-এর কাজও খনন বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

### ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের খনন বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত খনন/ওয়ার্কওভার কার্যক্রমঃ

১। শাহবাজপুর # ০১ ও ০২ নং কূপ ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদিত হয়।

২। বেগমগঞ্জ # ১ নং কূপ ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদিত হয়।

৩। তিতাস # ১৫ নং কূপ ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদিত হয়।

৪। তিতাস # ২১ নং কূপ ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদিত হয়।

### চলমান কার্যক্রম (খনন/ওয়ার্কওভার):

১। কসবা # ১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।

২। সালদা # ১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।

৩। হবিগঞ্জ # ১ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

৪। কৈলাশটিলা # ১ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

ভোলা নর্থ # ১ অনুসন্ধান কূপ খনন কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

কসবা # ১ অনুসন্ধান কূপ খনন কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

## উৎপাদন কার্যক্রম

**২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ**

| কার্যক্ষেত্র | লক্ষমাত্রা | সংশোধিত লক্ষমাত্রা | অর্জিত লক্ষমাত্রা | প্রকৃত অর্জন শতকরা হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| গ্যাস (এম.এম.সি.এম) | ১৩৫৯.০০ | ৯৫৭.৪৫ | ১০০৭.৭৫ | ১০৫.২৫% |
| কনডেনসেট (হাজার লিটার) | ৫০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৬২৬৮.৬০ | ১২৫.৩৭% |

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

## ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

**(ক) ফিল্ডসমূহের সার্বিক অবস্থাঃ**

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে ৫টি গ্যাস ফিল্ড উৎপাদনে ছিল এবং ৪২টি কূপের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ৮২৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে মোট ৩০১,৭৭০.৮৯৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়। উক্ত অর্থ-বছরে গ্যাসের উপজাত হিসেবে ১,৯২,৪৭৬ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কোম্পানির ৫টি গ্যাস ফিল্ডের সার্বিক অবস্থা নিম্নে উলেখ করা হলোঃ

| ফিল্ডের নাম | উৎপাদনক্ষম কূপের সংখ্যা | প্রসেস প্ল্যান্টের সংখ্যা ও টাইপ | দৈনিক গড় উৎপাদন | |
|---|---|---|---|---|
| | | | গ্যাস | কনডেনসেট |
| তিতাস ফিল্ড | ২৬টি | ১০টি গাইকল ডিহাইড্রেশন ও ৬টি এলটিএস টাইপ | ৫৩৫ মিঃ ঘনফুট | ৪৩৬ ব্যারেল |
| হবিগঞ্জ ফিল্ড | ০৭টি | ৬টি গাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ | ২১৯ মিঃ ঘনফুট | ১১ ব্যারেল |
| বাখরাবাদ ফিল্ড | ০৬টি | ৪টি সিলিকাজেল টাইপ | ৩৩ মিঃ ঘনফুট | ১৫ ব্যারেল |
| নরসিংদী ফিল্ড | ০২টি | ১টি গাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ | ২৭ মিঃ ঘনফুট | ৪৪ ব্যারেল |
| মেঘনা ফিল্ড | ০১টি | ২টি এলটিএক্স টাইপ | ১৩ মিঃ ঘনফুট | ২১ ব্যারেল |

**(খ) উৎপাদনঃ**

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে কোম্পানির ৫টি গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদনশীল কূপ হতে গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

| গ্যাস ফিল্ড | কূপ সংখ্যা | উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা | উৎপাদিত গ্যাস | | উৎপাদিত কনডেনসেট (লিটার) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (মিলিয়ন ঘনমিটার) | (মিলিয়ন ঘনফুট) | |
| তিতাস | ২৭ | ১৬ | ৫,৫২৭.৭৪৬ | ১,৯৫,২১০.৮২৩ | ২,৫২,৭৬,৩৮৯ |
| হবিগঞ্জ | ১১ | ০৭ | ২,২৬২.৪৫৮ | ৭৯,৮৯৮.০৭৮ | ৬,৪২,৭৮৯ |
| বাখরাবাদ | ১০ | ০৬ | ৩৪০.৪১৫ | ১২,০২১.৬৭২ | ৮,৬১,১১৩ |
| নরসিংদী | ০২ | ০২ | ২৮৩.৮৪৪ | ১০,০২৩.৮৫৭ | ২৫,৭৭,৯৬২ |
| মেঘনা | ০১ | ০১ | ১৩০.৭২৩ | ৪,৬১৬.৪৬৪ | ১২,৪০,৩৬৩ |
| মোটঃ | ৫১ | ৪২ | ৮,৫৪৫.১৮৬ | ৩,০১,৭৭০.৮৯৪ | ৩,০৫,৯৮,৬১৬ |

**(গ) বিক্রয়ঃ**

৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরে তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ড থেকে মোট গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৩,০১,৩৭৯.০৭৩ মিলিয়ন ঘনফুট (৮,৫৩৪.০৯১ মিলিয়ন ঘনমিটার)। তাছাড়া আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির উৎপাদন প্রক্রিয়াসহ নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত এবং ফ্লেয়ার জ্বালিত গ্যাসের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৮০.২৬২ এবং ১১.৫৫৯ মিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ মোট ৩৯১.৮২১ মিলিয়ন ঘনফুট (১১.০৯৫ মিলিয়ন ঘনমিটার)। এ বছর মোটর স্পিরিট এবং হাইস্পিড ডিজেল বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৭২,৮৭,২৪৩ লিটার ও ৩,৮৭,৪৬,৯৪০ লিটার ।

**(ঘ) মজুদ ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদনঃ**

কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের সর্বশেষ জরিপ তথ্যানুযায়ী উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১২,২৫২.০০ বিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে গত ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৮,০৩০.০০৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা হয়েছে যা উত্তোলনযোগ্য মোট মজুদের ৬৫.৫৪% ।

**(ঙ) সাফল্যঃ**

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন তিনটি প্রকল্পের মধ্যে দুইটি প্রকল্প যথাঃ "Natural Gas Efficiency Project [Installation of Gas Compressors at Titas (Location-C) & Narsingdi Gas Fields]" ও "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের কম্প্রেসর সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অপর দিকে "তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কূপের ওয়ার্কওভারের বাস্তব কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া, উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া তিতাস ১৫ নং ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করে ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে কূপটি হতে দৈনিক প্রায় ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান

# সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

## ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

**উৎপাদন পরিসংখ্যানঃ**

**প্রাকৃতিক গ্যাসঃ**

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ১৩৫২.৬৪ এমএমএসসিএম গ্যাস উৎপাদিত হয় যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ছিলো ১৪৫২.৯৭ এমএমএসসিএম। বিগত বছরের তুলনায় সামগ্রিকভাবে কোম্পানির মোট গ্যাস উৎপাদন ৬.৯১% হ্রাস পেয়েছে।

**পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদিঃ**

**কনডেনসেট/এনজিএলঃ**

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে মোট ৪৪২১৯.০৮৯ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। এছাড়া আলোচ্য অর্থ-বছরে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টে উৎপাদিত মোট ২৪৭২০.০০ কিলোলিটার এনজিএল রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানির এলপিজি প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়।

**পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনঃ**

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে কোম্পানি কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে ১১৯৭২৯.৪৮৬ কিলোলিটার পেট্রোল, ১৭৫৩০.২১ কিলোলিটার ডিজেল ও ১২৬৮৬.৯৮ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের তুলনায় পেট্রোলের উৎপাদন ৮৫৭৯.৪৮৬ কিলোলিটার, ডিজেল উৎপাদন ১২১৮.২১ কিলোলিটার এবং কেরোসিন উৎপাদন ১৯০.৯৩ কিলোলিটার বৃদ্ধি পেয়েছে।

## সাফল্যঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১১-২০১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বীকৃতি লাভ করে।

Process area and pump shelter of 4000 bpd

## বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

**গ্যাস ক্রয় বিক্রয় ও সিস্টেম(লস)/গেইনঃ**

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে গ্যাস ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৪৮৮.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে কোম্পানি ৩৩৪২.৮৩ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করে এবং গ্যাস বিক্রির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৪৮৮.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৩৬৮৭.৭৩ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রি করে। ফলে আলোচ্য অর্থ-বছরে সিস্টেম গেইন এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪৪.৯০ এমএমসিএম অর্থাৎ ১০.৩২%।

### কোম্পানির মার্জিন ও নীট মুনাফা ঃ

আলোচ্য অর্থ-বছরে কোম্পানির অন্যান্য পরিচালন আয়সহ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২২০৯.১১ কোটি টাকা। উক্ত রাজস্ব আয় হতে গ্যাস ক্রয় খাতে ১১৪২.০২ কোটি টাকা, বাপেক্স মার্জিন খাতে ১৩.০৫ কোটি টাকা, জিটিসিএল এবং টিজিটিডিসিএল এর হুইলিং চার্জ খাতে ৫১.৪৬ কোটি টাকা, প্রাইস ডেফিসিট ফান্ড খাতে ৯০.৯১ কোটি টাকা, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল খাতে ৯৪.৮৮ কোটি টাকা, এনার্জি সিকিউরিটি ফান্ড মার্জিন বাবদ ১৭১.৭১ কোটি টাকা ও সাপোর্ট ফর শর্টফল খাতে ৩০৬.৬২ কোটি টাকা সর্বমোট ১৮৭০.৬৫ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর কোম্পানির মার্জিন দাঁড়িয়েছে ৩৩৮.৪৬ কোটি টাকা। এ অর্থ-বছরে কোম্পানির করপূর্ব নিট মুনাফা হয়েছে ১৯৭.৯৭ কোটি টাকা এবং কর পরবর্তী নীট মুনাফা হয়েছে ১২৮.৬৮ কোটি টাকা।

### সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুণঃসংযোগ কার্যক্রমঃ

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে কোম্পানির গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃ সংযোগ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৯৪০ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর মধ্যে ক্যাপটিভ পাওয়ার ০৭ টি, শিল্প ০৪টি, বাণিজ্যিক ১৬২টি, সিএনজি ০৯টি ও আবাসিক ৭৫৮টি। তাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৩৪.৩৯ কোটি টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের নিকট হতে ১৬.৩১ কোটি টাকা আদায়পূর্বক বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৬৪০ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়।

### ভিজিল্যান্স কার্যক্রমঃ

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে অসাধু গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপি ও অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে গঠিত ভিজিল্যান্স টিম ৪,৮০০ জন গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শন করে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার ও বকেয়া বিলের জন্য ১,৫০০ জন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, এ ছাড়াও বিপুল পরিমাণ অবৈধ গ্যাস পাইপ লাইন অপসারণ ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম জব্দ করেছে।

### গ্রাহকদেরকে প্রত্যয়নপত্র প্রদানঃ

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে এবং বকেয়া পাওনার পরিমাণ নিশ্চিত করণের স্বার্থে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সকল শ্রেণির গ্রাহকের নিকট প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করার ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।

### ই- টেন্ডারিং প্রক্রিয়া চালুকরণঃ

অত্র কোম্পানিতে উন্মুক্ত দরপত্র ব্যবস্থায় ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় ০৬ (ছয়) টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

## কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

**কোম্পানির ভিজিল্যান্স কার্যক্রম:**

কেজিডিসিএল একটি স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর হতে গ্যাস কারচুপি ও অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে ভিজিল্যান্স টিমের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ১টি কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স টীম, ২টি টাস্কফোর্স, ১টি কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স, ৮টি জোন ভিজিল্যান্স টীম, ৩টি আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টীম, ২টি বাণিজ্যিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টীম ও ১টি ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টসহ সর্বমোট ১৮টি টীম কার্যকর রয়েছে।

**(ক) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হল :**

সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা : ৮,১৩৯টি

| গ্রাহক শ্রেণি | সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|
| | বকেয়া | অবৈধ কার্যকলাপ | মোট |
| শিল্প/ক্যাপটিভ | ৩০ | ১১ | ৪১ |
| সিএনজি | ০৪ | ০১ | ০৫ |
| বাণিজ্যিক | ৭৮ | ২৪ | ১০২ |
| আবাসিক | ৪৪১২ | ৩৫৭৯ | ৭৯৯১ |
| **মোট** | **৪৫২৪** | **৩৬১৫** | **৮১৩৯** |

(খ) অবৈধ পাইপ লাইন অপসারণের পরিমাণ : ৪৬ ফুট।

(গ) সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহক হতে পুনঃসংযোগ প্রদানকালে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ :

| পুনঃসংযোগের সংখ্যা (টি) | | | | মোট (টি) | আদায়কৃত অর্থের পরিমান (টাকা) | | মোট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আবাসিক | বাণিজ্যিক | শিল্প | সিএনজি | | বকেয়া বিল | অনিবন্ধিত গ্যাস বিল/জরিমানা/ অন্যান্য খাতে আদায় | |
| **৫৩৬৪** | **৩৭** | **২৪** | **০৩** | **৫৪২৮** | **৭,৬৪,০৪,৮৪৬/-** | **৪,৩১,৫৭,৬৫৩/-** | **১১,৯৫,৬২,৪৯৯/-** |

## জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

### ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

**রাইজার উত্তোলন ও গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন ঃ**

গ্যাস সংযোগ ও বর্ধিত সংযোগ বন্ধের সরকারী নির্দেশনা থাকায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে অত্র কোম্পানিতে রাইজার উত্তোলন ও গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করা হয়নি।

### গ্রাহক সংযোগ ঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১টি। কিন্তু আলোচ্য অর্থ-বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১টি বিদ্যুৎ, ১টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ১টি সিএনজি, ৩টি শিল্প, ১টি চা-বাগান, ২টি বাণিজ্যিকসহ মোট ০৯জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১০০% এর বেশী। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২,২৩,৬৬৮টি।

### ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

| খাত | ২০১৭-২০১৮ বছরে লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৭-২০১৮ | | ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| | | প্রকৃত সংযোগ | স্থায়ী বিচ্ছিন্ন | |
| সারকারখানা | - | - | - | ০১ |
| বিদ্যুৎ (পিডিবি) | ০১ | ০১ | - | ১৬ |
| বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ) | - | ০১ | - | ১১১ |
| সি এন জি | - | ০১ | - | ৫৭ |
| শিল্প | - | ০৩ | - | ১০৭ |
| চা-বাগান | - | ০১ | - | ৯৫ |
| বাণিজ্যিক | - | ০২ | ০৭ | ১৬৭৯ |
| আবাসিক | - | - | ৪৯ | ২২১৬০২ |
| **মোট** | **০১** | **০৯** | **৫৬** | **২২৩৬৬৮** |

## গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ১টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ১টি সিএনজি, ১০৬টি বাণিজ্যিক ও ১,৯০৩ টি আবাসিকসহ মোট ২০১১ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, যাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৪৮৩.১৭ লক্ষ টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের নিকট হতে ৪১৯.৭৫ লক্ষ টাকা আদায়পূর্বক ১টি সিএনজি, ১টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ৪৬টি বাণিজ্যিক ও আবাসিক ১৫২৮টিসহ সর্বমোট ১৫৭৬ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

| গ্রাহক শ্রেণি | অর্থ-বছর ২০১৭-২০১৮ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | সংযোগ বিচ্ছিন্ন | | পুনঃসংযোগ | |
| | সংখ্যা | পাওনা অর্থের পরিমাণ | সংখ্যা | আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ |
| শিল্প | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ক্যাপটিভ পাওয়ার | ০১ | ০.২৬ | ০১ | ০.২৬ |
| সিএনজি ফিড গ্যাস | ০১ | ১৩৪.৪৪ | ০১ (২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের) | ১৮০.০০ |
| বাণিজ্যিক | ১০৬ | ১০৫.৮৩ | ৪৬ | ৫৩.৯৭ |
| আবাসিক | ১৯০৩ | ২৪২.৬৪ | ১৫২৮ | ১৮৫.৫২ |
| **মোট** | **২০১১** | **৪৮৩.১৭** | **১৫৭৬** | **৪১৯.৭৫** |

## সাফল্য ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৩০৬৬.৬১ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ৩৪০৫.৪৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৭৪১.৪১ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় ১৯০৩.৮৭ কোটি টাকা।

অপরদিকে, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২% কারিগরী সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেও ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কোম্পানির সিস্টেম লস শূন্যতে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের জন্য প্রযোজ্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) গত ১১ জুন, ২০১৮ তারিখে পেট্রোবাংলার পক্ষে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা এবং জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল)-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাক্ষর করেন।

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর, মৌলভীবাজার-এ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের পাইপলাইন স্থাপন কাজ

## পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

ক) ২০.৪৪৭ বিসিএফ গ্যাস বিক্রয় ।

খ) ৩ লট গ্যাস সরঞ্জামাদি ক্রয় ।

গ) বিভিন্ন ব্যাসের ২.১৯৫ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন ।

ঘ) বিভিন্ন শ্রেণির ১২৯০ সংখ্যক অবৈধ ও খেলাপী গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ।

ঙ) ১০ টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন ।

চ) মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

ছ) সিরাজগঞ্জ পাওয়ার হাব এলাকায় এনডবিউপিজিসিএল এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল (ডুয়েল ফুয়েল) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (২য় ইউনিট) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস পাইপলাইন (১০০০ পিএসআইজি), সিএমএস, কন্ট্রোল বিল্ডিং ইত্যাদি নির্মাণ ।

জ) সিরাজগঞ্জ পাওয়ার হাব এলাকায় এনডবিউপিজিসিএল এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল (ডুয়েল ফুয়েল) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (৩য় ইউনিট) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সিএমএস নির্মাণ ।

ঝ) সিরাজগঞ্জ পাওয়ার হাব এলাকায় সেমকর্প নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার কোম্পানি এর অর্থায়নে স্থাপিতব্য ৪১৩.৭৯২ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল (ডুয়েল ফুয়েল) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (৪র্থ ইউনিট) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যেপাইপলাইন (২৪"ØX১০০০ পিএসআইজি) ও সিএমএস নির্মাণ।

## সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

ভোলা জেলাস্থ বোরহানউদ্দিন উপজেলায় এগ্রিকো ইন্টরন্যাশনাল লিঃ এর ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২৬এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে 6" x 660 m x 1000Psig পাইপলাইনসহ আরএমএস স্থাপন ও কমিশনিংপূর্বক গত ০৭/০৩/২০১৮ইং তারিখে গ্যাস সরবরাহ চালু করা হয়। কমিশনিংকাল হতে জুন,১৮ মাস পর্যন্ত উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রায় ৫৩.৭৯৯৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ভোলা জেলায় মেসার্স সাগরিকা ফিড্স লিঃ নামক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ক্যাপটিভ শ্রেণীতে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছে। অত্র কোম্পানির অধিকারভূক্ত ভোলা শহরে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে গৃহস্থালী শ্রেণীতে নতুন ৭০ টি ননমিটার্ড চুলা ও ৩টি মিটারযুক্ত রাইজারে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছে। অত্র কোম্পানির আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় ভোলা এর মাধ্যমে গত অর্থ বছরে ননমিটার্ড ৩১৩৫টি চুলা ও মিটারযুক্ত ১৫ টি রাইজার, ০৩টি বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ০২ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোট ৭.৫৩৫৫ মিলিয়ন ঘন মিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভোলা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এগ্রিকো ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ভোলা ৩৪.৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বমোট ৭৬১.২৩৪৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে, যা দেশের জ্বালানি খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি এ অঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

RMS Commissioning of M/S Aggreko Project International Limited (95 MW)

# রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

## ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

**বাংলাদেশের সিএনজি সম্প্রসারণ কর্মসূচি ঃ**

আশি'র দশক হতে আরপিজিসিএল সিএনজি প্রযুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বায়ু-দূষণরোধ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও মানসম্মত বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। আরপিজিসিএল গ্যাস খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারাবদ্ধ। সিএনজি'র নিরাপদ ও মানসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত

**পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ**

- কোম্পানির পরিচালিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনে অটো-বিলিং পদ্ধতিতে সিএনজি সরবরাহ।
- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়স্থ সিএনজি সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ এবং দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে নগদ/ক্রেডিট সুবিধায় যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর, সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ ও রূপান্তরিত যানবাহন সার্ভিসিং (টিউনিং, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন, পূর্ণাঙ্গ কিট ওয়াশ, সিলিন্ডার সার্ভিসিং)-এর কার্যক্রম পরিচালনা।
- আরপিজিসিএল-এর ওয়েবসাইট (www.rpgcl.org.bd)-এ অন-লাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণের জন্য অগ্রীম বুকিং প্রদানের ব্যবস্থা।
- আমদানিকৃত সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহ সেইফ্‌টি কোডস এন্ড ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক মানের রয়েছে কি-না তা পরীক্ষান্তে এসআরও'র আওতায় মালামাল ছাড়করণের প্রত্যয়নপত্র প্রদান।
- সিএনজি স্টেশনসমূহ গ্যাস আইন' ২০১০ ও সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ এবং আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্তানুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি-না সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য চলমান স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন।
- বিপজ্জনকভাবে ভ্যানে, কাভার্ডভ্যানে ও অন্যান্য অননুমোদিত যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ ও পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
- সিএনজি ফিলিং স্টেশনে কর্মরত জনবলসহ স্থাপনায় বিদ্যমান মালামাল এবং স্টেশনে আগত জনসাধারণের যান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সিএনজি স্টেশনসমূহে পত্র প্রেরণ।
- আরপিজিসিএল-এর দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দ্বারা সিএনজি স্টেশনসমূহে কর্মরত জনবলদের 'ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায়' সিএনজি বিষয়ক কারিগরী ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন ও সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ অনুযায়ী যানবাহনে ব্যবহৃত সিলিন্ডার এবং সিএনজি স্টেশনের ক্যাসকেড সিলিন্ডার ৫ বছর মেয়াদ অতিক্রান্তে পুনঃপরীক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা।
- নিরাপদ সিএনজি ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি স্যাটেলাইট টেলিভিশনসমূহে সম্প্রচার এবং জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েব (www.rpgcl.org.bd) সাইটে সন্নিবেশ। এছাড়া এলইডি মুভিং ডিসপ্লের মাধ্যমে কোম্পানির সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দৃশ্যমান স্থানে বিল বোর্ড স্থাপন পূর্বক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন ।

## বাংলাদেশে সিএনজি কার্যক্রমের চিত্র ঃ

জুন ২০১৮ খ্রিঃ মাসে ০৫টি গ্যাস বিপণন কোম্পানির আওতায় সারাদেশে আরপিজিসিএল-এর একটিসহ মোট ৫৯৯ টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং প্রায় ১৮০ টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা রয়েছে। বর্তমানে ৫৯৯টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এর মধ্যে ৫৪২টি চলমান আছে। এ সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫.০০ লক্ষ যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে চলমান সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন মাসিক প্রায় ১১২ এমএমসিএম সিএনজি ব্যবহৃত হয়েছে, যা দেশের মোট গ্যাস ব্যবহারের প্রায় ৫%। সিএনজি ব্যবহারের ফলে জ্বালানী আমদানি খাতে সরকারের প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১,২২৯ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৩৫টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও ০৭টি যানবাহন রূপান্তর কারখানার নিকট হতে অনুমোদনের বিপরীতে সেবা ফি বাবদ ১০,৬৬,৬২৫/-টাকা এবং সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামাল সমূহ ছাড়করণের প্রত্যায়ন পত্র প্রদানের বিপরীতে সেবা ফি বাবদ ১,৭৫,৯৫০/-টাকা আদায় করা হয়েছে।

### সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ মনিটরিং ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ১০০০ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপের বিপরীতে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণের প্রত্যায়নপত্র প্রদানের পূর্বে ৫১ সংখ্যকবার সাইট সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্ত, সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ ও সরকারের গ্যাস' ২০১০ অনুযায়ী পরিচালনায় অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তা দূরীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানায় পত্র প্রদানসহ বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

### সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানার অনুমোদন ও মনিটরিং কার্যক্রমের চিত্র ঃ

| অর্থ-বছর | অনুমোদিত সিএনজি ফিলিং স্টেশন (সংখ্যা) | অনুমোদিত যানবাহন রূপান্তর কারখানা (সংখ্যা) | সিএনজিতে রূপান্তরিত যানবাহন (সংখ্যা) | মোট সিএনজি চালিত যানবাহন (সংখ্যা) | সিএনজি স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা মনিটরিং-এর সংখ্যা (২০১৫ খ্রিঃ হতে ২য় পর্যায় শুরু) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুরু থেকে জুন, ২০১৫ | ৫৯০ | ১৮০ | ২,২০,৯২০ | ২,৫৯,০৫০ | ৬০ | *মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে অনুমোদন প্রদান। **বিআরটিএ'র অক্টোবর -১৬ইং মাসে প্রেরিত পত্রের তথ্যমতে ১,৯৩,২৪২টি সিএনজি থ্রি-হুইলার অটোরিক্সার রয়েছে। |
| ২০১৫-২০১৬ | ০১* | ০.০০ | ৩২,২৮৯ | ৩৪,৫৪২ | ১০০ | |
| ২০১৬-২০১৭ | ০৫* | - | ১০,৯১৬ | (১০৯১৬+১৯৩২৪২) = ২,০৪,১৫৮** | ৮৬ | |
| ২০১৭-২০১৮ | ০৩* | - | ৫৩৮১ | ৫৩৮১ | ১০০ | |
| **সর্বমোট** | **৫৯৯** | **১৮০** | **২,৬৯,৫০৬** | **৫,০৩,১৩১** | **৩৪৬** | |

### সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা মনিটরিং ঃ

সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং সড়ক ও মহাসড়কে সংঘটিত সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা অত্র কোম্পানি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সুপারিশ ও মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন পেট্রোবাংলাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়। নিরাপদ সিএনজি ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি স্যাটেলাইট টেলিভিশনসমূহে সম্প্রচার ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েব (www.rpgcl.org.bd)-এ সন্নিবেশ এবং কোম্পানি কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ফলে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে দেশে সিএনজি সংশ্লিষ্ট কোন দূর্ঘটনা সংগঠিত হয়নি।

### সিএনজি সংক্রান্ত অবৈধ কার্যক্রম মনিটরিংঃ

জন-নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে অবৈধ সিলিন্ডারে গ্যাস সরবরাহ, অবৈধ ও নিম্নমানের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার এবং অবৈধভাবে সংযোজিত কাভার্ড ভ্যানের সিলিন্ডারে গ্যাস পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে।

### সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও সিএনজি ফিলিং স্টেশন ঃ

আরপিজিসিএল-এর সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৫২ গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর/পুন রূপান্তর করা হয়েছে। যানবাহন রূপান্তরের বিপরীতে এ বছর ২৯.০১৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। এ বছর কোম্পানি সিএনজি স্টেশন থেকে ১.৯৭৯৭ এমএমসিএম সিএনজি বিক্রয় হয়েছে এবং অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ ৭৯১.৯৬৬ লক্ষ টাকা। এছাড়া, সিএনজি চালিত যানবাহনে খুচরা যন্ত্রাংশ সংযোজন করে নগদ ও ক্রেডিট সহ ১৯.৪৬৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ০৫ বছর বা ততোধিক ব্যবহৃত ৬৭৫টি এনজিভি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ করা হয়েছে। সিলিন্ডার রি-টেস্টিং খাতে ২১.৭৪৭ লক্ষ টাকাসহ সমস্ত কার্যক্রমের বিপরীতে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ থেকে ৮৬২.১৬২ লক্ষ টাকার রাজস্ব আয় হয়েছে।

### অপারেশনাল কার্যক্রম (কেটিএল প্ল্যান্ট)ঃ

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে দেশজ খনিজ সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার কারিগরিভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। জ্বালানি আমদানি হ্রাস, দূষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদন ও গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে প্রাপ্ত এনজিএল-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির অধীনে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৮ সালে সিলেটস্থ গোলাপগঞ্জে কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট (প্ল্যান্ট-১) নির্মিত হয়। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যান্ট-১ এর সন্নিকটে আরো একটি এনজিএল ও কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (প্ল্যান্ট-২) টার্ন-কী ভিত্তিতে স্থাপন ও কমিশনিংপূর্বক চালু করা হয়। প্ল্যান্ট দুটির মাধ্যমে এনজিএল এবং কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে সালফার ও সীসামুক্ত পরিবেশ বান্ধব এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র প্রতিষ্ঠান "এলপি গ্যাস লিমিটেড"-এর মাধ্যমে এবং উৎপাদিত এমএস ও এইচএসডি বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানির (পিওসিএল, এমপিএল ও জেওসিএল) মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।

### এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন এবং বিপণনের তুলনামূলক বিবরণীঃ

| অর্থ-বছর | কাঁচামাল ক্রয় | | উৎপাদন | | | বিপণন | | | প্রসেস লস (%) (ভরের ভিত্তিতে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | এনজিএল (লিটার) | কনডেনসেট (লিটার) | এলপিজি (মে. টন) | এমএস (লিটার) | এইচএসডি (লিটার) | এলপিজি (মে. টন) | এমএস (লিটার) | এইচএসডি (লিটার) | |
| ১৯৯৮-২০১৪ (ক্রমপুঞ্জিত) | ৩৮৯৭৩০৩২১ | ১৩৩৭২৮৬৮১ | ৯৯০৬৬ | ৩০২৬২০৯৯৪ | ৩৫৯৩৩৪৭৪ | ৯৮৯৯৪ | ৩০১৫৪১৯০৭ | ৩৫৬৪০০০ | - |
| ২০১৪-১৫ | ২,৭৬,২৩,০০০ | ৩,৭২,৯৮,৪২১ | ৬,৬৯৯ | ৩,৯৮,৯৫,২৫৫ | ১,১১,২১,২০৬ | ৬,৭০৭ | ৪,০৭,৬১,০০০ | ১,১০,০৭,০০০ | ২.৪৩ |
| ২০১৫-১৬ | ২,৫৭,৬৪,০০০ | ১,৫৪,৮১,৮৬৫ | ৬,০৮০ | ২,৩৭,৬৮,৩৮৮ | ৫০,০৬,৪৪৮ | ৬,১১১ | ২,২৭,০৭,০০০ | ৫৪,৯০,০০০ | ২.১১ |
| ২০১৬-১৭ | ২,৪৮,৮১,০০০ | ৩,০৩,৭৬,২৭৩ | ৫,৯৩৬ | ৩,৫১,৮২,৩২৯ | ৮৬,৫৬,৭০৫ | ৫৭৪৯ | ৩,৬২,৭৯,০০০ | ৮২,৮০,০০০ | ২.৬১ |
| ২০১৭-১৮ | ২৪৭২০০০০ | ৪০৪৫৯৭২৪ | ৫৫১৭ | ৪২২৫৪৫২৯ | ১১৭১৫৫৫৪ | ৫৫৫৩ | ৪১৬৫২০০০ | ১১৬৯১০০০ | ২.৪১ |

বি.দ্রঃ মার্চ ১৯৯৮ হতে কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-১ এবং অক্টোবর-২০০৭ হতে কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-২ এ উৎপাদন শুরু হয়। প্ল্যান্ট-১ এ এনজিএল প্রসেস করে এলপিজি ও এমএস উৎপাদন করা হয় এবং পান্ট-২ এ এনজিএল প্রসেস করে এলপিজি ও এমএস এবং কনডেনসেট প্রসেস করে এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন করা হয়।

### অপারেশনাল কার্যক্রম (আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা)ঃ

সিলেট অঞ্চলের গ্যাস ফিল্ডসমূহ যথা: আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন-এর বিবিয়ানা ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডস-এর গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়।

আশুগঞ্জ স্থাপনার কনডেনসেট গ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রায় ১৫,২০০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০২ টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে। সিলেট এলাকা হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুত করে সেখান থেকে বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানি পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এবং অনুমোদিত বে-সরকারি রিফাইনারিসমূহের নিকট জাহাজযোগে তেল সরবরাহের ব্যবস্থা করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ। এছাড়া, জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে জরুরী প্রয়োজনে এ স্থাপনা হতে ট্যাংক লরিযোগে কনডেনসেট ডেলিভারি প্রদানের জন্য 'লোডিং-বে' নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি স্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমানে শেভরনের বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পাইপলাইনের মাধ্যমে আরপিজিসিএল-এর আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বর্ধিত কনডেনসেট উৎপাদনের প্রেক্ষাপটে, বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট কনডেনসেট সরবরাহের জন্য সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান, পেট্রোবাংলার নির্দেশনা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর সাথে মেসার্স রূপসা ট্যাংক টারমিনালস এন্ড রিফাইনারী লিমিটেড, মেসার্স পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড এবং মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড-এর কনডেনসেট ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান তিনটিকে পেট্রোবাংলার নির্দেশনার আলোকে কনডেনসেট সরবরাহ করা হচ্ছে। তেল ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তেল গ্রহণের জন্য আরপিজিসিএল-এর নিকট অগ্রীম অর্থ পরিশোধ করার পর তেল সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

### বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কনডেনসেট বিপণনঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড ১,১১,৬৪১ মেট্রিক টন বা ৯,২৪,১৪৩ ব্যারেল বা ১৪,৬৯,২৬,৯৪০ লিটার; মেসার্স পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড ৯২,৬৪৬ মেট্রিক টন বা ৭,৬৬,৮৭১ ব্যারেল বা ১২,১৯,২২,৬৮৩ লিটার এবং মেসার্স রূপসা ট্যাংক টারমিনালস এন্ড রিফাইনারী লিমিটেড ৯,৭৯১ মেট্রিক টন বা ৮১,০৭৯ ব্যারেল বা ১,২৮,৯০,৪৬৮ লিটার কনডেনসেট গ্রহণ করেছে।

### আশুগঞ্জ স্থাপনায় বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত ও স্থাপনা হতে সরবরাহকৃত কনডেনসেটের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপঃ

| সময়কাল | কনডেনসেট হ্যান্ডলিং (লক্ষ লিটার) | |
|---|---|---|
| | গ্রহণ | সরবরাহ |
| ২০০১ - ২০১৩ | ১৬,০৯৪ | ১৬,০৯৮ |
| ২০১৩ - ২০১৪ | ৪৫৪ | ৪৭৮ |
| ২০১৪ - ২০১৫ | ৮৫০ | ৮৪৪ |
| ২০১৫ - ২০১৬ | ২১৫৪ | ২১৪৫ |
| ২০১৬ - ২০১৭ | ৩,৩২১ | ৩,৩৩৩ |
| ২০১৭ - ২০১৮ | ৩,৪৩১ | ৩,৪১৭ |
| **মোট** | **২৬,৩০৪** | **২৬,৩১৫** |

### রাজস্ব আয়ঃ

বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানিসমূহের নিকট কনডেনসেট সরবরাহের জন্য আরপিজিসিএল-কে হ্যান্ডলিং চার্জ হিসাবে পেট্রোবাংলা প্রতি লিটারে ০.১৫ টাকা প্রদান করে। এ হিসেবে আরপিজিসিএল ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বিপিসি'র নিকট ৫,৯৯,৬৮,৮১৫ লিটার কনডেনসেট সরবরাহের জন্য হ্যান্ডলিং চার্জ বাবদ মাত্র ৮৯.৯৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাওয়া যায়।

অপরদিকে, বেসরকারি খাতে কনডেনসেট ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর বেসরকারি কোম্পানিসমূহের নিকট ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ২৮,১৭,৪০,০৯১ লিটার কনডেনসেট সরবরাহের বিপরীতে (১ টাকা/লি.) আরপিজিসিএল ২,৮১৭.৪০ লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে রাজস্ব পাওয়া যায়। অর্থাৎ আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা হতে ২০১৭ -১৮ অর্থ-বছরের মোট ২,৯০৭.৩৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাওয়া যায়।

### এলএনজি কার্যক্রম :

সরকার দেশের বিদ্যমান গ্যাসের ঘাটতি ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (২০৩০) এবং রূপকল্প - ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে যথাযথ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণসহ গৃহীত অন্যান্য এলএনজি সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলএনজি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরপিজিসিএলকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বতর্মান সরকারের গৃহীত অগ্রাধিকারভিত্তিক মেগা প্রকল্পসমূহের মধ্যে এলএনজি কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকল্প অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারে মহেশখালীতে ০৬/০৫/২০১৭ তারিখে সামিট এলএনজি টার্মিনাল কো: (প্রা:) লি: এবং এক্সিলারেট এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক নির্মিতব্য পৃথক দু'টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আরপিজিসিএল এর আওতায় এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোম্পানির ২৪/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২৯ বোর্ড সভায় একটি এলএনজি সেল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, ০৮/০৫/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩৪ তম বোর্ড সভায় এলএনজি ডিভিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয় এবং এটি কোম্পানির মূল সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতিমধ্যে এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কোম্পানির বিদ্যমান সংঘবিধি ও সংঘস্মারক সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। আরপিজিসিএল-এর মাধ্যমে এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ ও এলএনজি আমদানি বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ :

### ১। ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ :

i) কক্সবাজারের মহেশখালীতে ৫০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ১৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পেট্রোবাংলা ও Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আরপিজিসিএল-এর পরিচালনায় সরকার/মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প হিসেবে M/s Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এর মাধ্যমে BOOT ভিত্তিতে বাস্তাবায়নাধীন দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফ গ্যাস সরবরাহের জন্য কক্সবাজারের মহেশখালীতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মান কাজ সম্প্রসারণের পর গত ১৯.০৯.২০১৮ তারিখে এলএনজি রিগ্যাসিফাই করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে।

ii) কক্সবাজারের মহেশখালীতে ৫০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে পেট্রোবাংলা ও Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টার্মিনাল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং প্রকল্পটি মার্চ ২০১৯ সময়ে সম্পন্ন করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে রিগ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

### ২। Land Based LNG Terminal নির্মাণের লক্ষ্যে Terminal Developer নির্বাচন ঃ

i) গত ২৩/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহেশখালী/পায়রা/কুতুবদিয়া সহ অত্র এলাকায় যেকোন সুবিধাজনক স্থানে Land Based LNG Terminal নির্মাণের লক্ষ্যে Terminal Developer নির্বাচনের জন্য EOI আহবান করে ০৫টি প্রতিষ্ঠান কে শর্টলিষ্ট তালিকাভুক্ত করা হয় যা প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিসি) অনুমোদন করে। Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation Engineering Company, Japan. Ges Nippon Koei, Japan. এর মাধ্যমে RFP প্রস্তুত করা হচ্ছে যা অতিশীঘ্রই শর্টলিষ্ট তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা হবে।

### ৩। Feasibility Study কার্যক্রম :

i) কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে মাটি ভরাটকরণ বিষয়ে Feasibility Study সম্পাদন করার অংশ হিসেবে Environmental and social impact assessment এবং Morphological Study and Analysis সেবা প্রদানের জন্য Institute of Water Modeling (IWM)-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী Study কাজ সম্পন্ন করে IWM এর পক্ষ থেকে Final Report দাখিল করা হয়েছে।

ii) মহেশখালী/কুতুবদিয়া/পায়রায় ১০০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ০২টি ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation Engineering Company, Japan.Ges Nippon Koei, Japan. এর সাথে ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। Tokyo Gas চুক্তি অনুযায়ী Feasibility Study'র কাজ শুরু করেছে । Injineering Solution (TGES) কর্তৃক রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে।

### ৪। Top Supervision and Monitoring সংক্রান্ত এলএনজি প্রকল্প :

**i)** কক্সবাজার জেলার মহেশখালি ও কুতুবদিয়ায় এবং পটুয়াখালি জেলার পায়রায় ল্যান্ড বেজইড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য টোকিও ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড গ্যাস সলিউশন (টিইজিএস) কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এবং ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম 'Top Supervision and Monitoring' এর জন্য পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে আরপিজিসিএল-এর নিজস্ব অর্থায়নে 'Top Supervision and Monitoring' শীষক এলএনজি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্নিত প্রকল্পটির জন্য গত ১০ আগস্ট ১৭ তারিখে আরপিজিসিএল এবং কনসালটিং ফার্ম Monenco Iran, Proes Consultores S.A-JV এর মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

## ৫। এলএনজি আমদানি কার্যক্রম :

### i) দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি ক্রয় :

১. সরকারি অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ পেট্রোবাংলা ও কাতারের Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited (৩) এর মধ্যে LNG Sale And Purchase Agreement (LNG SPA) স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৪ এপ্রিল ২০১৮ Qatargas হতে কমিশনিং কার্গো সরবরাহ করা হয়েছে। EEBL কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য FSRU কমিশনিং সম্পন্ন হবার পর ইতোমধ্যে Ras Gas হতে এলএনজি আমাদানি করে রিগ্যাসিফাইড এলএনজি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ আরম্ভ হয়েছে।

২. গত ০৬ মে ২০১৮ তারিখ পেট্রোবাংলা ও Oman Trading International (OTI) এর মধ্যে SPA স্বাক্ষরিত হয়েছে। Oman Trading International হতে ২০১৮ সালের জন্য মোট ০৩ টি কার্গো গ্রহণ করা সম্ভব হবে কিনা তা বিবেচনাধীন রয়েছে।

৩. জি টু জি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির বিষয়ে ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গত ১৫/০৯/২০১৭ তারিখে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়। জি টু জি কমিটির গত ২৬/০১/২০১৮ তারিখের সভায় Pertamina এর সাথে আলোচনা করে লেটার অফ ইন্টেন (LOI) চূড়ান্ত করা হয় যা ২৮/০১/২০১৮ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। জি টু জি কমিটির ১১/০৪/২০১৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে LOI এর আলোকে একটি খসড়া SPA প্রস্তুত করে Pertamina বরাবর প্রেরণ করা হয়। SPA চূড়ান্তকরণের জন্য আলোচনা চলমান রয়েছে।

৪. এলএনজি আমদানির জন্য গত ১৩/০৬/২০১৭ তারিখে পেট্রোবাংলার সাথে AOT এর MOU স্বাক্ষরিত হয়। পিপিসির গত ৩০/০১/২০১৮ তারিখের সভায় AOT এর সাথে Sales Purchase Agreement (SPA) এর উপর আলোচনা করে তা পিপিসি ও AOT অনুস্বাক্ষর করে। SPA টি ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত গ্রহণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত SPA -এ অন্তর্ভূক্ত করে AOT বরাবর প্রেরণ করা হলে তারা উক্ত SPA -এর উপর সম্মতি প্রদান করে। SPA টি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বাখসবি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

৫. সরকারী সিদ্ধান্তের আলোকে Gunvor, Singapore এর সাথে পেট্রোবাংলা গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে একটি MOU স্বাক্ষর করেছে।

### ii) স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয় :

স্পট মার্কেট হতে DES ভিত্তিতে এলএনজি ক্রয়ের লক্ষ্যে পিপিসির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে EOI আহবান করে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে শর্টলিষ্ট তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা কর্তৃক নিয়োজিত আন্তর্জাতিক পরামর্শক Mr. Towm West হতে প্রণীত Master Sales Purchase Agreement (MSPA) শর্টলিষ্ট তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বরাবর মতামতের জন্য প্রেরণ করা হলে ৩০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৯টি প্রতিষ্ঠান তাদের মতামত প্রদান করে এবং ০১ টি প্রতিষ্ঠান IBERRDROLA, Spain স্পট মার্কেট সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে তাদের নাম প্রত্যাহার করে। প্রাপ্ত ২৯টি প্রতিষ্ঠানের মতামতসমূহের আলোকে প্রস্তুতকৃত MSPA তে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে তা কারিগরি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়। যা অনুমোদনের জন্য গত ২৩/০৪/২০১৮ তারিখ পিপিসির সভায় উপস্থাপন করা হলে প্রস্তুতকৃত MSPA এর Seller Credit Support Gi Clause এর Title এবং ইহার Content এর মধ্যে সমন্বয় করে তা rewrite করতে হবে এবং ইতোপূর্বে প্রস্তুতকৃত Draft MSPA হতে Final MSPA এর যে সকল গুরুত্বপূর্ন বিষয় পরিবর্তন করা হয়েছে তা পিপিসি-র পরবর্তী সভায় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। MSPA চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে রয়েছে।

## ৬। ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ :

ক) কক্সবাজারের কতুবদিয়া উপেজেলার দক্ষিণ ধুরঙ্গ ও কৌয়ার বিল মৌজায় Land Based LNG Terminal নির্মাণের লক্ষ্যে ৫০ হেক্টর ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিভিন্ন ব্যক্তি বরাবরে বন্দোবস্তকৃত ভূমি কোম্পানির অনুকূলে অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক কক্সবাজার-এর নিকট আবেদন করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন আছে।

খ) কক্সবাজারের মহেশখালীতে (সোনাদিয়ার উত্তর) দৈনিক ১০০০ এমএমসিএফ ক্ষমতা সম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ৫০০ একর ভূমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ) পায়রা বন্দর এলাকায় দৈনিক দৈনিক ১০০০ এমএমসিএফ ক্ষমতা সম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য কলাপাড়া উপজেলার বানাতিপাড়া মৌজায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ০৫/০৪/২০১৬ তারিখে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়। উক্ত স্থানে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব থাকায় ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক কর্তৃক ফেরত পাঠানো হয়। পরবর্তীতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৩০/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পায়রা সমন্বিত উন্নয়ন সভায় পায়রা বন্দর এলাকায় এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের জায়গা চিহ্নিতকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিষয়টি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

### ৭। Small Scale LNG Terminal

ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনে অধিক সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ে স্থাপনযোগ্য Small Scale LNG Terminal (SSLNGT) জরুরী ভিত্তিতে নির্মানের উদ্যোগ এবং চট্রগ্রামের কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের জেটিসহ সাঙ্গু প্লাটফর্ম ব্যাবহার করে SSLNG টার্মিনাল স্থাপন করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের KAFCO জেটি ব্যবহার করে এলএনজি আমদানির জন্য গত ১০-০-২০১৮ তারিখে পিপিসি এবং Gunvor, Singapore কর্তৃক GSA ও IA অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্ণিত GSA ও IA চূড়ান্ত করণের লক্ষ্যে ভেটিং-এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের জন্য জ্বাখসবি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। Gunvor, Singapore, KAFCO জেটি সংলগ্ন এলাকায় Feasibility Study-এর কাজ সম্পাদন করেছে। এছাড়াও Sangu প্লাটফরম ব্যবহার করে ক্ষুদ্র আকারে এলএনজি আমদানির জন্য Vitol Asia Pte. Ltd. এর সাথে GSA ও IA স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া Vitol কর্তৃক অনুস্বাক্ষর করা হয়েছে।

## বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

**ক) উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমঃ**

**উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাঃ**

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৯.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে। এ সময়ে পিডিবিতে ৭.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং স্থানীয় ক্রেতাগণের নিকট ২.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা বিক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ শেষে বিসিএমসিএল কোল ইয়ার্ডে ১.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা মজুদ রয়েছে। উক্ত সময়ে ভূ-গর্ভে প্রায় ৩.২৮ কিলোমিটার রোডওয়ে নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গত এক বছরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির সেন্ট্রাল পার্ট-এর ২য় স্লাইস হতে কয়লা উৎপাদিত হয়েছে এবং ১২১০ডি ফেইস থেকে কয়লা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে ২য় স্লাইস হতে কয়লা উৎপাদন শেষ হয়েছে। আগামী আগস্ট ২০১৮ মাসে ১৩১৪ লংওয়াল ফেইস থেকে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে ৩য় স্লাইস থেকে কয়লা উৎপাদন শুরু হবে।

**(খ) এমপিএমএন্ডপি চুক্তিঃ**

- কয়লা উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে "Management, Production, Maintenance and Provisioning Services" (MPM&P) শিরোনামে বিসিএমসিএল ও চীনা ঠিকাদার এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়াম এর সঙ্গে ১১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর করে ৪৮ মাস মেয়াদী বৈদেশিক মুদ্রায় ১৮২.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং স্থানীয় মুদ্রায় ৬১৩.১৪ কোটি টাকা মূল্যমানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির অধীনে ঠিকাদার ৩.২০৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন ছাড়াও এক সেট লংওয়াল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ, ভূগর্ভে সাবস্টেশন, পাম্প হাউস, ওয়াটার সাম্প নির্মাণ, ভূ-গর্ভ হতে পানি নিস্কাষণের জন্য ৪টি পাইপ শ্যাফট নির্মাণ, সারফেসে ৩৩কেভি সাবস্টেশন, জেনারেটর হাউস, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইত্যাদি নির্মাণের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- নতুন চুক্তিতে চীনা ঠিকাদারের পে-রোলে কর্মরত প্রায় ৮৫০ জন স্থানীয় খনি শ্রমিকদের বেতন, ছুটি, বীমাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- এমপিএমএন্ডপি চুক্তির আওতায় যে সকল স্পেয়ার পার্টস, ম্যাটেরিয়ালস ও ইকুইপমেন্ট এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে আমদানী করা হবে তা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন করার জন্য একটি PSI চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ৩.২০৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত MPM&P-২০১৭ চুক্তির সকল কার্যক্রম তত্তাবধানসহ বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের আওতাধীন অন্যান্য সকল কোল ফিল্ডের যাবতীয় কার্যক্রমের সেবা গ্রহনের উদ্দেশ্যে ৭০ জনমাসের জন্য বিসিএমসিএল এবং DMT Consultant Ltd এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তির মেয়াদ ১৪ জানুয়ারী ২০২২ এবং স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল্য ৩৭,৪৩,৯০৬.৪০ মার্কিন ডলার।

**(গ) বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দু'টি স্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ঃ**

**i)** বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন করার লক্ষ্যে Feasibility study for extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the basin without interruption of the present production (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্পের স্টাডি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য JOHN T. BOYD COMPANY, USA এবং তাদের JV Partner Mazumder Enterprise, Bangladesh-এর সাথে ৬৮৩১.৩৭ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় গত ০২-০৩-২০১৭ তারিখ হতে প্রকল্পটির ভৌত কার্যক্রম শুরু হয়।

**সাফল্যঃ**

বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন-এর উত্তর ও দক্ষিণে বর্ধিতকরণ প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য নির্ধারিত সকল ভৌত কাজ যথাঃ ড্রিলিং, ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে, প্রোডাকশন ওয়েল, ইআইএ, ইএমপি, এসআইএ, আরএপি ইত্যাদি ১০০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.২৮ শতাংশ।

**ii)** দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য "Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh" শীর্ষক স্টাডি প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য MIBRAG Consulting International GmbH, Germany and JV Partners: (i) FUGRO Consult GmbH, Germany (ii) Runge Pincock Minarco Limited, Australia-এর সাথে ১৬৭৪৬.৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যে গত ৩০মে ২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় গত ০১-০৬-২০১৭ তারিখ হতে প্রকল্পটির ভৌতকার্যক্রম শুরু হয়।

**সাফল্যঃ**

দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য নির্ধারিত ভৌত কাজের মধ্যে টপোগ্রাফিক সার্ভে, ১২টি বোরহোল ড্রিলিং সম্পন্নসহ ইআইএ, ইএমপি, এসআইএ, আরএপি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে। অর্থাৎ ভৌত কার্যক্রমের ২৬ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮ শতাংশ।

**iii) সাবসিডেন্স মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

সিএমসি-এক্সএমসি কনসোর্টিয়াম-এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে ভূগর্ভ হতে কয়লা উত্তোলনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্ট সাবসিডেন্স-এর মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনকৃত মনিটরিং স্টেশন গুলো হতে মাইনিং জনিতকারণে সৃষ্ট ভূমি অবনমনের পরিমাণ কনসোর্টিয়াম এবং বিসিএমসিএল কর্তৃক যৌথভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে এবংসৃষ্ট সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

## মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :**

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড-এর খনির শিলা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমজিএমসিএল এবং জার্মানীয়া-ট্রেষ্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর মধ্যে গত ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে "Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services" সংক্রান্ত ১৭১.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী জিটিসি ছয় বছরে ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উৎপাদনসহ ১২টি স্টোপ ও ভূ-গর্ভস্থ রোডওয়ে এর উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় জিটিসি গত ২৪ ফেব্রুয়ারী/২০১৪ হতে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে খনি হতে মোট ৭,৫৯,৬৩৪.২৫ মেট্রিক টন শিলা উৎপাদিত হয়েছে। এ সময় মোট ৬,৪৮,০৮৮.৫৬ মেট্রিক টন শিলা বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য ১৪,৭৮৮.৩০ লক্ষ টাকা। এছাড়া খনি হতে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন শুরু হওয়ায় শিলা বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দেশের চাহিদা মেটানোসহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় সম্ভব হচ্ছে।

# আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

## পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

**ক) সরকারী কোষাগারে পরিশোধিত অর্থের পরিমানঃ**

(কোটি টাকায়)

| ক্রমিক নং | সংস্থা/কোম্পানির নাম | খাতভিত্তিক সরকারি কোষাগারে পরিশোধিত টাকার পরিমাণ | | | | | | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সম্পুরক শুল্ক ও মুসক | কর্পোরেট ট্যাক্স | সিডি/ভ্যাট | ডিএসএল | রয়্যালটি | ডিভিডেন্ড | |
| ১। | পেট্রোবাংলা | ৮৪৬২.৩৯ | - | - | ১২২৫.৩৩ | - | - | ৯৬৮৭.৭২ |
| ২। | বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ | ২৮৯০.৭৬ | ১০২.২৩ | ১৩৭.৫০ | ১১০.০৪ | - | - | ৩২৪০.৫৩ |
| ৩। | সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ | ৫৫৫.৮৯ | ৬.৭৫ | ১১২.৫০ | ৩৮.০১ | - | - | ৭১৩.১৫ |
| ৪। | বাপেক্স | ১৮৮.৪৯ | ৪.৮৭ | - | ২.৩৯ | ০.২৯ | - | ১৯৬.০৪ |
| ৫। | তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ | - | ২৪.২৮ | ১৩০.৫৮ | ৩৪৫.০০ | ২৮.০৯ | - | ৫২৭.৯৫ |
| ৬। | জালালাবাদ গ্যাস টি এন্ড ডি সিস্টমস লিঃ | - | ৬.৬০ | ৬৫.০০ | ৪.৭৩ | ০.০৩ | - | ৭৬.৩৬ |
| ৭। | বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ | - | ৪.৬৬ | ৬৫.০০ | ৫৩.৮৯ | ২.৫৫ | - | ১২৬.১০ |
| ৮। | কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ | - | - | ১৮১.২৫ | ৪.৬৬ | ০.২২ | - | ১৮৬.১৩ |
| ৯। | পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ | ৪১.১৯ | ১২.৮১ | ৪.০০ | ২.৩৯ | ০.২৩ | - | ৬০.৬২ |
| ১০। | সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ | - | - | - | ৭.৭৪ | - | - | ৭.৭৪ |
| ১১। | বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ | ৪৭.২৩ | - | ১২২.৫০ | ১০৮.৭৯ | ২২.০০ | ৬৪.৮৩ | ৩৬৫.৩৫ |
| ১২। | মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ | ৭.৫১ | - | - | ৭.৪১ | ০.৩৩ | ২.৫৫ | ১৭.৮০ |
| ১৩। | গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ | - | ২৫৬.২০ | - | ১৭.৬১ | ১৩৫.৪৭ | - | ৪০৯.২৮ |
| ১৪। | রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ | - | ২৫.১৪ | ২৫.২৫ | ১৬.০১ | ৪১.৪৪ | - | ১০৭.৮৪ |
| | **সর্বমোট =** | **১২১৯৩.৪৬** | **৪৪৩.৫৪** | **৮৪৩.৫৮** | **১৯৪৪.০০** | **২৩০.৬৫** | **৬৭.৩৮** | **১৫৭২২.৬১** |

## ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম এবং জানুয়ারী ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে তুলনামূলক বিশেষণ :

**বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ**

**জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে তুলনামূলক বিশেষণঃ**

বিজিএফসিএল এর বর্তমান গ্যাস উৎপাদন হার দৈনিক প্রায় ৮২০ মিলিয়ন ঘনফুট যা জানুয়ারি, ২০০৯ এর পূর্বে ছিল দৈনিক প্রায় ৬৯০ মিলিয়ন ঘনফুট। জানুয়ারি, ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১৩টি নতুন কূপ খনন, ১৩টি বিদ্যমান কূপ ওয়ার্কওভার ও ৫টি প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয় যেখানে জানুয়ারি, ২০০৯ এর পূর্বে ২০০২-২০০৮ সময়ে ১১টি নতুন কূপ খনন, ৫টি বিদ্যমান কূপ ওয়ার্কওভার ও ৪টি প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। এছাড়া, বর্তমান সরকারের আমলে ১টি প্রকল্পের আওতায় ৫৪৫ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয় যা এর পূর্বে করা হয় নি। দীর্ঘ সময় ধরে গ্যাস উৎপাদন করার কারণে কূপসমূহের গ্যাসের চাপ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে কম্প্রেসর স্থাপন বিষয়ক ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ১টি প্রকল্পের আওতায় ৩টি কম্প্রেসর স্থাপন সম্পন্নপূর্বক কম্প্রেসরসমূহের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

## সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

| ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম | ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম |
|---|---|
| মোট প্রকল্প সংখ্যাঃ ৩টি<br>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩১.৭২ লক্ষ টাকা<br>**কার্যক্রম ও অর্জনঃ**<br>ক) কৈলাশটিলা-৫ ও ৬ নং কূপ খনন শেষে উক্ত কূপদ্বয়ের মাধ্যমে দৈনিক ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন শুরু করা হয়।<br>খ) কৈলাশটিলা ৩নং কূপে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন শুরু করা হয়।<br>গ) কৈলাশটিলা-৪নং কূপ ওয়ার্কওভার শেষে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন শুরু করা হয়। | মোট প্রকল্প সংখ্যাঃ ১৫টি<br>প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬৯৬.৯২ লক্ষ টাকা<br>**কার্যক্রম ও অর্জনঃ**<br>ক) সিলেট- ৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন করে দৈনিক ১৮৮ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল অথবা দৈনিক ৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হবে।<br>খ) রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করে দৈনিক ২৮০০ ব্যারেল পেট্রোল, ৩৬০ ব্যারেল ডিজেল এবং ৮৪০ ব্যারেল কেরোসিন উৎপাদন করা হবে।<br>গ) পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন করে দৈনিক ২৭০০ ব্যারেল অকটেন এবং ২৫.৬৮ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা হবে।<br>ঘ) এসজিএফএল-এর কৈলাশটিলা-১ নং কূপ ওয়ার্কওভার করে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হবে।<br>ঙ) এসজিএফএল-এর সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা ও রশিদপুর ফিল্ডে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা ও প্রতিবেদনসমূহ রিভিউ করে প্রকৃত এরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন নির্ণয় করাসহ ইতোপূর্বে নির্ধারিত কূপ লোকেশনসমূহ যৌক্তিকভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।<br>চ) রশিদপুরে দৈনিক ৩X১২৫০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (আরসিএফপি) স্থাপন করে উক্ত পান্টের মাধ্যমে কনডেনসেট বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হচ্ছে।<br>ছ) এপ্রাইজাল অব গ্যাস ফিল্ডস (৩-ডি সাইসমিক), এসজিএফএল অংশ প্রকল্পের আওতায় হরিপুর, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর ফিল্ডে ৭০৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে।<br>জ) সিলেট-৭ নং কূপে ২য় বার ওয়ার্কওভার শেষে ১৫-২-২০১০ তারিখ হতে উক্ত কূপের মাধ্যমে দৈনিক ৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন শুরু করা হয়। বর্তমানে এ কূপ হতে দৈনিক প্রায় ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।<br>ঝ) কৈলাশটিলা-৪নং কূপে ২য় বার ওয়ার্কওভার করে ১৩-৯-২০১২ তারিখ হতে উক্ত কূপের মাধ্যমে দৈনিক ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন শুরু করা হয়। বর্তমানে এ কূপ হতে দৈনিক ৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।<br>ঞ) রশিদপুরে কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (আরসিএফপি)-এ ৬০,০০০ ব্যারেল ও ২০,০০০ ব্যারেল ধারনক্ষমতা বিশিষ্ট ২টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করে উক্ত ট্যাংকদ্বয়ে তেল মজুদ করা হচ্ছে।<br>ট) কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে ১ টি মুল্যায়ন তেল কূপ/উন্নয়ন গ্যাস কূপ খনন (কৈলাশটিলা-৭) শেষে ০৫-০৯-২০১৫ তারিখ হতে দৈনিক ৫.৩৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হয়।<br>ঠ) রশিদপুর-১০ ও ১২ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন করা হয়।<br>ড) রশিদপুর-৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন শেষে প্রডাকশন টেষ্ট এর সময় দৈনিক ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস প্রবাহিত হয়। তবে উক্ত কূপ মুখ হতে প্রসেস প্ল্যান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপন ব্যয় আর্থিক বিবেচনায় ফলপ্রসু/ গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এ পর্যায়ে আলোচ্য পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়নি। ফলে উক্ত কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা যায়নি।<br>ঢ) অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্রাক প্রোগাম (এসজিএফএল অংশ) এর আওতায় রশিদপুর-৮নং কূপ খনন শেষে ২৭-৮-২০১৪ তারিখ হতে উক্ত কূপের মাধ্যমে দৈনিক ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন শুরু করা হয়। বর্তমানে এ কূপ হতে দৈনিক প্রায় ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। |

## তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### ২০০২-২০০৮ এবং ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলীর তুলনামূলক চিত্রের সংক্ষিপ্তসারঃ

| ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত | | | | ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | কার্যক্রম | অর্জন | মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | কার্যক্রম | অর্জন | |
| পেট্রোবাংলা (টিজিটিডিসিএল): | | | | | | | | |
| - | - | গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ | - | ২ | ৩১৯.৬৩ | গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ | ৫৫ কি.মি. | |
| - | - | গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ | - | - | - | - | - | - |
| - | - | প্রিপেইড মিটার স্থাপন | - | ২ | ৭৩৪.৮৫ | প্রিপেইড মিটার স্থাপন | ৫৬৪৯০ টি মিটার | "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। |
| - | - | ইভিসি মিটার স্থাপন | - | ১ | ১৬.৬৬ | ইভিসি মিটার স্থাপন | ৬০৪ টি মিটার | |
| - | - | অফিস ভবন নির্মাণ | - | ১ | ১৪.৫১ | অফিস ভবন নির্মাণ | ১ টি | প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। |

## বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### ২০০২-২০০৮ এবং ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যাবলির তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

| ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত | | | | ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | কার্যক্রম | অর্জন | মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | কার্যক্রম | অর্জন | |
| নিজস্ব অর্থায়নভুক্ত প্রকল্প ঃ | | | | | | | | |
| | | গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন সম্প্রসারণ | ১৯৬০.৬২ কিঃ মিঃ (৩/৪ ইঞ্চি হতে ৬ ইঞ্চি পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়) | | | গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন সম্প্রসারণ | ৩৩৬.৪৯ কিঃ মিঃ (৩/৪ ইঞ্চি হতে ৬ ইঞ্চি পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়) | সরকারী নির্দেশনায় ২০১০ সাল থেকে গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন সম্প্রসারণ বন্ধ রয়েছে। |
| | | গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন সম্প্রসারণ | ১৯৬০.৬২ কিঃ মিঃ (৩/৪ ইঞ্চি হতে ৬ ইঞ্চি পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়) | ০৬ | ১৩২.০৩ | গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ | ১৫৩.০৩ কিঃ মিঃ (৮ ইঞ্চি হতে ১৬ ইঞ্চি পাইপলাইন নির্মাণ করা) | |

## কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম এবং জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ :**

অত্র কোম্পানি জুলাই ২০১০ হতে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন। তদালোকে জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা যাচ্ছে না।

## জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

**২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম এবং জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ**

| ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত | | | | ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | কার্যক্রম | অর্জন | মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | কার্যক্রম | অর্জন | |
| জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিমিটেড | | | | | | | | |
| ১টি | ৬২.৬০ | গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন | ৩৩.০০ কিমিঃ | ৩টি | ১৮০.০৬ | গ্যাস সঞ্চালন পাইপলিইন স্থাপন | ১৩২.২০ কিমিঃ | |
| | | গাস বিতরণ পাইপলাইন সম্প্রসারণ | -- | | | বিতরণ পাইপলাইন সম্প্রসারণ | ৩০.০০ কিমিঃ | |
| | | প্রিপেইড মিটার স্থাপন | -- | | | প্রিপেইড মিটার স্থাপন | -- | |
| | | ফিজিবিলিটি ষ্ট্যাডি সম্পাদন | -- | | | ফিজিবিলিটি ষ্ট্যাডি সম্পাদন | ২টি | |

## সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

| ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম | জানুয়ারী ২০০৯ এর পূর্বেও সরকারের গৃহীত কার্যক্রম |
|---|---|
| দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ ও বিপণনের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে পেট্রোবাংলার অধীনে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮মে'২০১৩ সাল হতে ভোলা এলাকার গ্যাস বিপণনের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং ভোলা জেলার জনগণের পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অত্র কোম্পানি কার্যক্রম শুরু করার পর হতে এ অঞ্চলে দিন দিন নতুন নতুন গ্যাস ভিত্তিক শিল্প, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বানিজ্যিক স্থাপনা গড়ে উঠছে। ভোলা ও কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার বিদ্যুৎ পান্টে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়ে দেশের জ্বালানি খাতকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া, সম্প্রতি ভোলায় গ্যাস প্রাপ্তি এবং তার সর্ব্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ভোলা এলাকার জন্য গ্যাস সংযোগ বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রত্যাহার এবং বিভিন্ন শ্রেণী প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেছে। ফলে ভোলা এলাকায় বিভিন্ন শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণীতে গ্যাস সংযোগের মাধ্যমে শিল্পায়নের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েকটি গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (বাস্তবায়নধীন) গ্যাস সংযোগ প্রদানের ফলে দেশের জ্বালানি খাতের উন্নয়নে তার অংশিদারিত্ব আরও বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। অত্র কোম্পানি এ সকল কাযর্ক্রম পরিচালনার ফলে একদিকে যেমন এ অঞ্চলের জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি একইসাথে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটছে। যা বর্তমান সরকার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখছে।<br><br>সমগ্র দেশে গ্যাসের স্বল্পতা এবং বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজের মান সন্তোষজনক না হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে প্রণীত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পটি ২০১৭ সালে অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত ঘোষণার কারণে ভোলা ব্যতিত কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তথাপি খুলনা জেলায় একটি ৮০০ মেঃ ওঃ ও একটি ২২৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস সংযোগ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।<br><br>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্যাস প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে কুষ্টিয়া, মংলা, ভোলা ইকোনমিক জোন, মংলা ইপিজেড, কুষ্টিয়া ইপিজেড-এ গ্যাস সরবরাহ তথা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার বিবেচনায় এ সকল পাইপলাইন ক্রমান্বয়ে স্থাপনপূর্বক এ সকল এলাকার শিল্প ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া গ্রহণ/সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির সেবা ও বিপণন কার্যক্রম অদূর ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। | অত্র কোম্পানির কার্যক্রম ২০০৯ সাল হতে শুরু হওয়ায় জানুয়ারী ২০০৯ এর পূর্বের সরকারের গৃহীত কার্যক্রম প্রযোজ্য নয়। |

## বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রম এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের তুলনাঃ

| জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রম | | | | ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | কার্যক্রম | অর্জন | মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | কার্যক্রম | অর্জন | |
| কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। | | | | ০২ | ২৩৫.৭৭ | কয়লা তথা জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল পার্ট বর্ধিত করণের ফিজিবিলিটি স্টাডি | সেন্ট্রালপার্ট উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বর্ধিত করণ-এর ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম চলছে। | ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে উৎপাদনরত বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে বার্ষিক ০.৮ মিলিয়ন মে.ট কয়লা উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া গৃহীত দু'টি প্রকল্প উন্নয়ন সম্ভব হলে বাৎসরিক কাযথাক্রমে ০.৬০ ও ৩.০ মিলিয়ন মে.ট. কয়লা উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। |
| | | | | | | দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্র হতে কয়লা উত্তোলনের ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম | দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্র ডেভেলপমেন্ট করার লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম চলছে। | |

# বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

## পেট্রোবাংলা ও এর আতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঃ

**বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)ঃ**

**বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ**

আলোচ্য অর্থ-বছরে সুন্দলপুর ২নং কূপ এলাকায় ইতোপূর্বে ক্রয়কৃত গাইকল টাইপ প্রসেস প্ল্যান্টের ইন্সটলেশন ও কমিশনিং কাজ নিজস্ব লোকবল দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে যা হতে দৈনিক প্রায় ৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস বিজিডিসিএলকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

## বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ**

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন তিনটি প্রকল্পের মধ্যে দুইটি প্রকল্প যথাঃ "Natural Gas Efficiency Project [Installation of Gas Compressors at Titas (Location-C) & Narsingdi Gas Fields]" ও "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের কম্প্রেসর সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অপর প্রকল্প "তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কূপের ওয়ার্কওভারের বাস্তব কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া, তিতাস ১৫ নং কূপে প্রেসার ট্রানজিয়েট সার্ভে করার সময় সমস্যা হওয়ার কারণে কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে কূপটিকে উৎপাদনে আনয়নের লক্ষ্যে কূপটিতে ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং ০৬-১২-২০১৭ তারিখ থেকে কূপটি হতে দৈনিক প্রায় ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

# সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

## বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | অর্থায়নের উৎস/ পরিমান (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | রশিদপুরে দৈনিক ৩X১২৫০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (আরসিএফপি) স্থাপন।<br>**বাস্তবায়নকালঃ**<br>জানুয়ারী ২০০৬ ডিসেম্বর ২০১২ | কনডেনসেট বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করার জন্য প্ল্যান্ট স্থাপন করা। | এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ১০৮৬৭.৭৩ | স্থাপিত প্ল্যান্টের মাধ্যমে কনডেনসেট বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হচ্ছে। |
| ২. | এপ্রাইজাল অব গ্যাস ফিল্ডস (৩-ডি সাইসমিক), এসজিএফএল অংশ।<br>**বাস্তবায়নকালঃ**<br>জানুয়ারী ২০০৬ - জুন ২০১৬ | গ্যাস উৎপাদনের জন্য কূপ খনন/ ওয়ার্কওভার বা এতদসংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে রিজার্ভয়ারের সঠিক চিত্র পাওয়া। | এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৩৭৫৯.২১, জি ও বি ৩৮৬০.৬৮ ও নিজস্ব অর্থায়ন ৩১৪৫.১১ সহ মোট ১০৭৫৫.০০ | রশিদপুর, কৈলাশটিলা, এবং সিলেট ফিল্ডে মোট ৭০৫ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। |
| ৩. | সিলেট-৭ নং কূপে ২য় বার ওয়ার্ক ওভার।<br>**বাস্তবায়নকালঃ**<br>জানুয়ারী ২০০৯ জুন ২০১০ | ২য় বার ওয়ার্কওভার কার্যক্রমের মাধ্যমে সিলেট-৭ নং কূপের উৎপাদন ক্ষমতা পূনরুদ্ধার করা। | এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ৮৩৬.০৬ | ওয়ার্কওভার শেষে ১৫-২-২০১০ তারিখ হতে উক্ত কূপের মাধ্যমে দৈনিক ৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন শুরু করা হয়। বর্তমানে এ কূপ হতে দৈনিক প্রায় ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | অর্থায়নের উৎস/ পরিমান (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ৪. | অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্রাক প্রোগাম (এসজিএফএল অংশ)।<br><br>**বাস্তবায়নকালঃ**<br>জুলাই ২০১০ - মার্চ ২০১৬ | দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের এসজিএফএল অংশের আওতায় রশিদপুর ফিল্ডে ১টি নতুন কূপ (কূপ নং ৮) খনন করা। | জি ও বি ১৬৫২৫.০০ | কূপ খনন শেষে রশিদপুর-৮ নং কূপের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ হতে গ্যাস উত্তোলন শুরু করা হয়। বর্তমানে এ কূপটি হতে দৈনিক ১১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। |
| ৫. | কৈলাশটিলা-৪নং কূপে ২য় বার ওয়ার্কওভার।<br><br>**বাস্তবায়নকালঃ**<br>ডিসেম্বর ২০১১- অক্টোবর ২০১৩ | কৈলাশটিলা ৪নং কূপে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কূপটিকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদনক্ষম করা। | এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ২২৬৯.৬৮ | ওয়ার্কওভার শেষে ১৩-৯-২০১২ তারিখ হতে উক্ত কূপের মাধ্যমে দৈনিক ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন শুরু করা হয়। বর্তমানে এ কূপ হতে দৈনিক ৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। |
| ৬. | কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে ০১ টি মূল্যায়ন তেল কূপ/উন্নয়ন গ্যাস কূপ খনন (কৈলাশটিলা-৭)।<br><br>**বাস্তবায়নকালঃ**<br>সেপ্টেম্বর ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৫ | কৈলাশটিলা ৭ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ৫০০ ব্যারেল তেল অথবা দৈনিক ২৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা। | জিডিএফ ১৭২৯৮.৭০ | কূপটি হতে ৫-৯-২০১৫ তারিখে দৈনিক কমবেশী ৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়। |
| ৭. | রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন পান্টে ২টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।<br><br>**বাস্তবায়নকালঃ**<br>সেপ্টেম্বর ২০১২- জুন ২০১৬ | রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন পান্টের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতঃ আরসিএফপি কে পূর্ণ ক্ষমতায় চালনা করা এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। | এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ২১৩১.০০ | প্রকল্পের আওতায় ২টি স্টোরেজ ট্যাংক (৬০,০০০ ও ২০,০০০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ট্যাংক দুটিতে তেল মজুদ করা হয়। |
| ৮. | রশিদপুর-১০ এবং রশিদপুর-১২ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন। (২য় সংশোধিত)<br><br>**বাস্তবায়নকালঃ**<br>জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৭ | দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে রশিদপুর-১০ এবং রশিদপুর-১২নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ৩০ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা। | জিডিএফ ৩৭১১৭.০০ | ৩০৫৫ মিটার গভীরতায় রশিদপুর-১০ নং কূপ এবং ৩২০০ মিটার গভীরতায় রশিদপুর-১২ নং কূপ খনন করা হয়। কিন্তু কোন গ্যাস না পাওয়ায় কূপ দুটিকে সাসপেন্ডেড অবস্থায় রাখা হয়েছে। |
| ৯. | রশিদপুর-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন। (২য় সংশোধিত)<br><br>**বাস্তবায়নকালঃ**<br>জানুয়ারী ২০১৪ - জুন ২০১৭ | দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে রশিদপুর-৯ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ১০ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা। | জিডিএফ ২০৭৬০.০০ | প্রোডাকশন টেষ্টিং এর সময় কূপটি হতে দৈনিক ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস প্রবাহিত হয়। তবে উক্ত কূপ মুখ হতে প্রসেস প্ল্যান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপন ব্যয় আর্থিক বিবেচনায় ফলপ্রসূ/ গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এ পর্যায়ে আলোচ্য পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়নি। ফলে উক্ত কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা যায়নি। |

Process and pump shelter of 4000 bpd CFP Project.

Kailashtilla well no. 1 workover project.

## তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ**

**পাইপলাইন নির্মান / উন্নয়ন কার্যক্রম :**

| | |
|---|---|
| ০১। | রুপগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড হতে কামতা গ্যাস ফিল্ড পর্যন্ত ৬"Ø x ১০০০ পিএসআইজি x ৭.০০ কিমি গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প |
| ০২। | ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসণকল্পে ১" হতে ৪" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজিগ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও সংশ্লিষ্ট সার্ভিস লাইন নির্মাণ এবং লিকেজযুক্ত ৮" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজিগ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর কাজ-পর্ব: ২/২০১৬ এলাকা: (ক) কৈবর্ত্যপাড়া, দক্ষিণ কেরাণিগঞ্জ; (খ) গ্রীন রোড, জাহানারা গার্ডেন; (গ) পূর্ব রাজাবাজার জামে মসজিদ (দক্ষিণ পার্শ্ব) এলাকা; (ঘ) উত্তরা ১২ নং সেক্টরের ১২, ১৬ ও ১৭ নং রোড; (ঙ) কাজলারপাড়, যাত্রাবাড়ী এলাকায় চাঁন মিয়া রোড; (চ) হাজারীবাগ ফায়ার সার্ভিস সেন্টার সংলগ্ন শহিদ শামসুন্নেসা আরজুমনি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সন্নিকটে ক্ষতিগ্রস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর কাজ। |
| ০৩। | গ্রুপ-২: সাসেক (গাজীপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল) প্রকল্পের চেইনেজ ০+০০০ কি.মি. হতে ১৪+০০০ কি.মি. সড়ক অংশে ১৪৪টি ভাল্ব (পিটসহ) স্থানান্তর, পূর্নবাসন/পুন:স্থাপন কাজ। |
| ০৪। | টাঙ্গাইল জেলার পুংলী নদীতে ক্ষতিগ্রস্থ ২০" Ø x ১৪০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপ লাইন পুনর্বাসন কাজ । |
| ০৫। | (ক) ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি) এর অধীন নির্মিতব্য মেট্রোরেল রুটের মিরপুর-১০ হতে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ড় সড়কে বিদ্যমান ১"Ø হতে ১৬"Ø বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ও সার্ভিস লাইন স্থানান্ড়র কাজএবং (খ) আগারগাঁও স্ট্যাটিসটিকস রোড হতে সিপি-৪ প্রান্ড় (শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) পর্যন্ড় এলাকায় রান্ড়র পূর্বপার্শ্বের কমন ট্রেঞ্চ কাটার কাজ। |
| ০৬। | ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি) এর অধীন নির্মিতব্য মেট্রোরেল রুটের মিরপুর-১০ হতে আগারগাঁও স্ট্যাটিসটিকস রোডপর্যন্ড় সড়কে বিদ্যমান ৩/৪"Ø হতে ৮"Ø বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ও সার্ভিস লাইন স্থানান্ড়র কাজ। |
| ০৭। | নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর (চন্দ্রা) জাতীয় মহাসড়কের ৮ম কি.মি. অংশে শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে নার্সিং কলেজ ও হাসপাতাল এর সম্মুখে সওজ কর্তৃক আন্ডারপাস নির্মাণস্থলে কোম্পানির বিদ্যমান গ্যাস পাইপ লাইন অপসারণ/স্থানান্ড়র কাজ। |
| ০৮। | ক) সাপমারা মৌজা, দৌলতকান্দী, ভৈরব এলাকায় রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রমকারী ১৬"Ø গ্যাস পাইপলাইনের কেসিং পাইপ সম্প্রসারণ কাজ; খ) পুবাইল, টঙ্গী এলাকায় রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রমকারী ৬"Ø গ্যাস পাইপলাইনের কেসিং পাইপ সম্প্রসারণ কাজ; গ) নিমতলী, মিরেরবাজার, টঙ্গী এলাকায় রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রমকারী ৬"Ø গ্যাস পাইপলাইনের কেসিং পাইপ সম্প্রসারণ কাজ; ঘ) সেওরাইট-কালীগঞ্জ রোড বরাবর রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রমকারী ৮"Ø গ্যাস পাইপলাইন পূনর্বাসন কাজ |
| ০৯। | কুড়িল ফ্লাইওভারের পুর্বাচল সড়কগামী লুপ-৪ এর র‍্যাম্প এর সম্মুখস্থ দুইটি ১৬"Ø x ১৪০পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন ভাল্ব প্রতিস্থাপন/ পুন:স্থাপন কাজ। |

### শ্রীপুর (গারারান) - জয়দেবপুর সিজিএস পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প :

শ্রীপুরস্থ গারারান নামক স্থানে ইনপুট মিটারিং স্টেশনের সীমানা দেয়াল, মাটি ভরাট, ক্রু কাম নিরাপত্তা ভবন নির্মাণসহ আনুসাঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পটকা, শ্রীপুর, গাজীপুর এলাকায় নির্মিতব্য ভাল্ব স্টেশনের সীমানা দেওয়াল এবং জয়দেবপুর, গাজীপুর এলাকায় নির্মিতব্য সিজিএস এর সীমানা দেয়াল নির্মাণসহ আনুসাঙ্গিক কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরে নির্মিতব্য ভাল্ব স্টেশনের সীমানা দেওয়াল নির্মাণসহ আনুসাঙ্গিক কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গাজীপুরের জয়দেবপুর সিজিএস এলাকায় ০৪ (চার) তলা ভিতসহ দোতলা কন্ট্রোল ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় সাইট উন্নয়ন সংক্রান্ত পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের পাইপ লাইন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের পাইপ লাইনে সিপি ব্যবস্থা স্থাপন। ১০,০০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ০২ (দুইটি) কনডেনসেট ট্যাঙ্ক নির্মাণ। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সম্পন্নপূর্বক সংশিষ্ট ঠিকাদারকে বিল প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য গত ২৪/০৩/২০১৮ তারিখে নবনির্মিত পাইপ লাইন কমিশনপূর্বক নেটওয়ার্কে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে।

## বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক) টার্ণ কী ভিত্তিতে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ (উত্তর) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ ঃ

এপিএসসিএল এর অর্থায়নে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ (উত্তর) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নতুন স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস এর মাধ্যমে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ (উত্তর) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

খ) আশুগঞ্জ গ্যাস মেনিফোল্ড স্টেশনের অফটেক হতে আশুগঞ্জ সারকারখানা পর্যন্ত ১০″ ব্যাস ও ৬৬ বার চাপের ১.০৩ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ ঃ

আশুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাসের স্বল্প চাপজনিত সমস্যা নিরসনের জন্য আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (এএফসিসিএল) এর র্থায়নে ৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে জিটিসিএল এর আশুগঞ্জ গ্যাস মেনিফোল্ড স্টেশন হতে আশুগঞ্জ সার কারখানা পর্যন্ত ১০″ ব্যাস ও ৬৬ বার চাপের ১.০৩ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ হয়েছে।

## কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :**

পাবলিক সেক্টরে কর্মক্ষমতার গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার Government Performance Managment System (GPMS) প্রবর্তন করেছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা Annual Performance Agreement (APA) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর থেকে পেট্রোবাংলা এবং কোম্পানির মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একজন মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তাকে উক্ত কাজের ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত চুক্তির বিভিন্ন সূচক অনুসারে কোম্পানির অর্জন এর মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন পেট্রোবাংলায় নিয়মিতভাবে যথাসময়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৯৭.১৫% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

### ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিস্টেম উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ :

মাটির তলদেশে স্থাপিত এমএস গ্যাস পাইপলাইনের ক্ষয়রোধে ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিস্টেম একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা। করোশনজনিত কারণে যেকোন সময় বড় ধরনের অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনাসহ গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে এবং স্থাপিত পাইপলাইন প্রতিস্থাপনেরও প্রয়োজন হতে পারে। স্থাপিত ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিস্টেমকে সার্বক্ষণিকভাবে কার্যকর রাখার লক্ষ্যে এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং ও উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত আছে। কেজিডিসিএল-এর অধীন সকল উচ্চচাপ ও বিতরণ গ্যাস পাইপলাইনের ক্ষয়রোধের নিমিত্ত বিদ্যমান ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিস্টেমের নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে উক্ত সিস্টেমের অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ০৭-০৭-২০১৩ তারিখে মেসার্স টোটাল এনার্জি সার্ভিসেস লিঃ, ৩৩৩/৩ সেগুনবাগিচা (২য়

তলা), ঢাকা-১০০০ এর সাথে ৩(তিন) বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ৩(তিন) বছর মেয়াদী প্রকল্পের চুক্তির মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সঞ্চালন ও বিতরণ গ্যাস পাইপলাইনের গৃহীত PSP (Pipe to Soil Potential) Reading সমূহ এবং বর্তমানে কোম্পানির মেইনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্টের করোশন কন্ট্রোল শাখা কর্তৃক গৃহীত রিডিংসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক Partial Protected অংশ চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে সেগুলোর ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিস্টেম গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নীত করার ব্যবস্থা চলমান আছে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ক্যাথোডিক প্রোটেকশনের জন্য চিহ্নিত স্থানে এ্যানোড স্থাপনসহ বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত ২৩(তেইশ)টি সিপি স্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সচল রাখা হচ্ছে।

### অনলাইন বিলিং :

কেজিডিসিএল-এর সকল শ্রেণির গ্রাহক যাতে সহজে এবং দ্রুত গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারে সে লক্ষ্যে IICT, BUET এর সহায়তায় ইতোমধ্যে অনলাইনে গ্যাস বিল পরিশোধ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। কোম্পানিতে জানুয়ারি ২০১৭ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে জোন-১ অধিভুক্ত এলাকায় অনলাইন বিলিং কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে কোম্পানির ৮টি জোনের সকল এলাকায় অনলাইনে বিল আদায় কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত অনলাইন সিস্টেমে গ্রাহক গ্যাস বিল পরিশোধ করার সাথে সাথে মোবাইলে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে বিল প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রাহকগণ ইন্টারনেট ও অনলাইন ব্যাংকিংয়ের সুবিধাসম্পন্ন যে সকল ব্যাংকে কেজিডিসিএল'র কালেকশন হিসাব রয়েছে উক্ত ব্যাংকের যে কোন শাখায় দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন। এ ছাড়া গ্রাহকগণ কোম্পানির বিলিং ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে বিল সংক্রান্ত তথ্য দেখতে এবং বিল প্রিন্ট করতে পারছেন।

### ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান :

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজলভ্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে কোম্পানির কার্যক্রম ওয়েবসাইট (www.kgdcl.gov.bd) এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। কোম্পানির পরিচিতি, ঠিকাদারের তালিকা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, গ্যাস সংযোগের আবেদন পত্র, সিটিজেন চার্টার, গ্যাস বিল গ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের তালিকা, এমআইএস প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, কোম্পানির বিভিন্ন কার্যক্রম এবং জরুরি যোগাযোগ ইত্যাদি তথ্য গ্রাহক/আগ্রহী প্রতিষ্ঠান সহজে এ ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করতে পারবে।

## পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক) প্রধান কার্যালয়সহ সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও LAN সংযোগ চালুকরণ এবং নথি ব্যবস্থাপনায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুকরণ।

খ) দূর্ঘটনাজনিত তথ্যাদি দ্রুত প্রাপ্তি এবং গ্রাহক সেবা সহজীকরণের জন্য Hotline চালুকরণ।

গ) ঈশ্বরদী ইপিজেডের ১ম ফেজের অবশিষ্টাংশ ও ২য় পর্যায় প্রকল্পভুক্ত এলাকায় গ্যাস নেটওয়ার্ক নির্মাণ।

ঘ) সিরাজগঞ্জ পাওয়ার হাব এলাকায় এনডবিউপিজিসিএল এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল (ডুয়েল ফুয়েল) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (২য় ইউনিট) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস পাইপলাইন (১০০০ পিএসআইজি), সিএমএস, কন্ট্রোল বিল্ডিং ইত্যাদি নির্মাণ ।

ঙ) পিজিসিএল এর প্রস্তাবিত প্রধান কার্যালয়ের Boundary Wall নির্মাণ।

## সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক) M/S Aggreko International Ltd. (৯৫ মেঃওঃ) কর্তৃক আশুগঞ্জ হতে ভোলায় স্থানান্তরিত ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২৬ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে 6"x660 mx1000 Psig পাইপলাইনসহ আরএমএস নির্মাণ ও কমিশনিংপূর্বক গত ০৭/০৩/২০১৮ ইং তারিখে গ্যাস সরবরাহ চালু করা হয়। কমিশনিংকাল হতে জুন, ১৮ মাস পর্যন্ত উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রায় ৫৩.৭৯৯৯ মিলিয়ন ঘন মিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে।

খ) ভোলা জেলায় মেসার্স সাগরিকা ফিড্স লিঃ নামক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ক্যাপটিভ শ্রেণীতে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ভোলা শহরে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে গৃহস্থালী শ্রেণীতে নতুন ৭০টি ননমিটার্ড চুলা ও ৩টি মিটারযুক্ত রাইজারে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছে।

গ) দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহারে সিস্টেম লস সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়েছে।

## রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের সাথে সাথে কোম্পানি স্থাপনাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, মেরামত ও সংস্কার ইত্যাদি কাজে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যাহা নিম্নরূপ :

১। Automation of access control at entrance gate at RPGCL Bhaban, construction work of waiting room of lobby with ceiling, supplying of furniture, landscaping works.

২। কোম্পানির মূল ভবন হতে সরাসরি এনেক্স ভবনের যাতায়াতের লক্ষ্যে উভয় ভবনের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থলে ৪র্থ তলার প্রধান ষ্ট্রাকচার সংযোগ সেতু স্থাপন।

৩। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের ভবনের নিচতলায় গেইট সংলগ্ন একটি কক্ষ সংস্কারকরণ এবং এনেক্সভবন নিচতলার দুইটি কক্ষ তৈরীকরণ ৩য় তলায় জানালার গ্রীল রংকরণ, টয়লেট মেরামত।

৪। সিএনজি সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে সদ্য নির্মিত র‍্যাম্পে কোম্পানির যানবাহন ওয়াশ ও সার্ভিসং করার জন্য একটি পানির পাম্প স্থাপন ওয়াকশপের উত্তর পার্শ্বে সিমানা প্রাচীর সংলগ্ন স্থানে পুরাতন মালামাল রাখার জন্য সদ্য নির্মিত স্টোর রুমের উপর টিন শেড স্থাপন।

৫। Preparation of Installation of Moral Displaying Company Activities at Entrance Gate of RPGCL Bhaban.

৬। আরপিজিসিএল ভবনের ৩য় তলায় Renovation works.

৭। কোম্পানির আশুগঞ্জ-এ ২০০ কেভিএ সাব ষ্টেশন ইক্যুইমেন্ট ক্রয় এবং স্থাপন।

### উদ্ভাবনী কার্যক্রমঃ

কোম্পানিতে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরসমূহ হতে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ; অন-লাইন সেবা চালু; দাপ্তরিক অভ্যন্তরিন কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন; উদ্ভাবন-সহায়ক পরিবেশ তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণার আলোকে কোম্পানিতে কতিপয় উদ্ভাবনী কার্যক্রম এ অর্থ-বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন -

১) প্রধান কার্যালয়ে অটোমোটেড এক্সেস কন্ট্রোল ও ডিজিটাল হাজিরা চালুকরণ।

২) এসএমএস ও অনলাইন পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন।

৩) অন-লাইন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তন।

৪) এসএমএস এর মাধ্যমে মার্কেটিং এবং মনিটরিং কার্যক্রম চালু।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবভিত্তিক অগ্রগতি ও অর্জন বিবেচনায় স্ব-মূল্যায়নে এ কোম্পানি ইনোভেশন/উদ্ভাবনী কর্মকান্ড বাস্তবায়নের বিপরীতে ৮০ (আশি) নম্বর অর্জন সম্ভব হয়েছে, যা 'উত্তম' শ্রেণির কর্মতৎপরতা ও সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

## বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

- বিসিএমসিএল-এর আবাসিক এলাকায় "দুই ইউনিট বিশিষ্ট পাঁচতলা আবাসিক ভবন কমপেক্স নির্মাণ "(গ্রুপ-২) ও গ্রুপ-৩"-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটি অফিসারদের আবাসিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- প্রায় ২০০টি মোটর সাইকেল ও ৫৫০টি বাই-সাইকেল রাখার জন্য ৩টি টিন শেড গ্যারেজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ভূমি হতে ২০ ফুট উচ্চতায় মেঝে এবং স্ট্রাকচারের মোট উচ্চতা ২৯ ফুট সম্বলিত আরসিসি'র তৈরি ০৪ (চার) টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- অত্র কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বানপূর্বক ১০০টি আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ১১৬টি আইপি ক্যামেরা চালু আছে এবং প্রশাসন বিভাগরে নিরাপত্তা শাখার মাধ্যমে তা সার্বক্ষণিক পযবেক্ষণ করা হয়।
- বিসিএমসিএল পর্ষদের ২৫৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

## মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কোম্পানির প্রধান অফিস Wi-Fi এর আওতায় আনা হয়েছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম যথাসম্ভব ইজিপি টেণ্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ষ্টোর ইনভেন্টরী সফটওয়াওরের মাধ্যমে ষ্টোর কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়া মাকেটিং সফটওয়্যারসহ অন্যান্য ডিজিটাল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

## বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

### পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প :

**বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) ঃ**

**বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ**

**রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প**

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) হারারগঞ্জ #১ (২) শ্রীকাইল ইষ্ট #১ ও (৩) সালদা নর্থ #১

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য উন্নয়ন কূপসমূহঃ (১) কসবা #২ (২) শ্রীকাইল নর্থ #২

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮।

প্রকল্প ব্যয়ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ৩৩,১২৫.০০ লক্ষ সহ মোট ৪৭,৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা।

অর্থায়নঃ জিডিএফ।

- প্রকল্পের অধীন খননতব্য ০৩ টি অনুসন্ধান কূপ (হারারগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইস্ট-১, সালদা নর্থ-১) ও ০২ টি উন্নয়ন কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২) এর মধ্যে সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপের খনন কাজ শুরু করার লক্ষ্যে প্রকল্পে বিজয়-১০ রিগ স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মালামালের ক্রয় প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে সলদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ ১৫০৪ মিটার পর্যন্ত খনন করা হয়েছে। শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপের ভূমি জেলা প্রশাসন কার্যালয় কর্তৃক বুঝিয়ে দেয়ার পর ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু হারারগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন এখনও প্রদান করা হয়নি।
- শ্রীকাইল নর্থ-২ ও কসবা-২ উন্নয়ন কূপ ০২টি সংশিষ্ট অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১ ও শ্রীকাইল নর্থ-১) ০২টি খননের সফলতার উপর ভিত্তি করে খনন করা হবে। কসবা-১ অনুসন্ধান কূপ বাপেক্সের নিজস্ব রিগ বিজয়-১২ দিয়ে খনন চলছে। অপরদিকে শ্রীকাইল নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ চলছে।
- প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের ৮৪৬১.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে, এর মধ্যে জুন ২০১৮ মাসে রাজস্ব ও মূলধন খাতে মোট ১৬০৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে ন:বৈ:মুদ্রা: ২৭৯২০.০০ লক্ষ টাকা সহ প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩০৭৮.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।

### রূপকল্প-২ খনন প্রকল্প

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) সালদানদী দক্ষিণ # ১ (২) সেমুতাং দক্ষিণ

# ১ (৩) বাতচিয়া # ১ (৪) সালদানদী পূর্ব # ১

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮।

প্রকল্প ব্যয়ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ সহ মোট ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা।

অর্থায়নঃ জিডিএফ।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ২২/০৯/২০১৬ এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১/১২/২০১৬ ইং

- সেমুতাং সাউথ-১ টার্ণ-কি ভিত্তিতে কূপ খননের জন্য খনন ঠিকাদার 'সকার' ও 'বাপেক্স'-এর মধ্যে চুক্তি ১৬-০৭-২০১৭ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। কূপ এলাকায় পূর্ত কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ইতালি হতে কূপ এলাকায় রিগ স্থানান্তর প্রায় ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। রিগ আপ ও কমিশনিং শেষে জুলাই, ২০১৮ মাসের মধ্যে খনন কাজ শুরু করা যাবে।
- জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন ৩১-১০-২০১৭ তারিখে সরেজমিনে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০৩-২০১৮ তারিখ লোকেশন পুনঃনির্ধারণ করা হয়। কূপ এলাকার সয়েল টেষ্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শেষ পর্যায়। ডিসি অফিস কর্তৃক ফসল ও গাছ-পালার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ শেষে অর্থ পরিশোধপূর্বক ভূমি বুঝে নেয়া হবে। কূপ খনন এলাকায় বালি ভরাটের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন ও এপ্রোচ রোড নির্মাণ কাজের ক্রয় প্রস্তাব ২৬-০৬-২০১৮ তারিখ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। উলেখ্য, পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত না থাকায় রূপকল্প-২ এর সালদানদী দক্ষিণ-১ কূপ খনন স্থগিত করে তৎপরিবর্তে জকিগঞ্জ-১ কূপটি রূপকল্প-২ এর অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আরডিপিপি ২৪-০৫-২০১৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাতচিয়া-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন ১৬-০১-২০১৮ তারিখে সরেজমিনে চিহ্নিত করা হয়। কূপ এলাকার সয়েল টেষ্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। ২৬-০৬-২০১৮ তারিখ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় ভূমি বরাদ্দ অনুমোদন হয়।
- সালদানদী পূর্ব-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন এখনও পাওয়া যায়নি। কসবা-১ ও সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপে গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পের সালদানদী পূর্ব-১ কূপ খননের বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে।
- প্রকল্প মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত নিধারণের জন্য ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন যা অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে আরডিপিপি প্রণয়ন করে সদয় বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে গত ২৪-০৫-২০১৮ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে। আরএডিপি অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৮.৪৪%।

**রূপকল্প-৩ খনন প্রকল্প**

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) কসবা # ১ (২) মাদারগঞ্জ # ১ (৩)

জামালপুর # ১ (৪) শৈলকুপা # ১

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮।

প্রকল্প ব্যয়ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ২৪,৬৫৫.০০ লক্ষ সহ মোট ৩৮,২৬৩.০০ লক্ষ টাকা।

অর্থায়নঃ জিডিএফ।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ২২/০৯/২০১৬ এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১/১২/২০১৬ ইং

- Rig leg এবং ঢালাই কাজ এবং সেলার নির্মাণ কাজ Machinery Foundation, Fencing, Chemical, Go-down, Casual Shed, Anser Shed নির্মাণ সহ সকল পূর্ত কাজ সম্পন্ন করতঃ বর্তমানে খনন কাজ চলছে।
- কসবা # ১ কূপ খননের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খনন মালামাল (বৈদেশিক) ও থার্ড পার্টি সার্ভিসেস কোম্পানি ভাড়ার লক্ষ্যে দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন সম্পন্ন করতঃ যথাযথভাবে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যেই Casing (Different Size), Well Head & X-Mass Tree, Drilling Bit, Mud & Completion fluid Chemicals, API Class G Cement, Cement Additives, Cementation Services এর L/C Established হয়েছে। Mud Logging Services চুক্তি ১৮/০১/২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। Casing, Mud & Completion fluid Chemical এবং Cement মালামাল চট্টগ্রামে পৌঁচেছে। প্রকল্পের নির্বাচিত রিগ বিজয়-১২ মোবারকপুর, পাবনা হতে কসবা-১ এ স্থানান্তর করার জন্য ঠিকাদার নিয়োগের চুক্তি ২৫/০৩/২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং রিগ মোবিলাইজেশন ও রিগ বিল্ডিং সম্পন্ন করতঃ বর্তমানে খনন কাজ চলমান রয়েছে।
- মাদারগঞ্জ # ১ (ভাড়াকৃত রিগ দ্বারা খনন করা হবে) এর লোকেশন গত ১৭.০৬.২০১৭ তারিখে পাওয়া গেছে। ৩১/০৮/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জমি হুকুম দখলের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। ১৪/১২/২০১৭ তারিখে মাদারগঞ্জ-১ খনন প্রকল্পের জন্য ভূমি দখল বুঝে পাওয়া যায়। ১৩ মার্চ, ২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ দেয়ার সাথে সাথেই ঠিকাদার কর্তৃক রাস্তা এবং ভূমি উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।
- মাদারগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপটি খননের জন্য মেসার্স সকার, আজারবাইজান এর সাথে গত ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে L/C Acceptance on 17/11/2017

- ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৯০০০.০০ লক্ষ (নববই কোটি) টাকা বরাদ্দ অনুমোদন হয়েছে। কসবা # ১ ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মানের জন্য ব্যয় এবং মাদারগঞ্জ # ১ লোকেশনের শষ্য ক্ষতিপুরণ এবং অন্যান্য নিয়মিত ব্যয় বাবদ ২০০.০০ লক্ষ (দুই কোটি) টাকা ছাড় হয়েছে এবং গত ১৯/০২/২০১৮ইং তারিখে ৩৬৪৮.৭৫ লক্ষ টাকা অবমুক্তি হয়েছে এবং গত ১০-০৬-২০১৮ তারিখ ৪৬৬৪.৭৫ লক্ষ টাকা অবমুক্তি হয়েছে। এ যাবৎ ক্রম পুঞ্জিত ব্যয় ৬০৩৫.৪৭ লক্ষ টাকা।

**রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্প**

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) শাহবাজপুর ইষ্ট # ১ (২) ভোলা নর্থ # ১

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য ওয়ার্কওভার কূপসমূহঃ (১) শাহবাজপুর # ১ ও # ২

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮।

প্রকল্প ব্যয়ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ৩৩,৪৪৫.০০ লক্ষ সহ মোট ৪৬,২১০.০০ লক্ষ টাকা।

অর্থায়নঃ জিডিএফ।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ২৭/০২/২০১৭ এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১/১২/২০১৬ ইং

- শাহবাজপুর # ২ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রতিদিন কমবেশী ২৪-২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করে পাইপলাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে। শাহবাজপুর # ১ নং কূপের ওয়ার্কওভার-এর ফ্লো-টেষ্ট সম্পন্ন হয়েছে। বাপেক্স-এর খনন সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ লোকবল ও ভাড়ী যানবাহন, ক্রেন ইত্যাদি চলমান ০৫টি খনন ও ওয়ার্কওভার কাজে ব্যস্ত থাকায় রিগ বিয়োজন করে রিগ ইয়ার্ডে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না।
- শাহবাজপুর ইষ্ট-১ খননের জন্য গত ২১/০৮/২০১৭ তারিখে খনন কাজ শুরু করে ১৮-১০-২০১৭ তারিখে ৩৫৫০ মিটার খনন সম্পন্ন করে কূপ হতে ২৫ সসপভফ গ্যাস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে।
- ভোলা নর্থ-১ কূপ গত ০৯-১২-২০১৭ উদ্বোধন করে খনন কাজ শুরু করে ৩৫১৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন শেষ হয়েছে। দেশের ২৭তম গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে ভোলা নর্থ # ১ কূপটি আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমানে এ কূপ হতে ৩০ mmcfd গ্যাস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে।
- গ্যাজপ্রম কর্তৃক শাহবাজপুর ইষ্ট-১ ও ভোলা নর্থ-১ কূপ ২টির খনন কাজ শেষ হলেও Leftover Materials হস্তান্তর সংক্রান্ত জটিলতার কারণে রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতি মোবিলাইজেশন এবং ডি-মোবিলাইজেশন বিল প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

## Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment Project:

| | | |
|---|---|---|
| প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় | : | ৩২৭৫৭.০০ লক্ষ টাকা। |
| প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ | : | ১৯-০৯-২০১৬। |
| প্রকল্প পরিচালকের যোগদানের তারিখ | : | ১৬-০৩-২০১৭। |
| ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ | : | ১০১.০০ লক্ষ টাকা। |
| ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে প্রকৃত খরচ | : | ৮২.৬১ লক্ষ টাকা। |
| ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সম্পাদিত কাজ | : | |

- ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র নং-বাপেক্স/এডমিন/আইএনটি/ টিইএন-৭৭৯/২০১৬, গত ০২-০৮-২০১৬ তারিখে আহবান করা হয়। উক্ত দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান M/S. SJ Petroleum Machinery Co., China এর সাথে গত ২৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে USD 8,657,997.00 এবং BDT 31,983,000.00 এ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। তারপর ১৫ জুন ২০১৭ তারিখে L/C Opening এবং গত ২২-১২-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সরবরাহতব্য মালামালের Physical Inspection সম্পন্ন হয়। বর্তমানে ওয়ার্কওভার রিগ মালামালের অধিকাংশ কৈলাশটিলা#০১ লোকেশনে স্থানান্তরিত হয়েছে। কৈলাশটিলা#০১ লোকেশনে উক্ত ওয়ার্কওভার রিগ মালামালের ইরেকশন ও কমিশনিং কাজ চলমান।
- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৮৬৬৭.০০ (নঃবৈঃমুঃ ৭৫০৬.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের মোট খরচ ৮১৯৮.৬৯৫ (নঃবৈঃমুঃ ৭২৯৯.৪৪৭) লক্ষ টাকা।

রূপকল্প-৯: ২-ডি সাইসমিক প্রকল্পঃ

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ৩১-০৮-২০১৭ ইং

প্রকল্পের অবস্থানঃ কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর,

নেত্রকোনা এবং সুনামগঞ্জ জেলা।

বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন ২০১৯।

প্রকল্প ব্যয়ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ৬,৩৫০.০০ লক্ষ সহ মোট ১২,৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা।

অর্থায়নঃ জিডিএফ।

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সম্পাদিত কাজঃ**

- প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ৩০০০ লাইন কি.মি. এর উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় এক্সপ্লোসিভ এন্ড ডেটোনেটর ক্রয়ের জন্য ঋণপত্র খোলা হয়েছে এবং মালামাল শিফমেন্ট প্রক্রিয়া চলমান।
- ড্রিলিং মেশিন এন্ড এক্সেসরিজ মালামাল শিফমেন্ট এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।
- ২ডি ফিল্ড প্লানিং/ডিজাইনিং/কোয়ালিটি কনট্রোল ইকুইপমেন্ট হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার ক্রয়ের লক্ষ্যে এল/সি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন। পোজিশনিং/টপো সার্ভে ইকুইপমেন্ট হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার ক্রয়ের লক্ষ্যে এল/সি খোলা হয়েছে। PSI সমাপনান্তে মালামাল শিফমেন্ট করা হবে।
- ২ডি সাইসমিক ডাটা প্রসেসিং সিসটেম হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার এবং ২ডি সাইসমিক ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সিসটেম হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার ক্রয়ের লক্ষ্যে ক্রয়াদেশ ইস্যু করা হয়েছে। এল/সি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন।
- ২ডি সাইসমিক ডাটা একুইজিশন সিসটেম সফটওয়্যার এন্ড হার্ডওয়্যার ক্রয়ের লক্ষ্যে ক্রয়াদেশ ইস্যু প্রক্রিয়াধীন।
- ২ডি সাইসমিক ডাটা একুইজিশন সিসটেমঃ ওয়কি-টকি (কমুনিকেশন ইকুইপমেন্ট) ক্রয়ের লক্ষ্যে ক্রয়াদেশ ইস্যু করা হয়েছে। এল/সি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন।
- ২ডি সাইসমিক ডাটা একুইজিশনঃ জিওফোন স্ট্রিং এবং এক্সেসরিজ ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্রের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।

**রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প**

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ শ্রীকাইল নর্থ-১, মোবারকপুর সাউথ ইষ্ট-১,

বেগমগঞ্জ-৩, বেগমগঞ্জ-৪

প্রকল্পের মেয়াদঃ এপ্রিল ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৮।

প্রকল্প ব্যয়ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ২১,৪৮০.০০ লক্ষ সহ মোট ৩০,০০০.০০ লক্ষ টাকা।

অর্থায়নঃ জিডিএফ।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৭ এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৮/০৮/২০১৭ ইং

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সম্পাদিত কাজ :**

- বেগমগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভারঃ ৮টি পূর কাজ (মাড পিট সংস্কার, রাস্তা মেরামত, পেলাসাইটিং, কর্মকর্তা রান্নাঘর ও খাবার ঘর, সাবমর্জবল পাম্প ও টয়লেট, ক্যারাভ্যান ফাউন্ডেশন, কেজুয়াল শেড-১ এবং কেজুয়াল শেড-২) সম্পন্ন হয়েছে। Handling tools, Packer milling tools, Well completion materials and bridge plug এর সরবরাহকারীর অনুকূলে ০৫.০২.২০১৮ ঋণপত্র খোলা হয়েছে। Wire line logging service ভাড়ার জন্য ০৭.০৩.২০১৮ তারিখের মোবিলাইজেশন নোটিশ মোতাবেক মালামাল প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে। প্রকল্পে আইডিকো রিগের মাধ্যমে মাচ, ২০১৮ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্যাকার মিলিং, ব্রিজ পাগ সেটিং, সিমেন্টিং এবং ওয়্যার লাইন লগিং সম্পন্ন হয়েছে। ১৯২৬-১৯৪১ মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করে DST কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় সফলভাবে গ্যাস ফ্লো সম্পন্ন হয়। বাপেক্স কারিগরী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯২৬-১৯৪১ মিটার গভীরতায় গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে প্যাকার সেট করে কম্প্লিশন সম্পন্ন করা হয়। রিগ ডিজমেল্ট এর প্রস্তুতি এবং মেরামতের কাজ চলছে।

- **(বেগমগঞ্জ-৪ উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ)ঃ** ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে SOCAR-AQS এর সাথে চুক্তি মোতাবেক এলসি খোলা হয়েছে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন করতঃ জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রিগ প্যাড নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজের জন্য SOCAR-AQS কে পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- **(শ্রীকাইল নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ)ঃ** ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করা হবে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি উন্নয়ন, সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং ২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কূপ খনন এলাকায় গমণের জন্য নতুন সংযোগ রাস্তার প্যালিসাইডিং এর মাধ্যমে সাইড প্রোটেকশনসহ সোলিং ও এইচবিবি নির্মাণ কাজের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
- **(মোবারকপুর সাউথ ইষ্ট-১ অনুসন্ধান কূপ)ঃ** ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করা হবে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩-ডি সার্ভে দ্বারা লোকেশন মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়নের কাজ ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

### ২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপোরেশন ব্লক ৩বি, ৬বি ও ৭ প্রকল্পঃ

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ১২-০৪-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৭ ইং

প্রকল্পের অবস্থানঃ ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা এবং বাগেরহাট জেলা।

বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন ২০১৮।

প্রকল্প ব্যয়ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ১৫,০০০.০০ লক্ষ সহ মোট ১৮,৮০০.০০ লক্ষ টাকা।

অর্থায়নঃ জিডিএফ।

### ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সম্পাদিত কাজ :

- প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. এর উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হবে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে জুন ১৮ পর্যন্ত ২২২৫.৫ লাইন কি.মি. ২ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমানে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ চলমান আছে।

## IOC-এর কার্যক্রমে সেবা প্রদান

আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণ করে বাপেক্স ব্লক-৯ এর বর্তমান অপারেটর সিঙ্গাপুরভিত্তিক ক্রিস এনার্জির জন্য বাঙ্গোরা-৬ এবং ৭ কূপ দুটি খননের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। বাপেক্স এর বিজয়-১০ রিগ দ্বারা বাঙ্গোরা-৬ কূপের খনন কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক বাঙ্গোরা-৬ এবং ৭ কূপ খনন সফলভাবে সম্পন্ন হলে বাপেক্স এর সফলতার একটি মাইলফলক স্থাপিত হবে ।

উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে ২০০৯ সালে বাপেক্স চুক্তিভিত্তিতে ব্লক- ৯ এ তাল্লো বাংলাদেশ লিঃ এর পক্ষে বাঙ্গোরা-৩ সফলভাবে ওর্য়াকওভার সম্পন্ন করে। এ ছাড়াও ব্লক-৯ এ তাল্লো বাংলাদেশ লিঃ এর জন্য ৫৭৩ লাইন কিলিমিটার ৬০-ফোল্ড টু-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং ব্লক-১২ এ ইউনোক্যাল বাংলাদেশ লিঃ এর জন্য ২১ লাইন কিলোমিটার ৪০-ফোল্ড টু-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে ।

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

### বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডে অবস্থিত কূপসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের নিমিত্ত জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় "Natural Gas Efficiency Project [Installation of Gas Compressors at Titas (Location-C) & Narsingdi Gas Fields]" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রকল্প সাহায্য ৭২৯.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৮৬৮.০০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারিত। তবে, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কম্প্রেসর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পুনঃদরপত্র দলিলের উপর বিজিএফসিএল বোর্ড ও জাইকা'র অনুমোদন গ্রহণপূর্বক পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়।

(খ) তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-এ অবস্থিত কূপসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের নিমিত্ত এডিবি'র অর্থায়নে "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রকল্প সাহায্য ৭৫৩.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৯১০.০০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শকগণের সহায়তায় দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

(গ) বিজিএফসিএল এর আওতাধীন তিতাস গ্যাস ফিল্ডের ৬, ৭, ৯ ও ১৩ নং কূপের এবং নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডের ১ নং কূপের বিদ্যমান সমস্যার কারণে ওয়ার্কওভারের প্রয়োজনীয়তা এবং সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা হবিগঞ্জ ১ নং কূপ ও বাখরাবাদ ১ নং কূপকে পুনরায় উৎপাদনে আনার লক্ষ্যে জিডিএফ অর্থায়নে 'তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৩৫৪.৫০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের আওতায় সকল মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদারগণের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার সম্পাদনের লক্ষ্যে বাপেক্সকে ওয়ার্কওভার ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ ১নং কূপের ওয়ার্কওভারের বাস্তব কাজ শুরু হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কূপের ওয়ার্কওভারের কাজ সম্পাদন করা হবে।

## সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

- **রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পঃ** কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৪৬৩৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১৮-০১-২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১২ হতে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে স্থাপিত প্ল্যান্টের মাধ্যমে কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন করে দৈনিক প্রায় ২৮০০ ব্যারেল পেট্রোল, ৩৬০ ব্যারেল ডিজেল ও ৮৪০ ব্যারেল কেরোসিন উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৮০৯৬.২৮ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.৭০%।
- **পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (CRU) স্থাপন প্রকল্পঃ** কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৪৯৭৯৮.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি ২৯-১২-২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল মার্চ ২০১২ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে স্থাপিত প্ল্যান্টের মাধ্যমে পেট্রোলকে ক্যাটালাইটিক রিফর্ম করে দৈনিক প্রায় ২৭১০ ব্যারেল অকটেন এবং ২৫.৬৮ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮২৩৮.৪৬ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৪৩.৪০%।

- **সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খননঃ** জিডিএফ অর্থায়নে মোট ১৬০২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২২-১০-১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক ৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং পরবর্তীতে দৈনিক ১৮৮ ব্যারেল হারে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। গত ২৯-০৪-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের ৪৭৫তম সভায় ৩-ডি সাইসমিক ডাটা রিভিউ না করা পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন মালামাল সংগ্রহ, ভূমি অধিগ্রহণ এবং ওয়্যারহাউস নির্মাণ ব্যতীত প্রকল্পের অন্যান্য সকল কাজ আপাততঃ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ৩-ডি সাইসমিক রিভিউ-উত্তর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের কাজ পুনরায় শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর ২০১৩ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৫৯৮.০৪ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১৮.৯৫%।
- **সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা এবং রশিদপুর স্ট্রাকচারের ৩ডি সাইসমিক সার্ভে ডাটা ও রিপোর্ট রিভিউকরণ প্রকল্প প্রকল্পঃ** কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১৩১৮.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ১০-১-২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর ২০১৬ হতে এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পের বাস্তব কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশী টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধের জন্য প্রকল্পটির মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।
- **এসজিএফএল-এর কৈলাশটিলা-১ নং কূপ ওয়ারর্কওভার প্রকল্প (পূর্বের নামঃ এসজিএফএল-এর ৩টি কূপ (কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-২ ও রশিদপুর-৬) ওয়ারর্কওভার প্রকল্প)ঃ** প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদকালে ৪৫৬২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ও দৈনিক ১৫০ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৮০.০৪ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৩৫.৬৫ %।

## তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন ও চলমান পাইপলাইন প্রাতিস্থাপন/পুনর্বাসন কার্যক্রমঃ**

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম |
|---|---|
| ০১। | গজারিয়াস্থ টিবিএস হতে আব্দুল মোনেম লি. বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত ১২" ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ৮ কি.মি. গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ (গজারিয়া হতে দাউদকান্দি ফেরিঘাটের নিকট পর্যন্ত)। উক্ত পাইপলাইন নির্মান কাজ সম্পন্ন হলে আব্দুল মোনেম লি. বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং এপিআই শিল্প পার্কে গ্যাস সরবরাহ করা হবে। |
| ০২। | গজারিয়া টিবিএস নির্মাণ, ফেব্রিকেশন এবং মডিফিকেশন কাজ। |
| ০৩। | গ্রুপ-১ঃ সাসেক (গাজীপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল) প্রকল্পের চেইনেজ ১৬+৬০০ কি.মি. হতে ১৮+৮০০ কি.মি. সড়ক অংশে বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর, পুর্নবাসন/পুনঃস্থাপন কাজ (চন্দ্রা ডিআরএস এর পশ্চিম পার্শ্ব হতে নবীনগর রোড ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কলেজের সামনে দিয়ে কালিয়াকৈর খ্রিষ্টান মিশন পর্যন্ত)। |
| ০৪। | (ক) ময়মনসিংহ শহরের সদর থানা মোড় হতে ট্রাঙ্কপট্রি রোড বরাবর ক্ষতিগ্রস্থ ৩"/২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৩৬০মি. বিতরণ পাইপ লাইন পূর্নবাসন/ পুনঃস্থাপন কাজ, (খ) নারায়নগঞ্জস্থ বন্দর উপজেলাধীন উত্তর লক্ষনখোলা এলাকায় ৪"/১"/৩/৪" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৯০ মি. বিতরণ/ সার্ভিস পাইপ লাইন স্থানান্তরকরণ কাজ, (গ)সবুজবাগ থানাধীন উত্তর বাসাবো প্রেস গলী এলাকায় ২"/৩/৪" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৬৪৫মি. বিতরণ/ সার্ভিসপাইপ লাইন নির্মাণ/ স্থানান্তরকরণ কাজ, (ঘ)স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মোহাম্মদীয়া হাউজিং রোড নং-৭ ও ৮ এলাকায় ৩"/২"ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৩০৯ মি. লিঙ্ক লাইন নির্মাণ কাজ, (ঙ) পশ্চিমরামপুরাস্থ উলন রোডের থাই প্লাষ্টিক গলির বিদ্যমান ২"ব্যাস বিতরণ লাইনের সাথে ৮" ব্যাস বিতরণ লাইনের টাই-ইন কাজ, (চ) ৩৩ নং ওয়ার্ডস্থ চানখারপুল এবং আলী নেকীদেওরী, নাজিমুদ্দিন রোড এলাকার বিদ্যমান ১" ব্যাস বিতরণ লাইনের সাথে ৮" ব্যাস বিতরণ লাইনের টাই-ইন কাজ, (ছ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ব্লক-সি লালমাটিয়া, ঢাকা এলাকায় ৩"ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ১২মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ এবং (জ) ঢাকাস্থ গেন্ডারিয়া এলাকায় বিদ্যমান স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ৩" ব্যাস বিতরণ লাইন এর সাথে ২" ব্যাস বিতরণ লাইনের টাই-ইন কাজ। |

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম |
|---|---|
| ০৫। | গ্রুপ-১: ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি) এর অধীন নির্মিতব্য মেট্রোরেল রুটের আগারগাঁও (সিপি-৪) হতে কাওরান বাজার পর্যন্ত এলাকায় বিদ্যমান ৩/৪"Ø হতে ১৬"Ø বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ও সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ।<br>গ্রুপ-২: ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি) এর অধীন নির্মিতব্য মেট্রোরেল রুটের কাওরানবাজার হতে মতিঝিল পর্যন্ত এলাকায় বিদ্যমান ৩/৪" Ø হতে ১৬" Ø বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ও সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ। |
| ০৬। | (ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৩৬ ও ৩৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভূক্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৫৯৮২মি. ও ১" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ১১৬৪মি. বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ, (খ) জাতীয় সংসদ ভবন (এমপি হোস্টেল), এলডি-৩ সংলগ্ন জরাজীর্ন ২"ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ২০০মি. বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন/পূণর্বাসন কাজ, (গ) ব্লক-ডি, জহুরী মহলা, মোহম্মদপুর, ঢাকা এলাকায় ২"/১" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ১৩২মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, (ঘ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মধ্যপাইকপাড়া, মিরপুর এলাকায় ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৪৮০মি. বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ/পূণর্বাসন এবং বিদ্যমাণ সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ, (ঙ) গাবতলী গরুরহাট, মিরপুর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ ৮" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ২৪ মি. বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন/পূণর্বাসন কাজ এবং (চ) উত্তর মানিকনগর, ছন্দারগলি, ঢাকা এলাকায় ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ১২০ মি. বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমাণ সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ। |
| ০৭। | (ক) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে টংগী থানার অন্তর্গত উত্তর আউচপাড়াস্থ হাজী আজগর আলী রোড, হাজী আক্কেল রোড ও রসুলবাগ এলাকায় ৪" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৩৬ মি. ও ২"ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৩ মি. লিঙ্ক লাইন নির্মাণ কাজ, (খ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে গাজীপুরস্থ রওশন সড়ক, চান্দনা এলাকায় ৩" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ২০০ মি. লিঙ্ক লাইন নির্মাণ কাজ, (গ) ঢাকাস্থ হাতিরপুল এলাকায় ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ১৩২ মি. বিতরণ লাইন এবং ৩/৪" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৭২ মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর কাজ, (ঘ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ শুক্রাবাদ, মোহাম্মদপুর, শের-ই-বাংলা নগর এলাকায় ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ২৫০ মি. লিঙ্ক লাইন নির্মাণ কাজ, (ঙ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ শ্যামলী হাউজিং সোসাইটি, আদাবর এলাকায় ৩" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৪৯০ মি. ও ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৬ মি. লিঙ্ক লাইন নির্মাণ কাজ, (চ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ব্লক- সি, মিরপুর-১ এলাকায় ৩" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৪৮০ মি. ও ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৭৮০ মি. লিঙ্ক লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সার্ভিস লাইন নতুন বিতরণ লাইনে স্থানান্তর কাজ, (ছ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মালিবাগ চৌধুরী পাড়া এলাকায় ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৩৭০ মি. বিতরণ লাইন এবং ৩/৪" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ২৫০ মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ/ স্থানান্তর কাজ, (জ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ চরকঘাটা, হাজারীবাগ এলাকায় ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ১১০ মি. বিতরণ লাইন এবং ৩/৪" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৪০ মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ/ স্থানান্তর কাজ, (ঝ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ গ্রীণরোড এলাকায় ১" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৩০ মি. লিঙ্ক লাইন নির্মাণ কাজ, (ঞ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ সেন্ট্রাল জামে মসজিদ রোড, গ্রীণরোড এলাকায় ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ২৪ মি. এবং ১" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৩ মি. লিঙ্ক লাইন নির্মাণ কাজ, এবং (ট) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ কাঠাল বাগান বাজার রোড এলাকায় ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ১১ মি. এবং ১" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ১ মি. লিঙ্ক লাইন নির্মাণ কাজ। |
| ০৮। | (ক) গোমতি সেতুর উত্তর পাড় সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ৮" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৩৭২ মি. ও ৩" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৩৩৬ মি. গ্যাস পাইপ লাইন পুন:নির্মাণ/ স্থানান্তর কাজ, (খ) মেঘনা সেতুর দক্ষিণ পাড় সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ৮" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৭৬৮ মি. গ্যাস পাইপ লাইন পুন:নির্মাণ/ স্থানান্তর কাজ। |
| ০৯। | কেরানীগঞ্জস্থ চুনকুটিয়া এলাকায় নির্মিতব্য ওয়াটার মেইন ট্রান্সমিশন লাইনের এলাইনমেন্টে বিদ্যমান ৮" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৪ মি., ৪" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ২০ মি. ও ২" ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৫৬ মি. গ্যাস পাইপ লাইন পূন: নির্মাণ/স্থানান্তর কাজ। |
| ১০। | পানগাঁও ভাল্ব স্টেশন হতে কেরানীগঞ্জ বিসিক পর্যন্ত ক) ১২" ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ২০.৩২ কি.মি. গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন খ) কেরানীগঞ্জ বিসিকে ডিআরএস নির্মাণ কাজ । |
| ১১। | সরিষাবাড়ী এম এন্ড আর স্টেশন হতে জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত ১৬" ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ১০ কি.মি. পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ । |
| ১২। | গ্রুপ-৩: সাসেক (গাজীপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল) প্রকল্পের চেইনেজ ১৪+০০০ কি.মি. হতে ৬৯+০০০ কি.মি. সড়ক অংশে ১২৪টি ভাল্ব (পিটসহ) স্থানান্তর, পূর্নবাসন/পূন:স্থাপন কাজ। |

### Installation of Pre-paid Gas Meter প্রকল্প :

জাপান সরকারের ৩৫তম ওডিএ ঋন প্যাকেজভূক্ত Natural Gas Efficiency Project (BD-P78) এর অধীনে জাইকা, জিওবি ও টিজিটিডিসিএল-এর অর্থায়নে "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, বারিধারা, বসুন্ধরা, বাড্ডা, তেজগাঁও, ক্যান্টনমেন্ট, কাফরুল, মিরপুর, খিলক্ষেত, উত্তরা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) আবাসিক প্রিপেইড গ্যাস মিটার পর্যায়ক্রমে স্থাপন কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয় ৭১২.০৯৯ কোটি টাকা (জাইকা ৪৫৩.১০৬ কোটি টাকা, জিওবি ২৩৬.৭৪৫ কোটি টাকা এবং নিজস্ব অর্থায়ন ২২.২৪৮ কোটি টাকা) এবং মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের যথাযথ ব্যবহার ও সরবরাহ তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ। অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাতে আবাসিক খাতে সিস্টেম লস কমিয়ে আনা এবং ব্যবস্থাপনা ও তদারকি সংক্রান্ত ব্যয় কমিয়ে আনা। এছাড়াও অত্যাধুনিক প্রিপেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তথ্য গ্রহনের সহজলভ্যতা, উন্নততর গ্রাহকসেবা, গ্যাস ব্যবহারে নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণ নিশ্চিতের পাশাপাশি গ্রাহকের গ্যাস বিল অনেক সাশ্রয় হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. -এর সাথে ০৭/১০/২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯/১০/১৫ তারিখ হতে পরামর্শক কাজে নিযুক্ত হয়। ১৬/০৩/১৭ তারিখে টিজিটিডিসিএল ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান Toyokeiki Co. Ltd., Japan এর মধ্যে একটি Engineering, Procurement & Construction (EPC) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং জাইকার সম্মতির প্রেক্ষিতে ২০/০৩/১৭ হতে চুক্তি কার্যকর রয়েছে। ১৭/০৯/১৭ তারিখ হতে গ্রাহক আঙিনায় মিটার স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয় এবং এ মুহূর্তে ৪৮টি টিম মিটার স্থাপনের কাজে নিয়োজিত আছে। জুন ১৮ পর্যন্ত ১৪টি লটে মোট ৭৯,৯২০টি মিটার এসেছে ৯৪,৭৫৪ জন গ্রাহকের জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং গ্রাহক আঙ্গিনায় ৪৮,৫৪৬ টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া Data Center এবং Disaster Recovery Center এর পূর্ত ও ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ সম্পন্নক্রমে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ইন্সটলেশনকরতঃ ২০/০৬/১৮ তারিখে ওয়েব সিস্টেম কমিশনিং ও গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত মিটার প্রিপেইড মোডে একটিভেট করা শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে গ্রাহক আঙিনায় মিটার স্থাপন করার সাথে সাথেই প্রিপেইড মিটার একটিভেট করা সম্ভব হবে ।

সহজে কার্ড রিচার্জ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২৫০টি POS (Point of Sales) পরিচালনার জন্য United Commercial Bank (UCB) Limited এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আলোকে, প্রিপেমেন্ট সিস্টেমে অত্যাধুনিক প্রিপেইড কার্ড (NFC=Near Field Communication) ব্যবহারের মাধ্যমে UCB ব্যাংক এর নির্দিষ্ট শাখা ও Ucash এজেন্ট ব্যাংকিং পদ্ধতিতে সার্বক্ষনিক সেবার আওতায় সহজে কার্ড রিচার্জ করতে পারবেন ।

উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের আরএডিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ১৪,৮০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৪,৯০৯.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১০০.৭৪% । আর প্রকল্পের এ যাবত বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৬০% ।

### গাজীপুর-এ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর ডিভিশনাল অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প :

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (গাজীপুর) এলাকায় মাসিক প্রায় ৩৫০ এমএমসিএম হারে গ্যাস বিক্রি হয় এবং প্রায় ২১০ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়। বর্তমানে এলাকাটি শিল্প সমৃদ্ধ এলাকাতে পরিণত হয়েছে। দিন দিন গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত এলাকায় গ্রাহকদের সার্বিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে, কিন্তু সে অনুযায়ী অফিসের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়নি। জয়দেবপুর সিজিএস কম্পাউন্ডে প্রায় ৩০ বছর পূর্বে নির্মিত ৭,১৪০ বর্গফুট আয়তনের ভবন দ্বারা জয়দেবপুর ডিভিশনের আওতাধীন এলাকায় গ্যাস বিপণন, রাজস্ব আদায়, অপারেশনাল কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যাদি সুচারুরূপে পরিচালনা করা সম্ভব নয় বিঁধায় কোম্পানির নিজস্ব জমিতে ও নিজস্ব অর্থায়নে ১,৪৫১.২৬ (টাকা চৌদ্দ শত একান্ন লক্ষ পয়সা ছাব্বিশ) লক্ষ মাত্র ব্যয়ে গাজীপুরে ১৪তলা ভিত্তিসহ ৪তলা ডিভিশনাল অফিস ভবন নির্মাণের একটি প্রকল্প গত ১৯/১০/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই-২০১৫ হতে ৩০শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পের পূর্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জামাল এন্ড কোম্পানি এবং মার্ক বিল্ডার্স লিমিটেড (জেভি)-কে উদ্ধৃত দর ১০৯৯.২৮ (টাকা এক হাজার নিরানব্বই দশমিক আটাশ) লক্ষ মাত্র মূল্যে ০৫/১০/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ও ১০/১০/২০১৬ তারিখে সাইট হস্তান্তর করা হয়। ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য প্যাকেজের যথাক্রমে ৮০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ (এক)টি প্যাসেঞ্জার লিফট স্থাপন, ১৫০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ (এক)টি ইমার্জেন্সি ডিজেল জেনারেটর স্থাপন, ১টি 4kw সোলার সিস্টেম ও ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন এর কাজ শেষ হয়েছে।

## বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

**বিজরা অফটেক, লাকসাম, কুমিল্লা হতে কুমিল্লা ইপিজেড পর্যন্ত ৮" ব্যাস ও ২৪/১০ বার চাপের ২৭ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ কাজঃ** বিজিডিসিএল এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের আলোকে কুমিল্লা শহর, ইপিজেড ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিরাজমান গ্যাসের স্বল্প চাপজনিত সমস্যা নিরসনকল্পে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২৯.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজরা অফটেক হতে কুমিল্লা ইপিজেড পর্যন্ত ২৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ২৪/১০ বার চাপের গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, এইচপি-ডিআরএস ফেব্রিকেশন, স্থাপন ও কমিশনিং কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২৭ কিঃ মিঃ পাইপলাইন নির্মাণ, এইচপি-ডিআরএস ফেব্রিকেশন, স্থাপন ও কমিশনিং কাজের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। ২৭ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন নির্মাণ, এইচপি-ডিআরএস ফেব্রিকেশন, স্থাপন ও কমিশনিং কাজের বিপরীতে প্রাক্কলিত ৮.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ই-টেন্ডারিং আহ্বান করা হলে মেসার্স আর্ক কনট্রাকশন কোম্পানি, ঢাকা কর্তৃক ৯.৬৯ কোটি টাকা উদ্বৃত দরে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে আর্থিক ও কারিগরিভাবে গ্রহনযোগ্য বিবেচিত হয়। ঠিকাদার মেসার্স আর্ক কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ, ঢাকা এর সাথে গত ২১-০৬-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বন্যার কারণে কাজ শুরু হতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। ২০১৮ সালে বর্ণিত কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

## কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

**ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট [ইন্সটলেশন অফ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার ফর কেজিডিসিএল] :**

প্রাকৃতিক গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করার লক্ষ্যে জাপান সরকারের ৩৫তম ওডিএ লোন প্যাকেজ এর আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) এর যৌথ অর্থায়নে ২৪৬.৫৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি খাত: ৮১.৪৫ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য খাতঃ ১৫৪.১৯ কোটি টাকা, কেজিডিসিএল নিজস্ব খাত : ১০.৯২ কোটি টাকা) "Natural Gas Efficiency Project [Installation of Prepaid Gas Meter for KGDCL]" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি ০১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ৩০-১২-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের অধীনে কেজিডিসিএল এর আওতাধীন চট্টগ্রাম মহানগরীর খুলশী, লালখান বাজার, নাসিরাবাদ, চান্দগাঁও, আন্দরকিল্লা, চকবাজার, পাঁচলাইশ, কাজীর দেউরী, ষোলশহর ও হালিশহর এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগে ৬০,০০০ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করার কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত কেজিডিসিএল এর আওতাভুক্ত এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগে ৩২,৩৮৮টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং ১২,২৪৪ টি মিটার ফ্ল্যাট রেইট মোড হতে প্রি-পেমেন্ট মোডে রূপান্তর করা হয়েছে। কিছু কিছু বি-টাইপভুক্ত গ্রাহকদের নিজস্ব খরচে পৃথক অভ্যন্তরীণ জিআই পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনে অনাগ্রহের কারণে ডিপিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাড়ানোর লক্ষ্যে Revised Development Project Proforma/Proposal (RDPP) প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বি-টাইপভুক্ত গ্রাহকদের প্রি-পেইড মিটার স্থাপনে আগ্রহী করার জন্য প্রি-পেইড মিটারের সুবিধা সম্বলিত লিফলেট প্রদান করা হচ্ছে, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রি-পেইড মিটার স্থাপন বাধ্যতামূলক তা উল্লেখ করে গ্রাহকদের তাগিদ পত্র প্রদান করা হচ্ছে এবং পত্রিকায়ও এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে।

**"মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প":**

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা নিরসনকল্পে সরকার এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠছে যেখানে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট/দিন গ্যাসের চাহিদা রয়েছে। এছাড়া আমদানীতব্য এলএনজি কেজিডিসিএল সিস্টেমে গ্রহণের জন্য কেজিডিসিএল এর গ্যাস পাইপ লাইন নেটওয়ার্কসহ স্থাপিত কয়েকটি ডিআরএস আপগ্রেড করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে "মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ০২-০৭-২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল নির্ধারন করা হয় মে ২০১৭ হতে জুন ২০১৯। কেজিডিসিএল এর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটিকে ০২টি অংশে যথা-কেজিডিসিএল অংশ ও জিটিসিএল অংশ হিসেবে বিভক্ত করে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জিটিসিএল অংশটি ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয় ৩৬৭.১০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে গত ১৭-০৪-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৩৯৮.৬২ কোটি টাকা।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :**

» কেজিডিসিএল অধিভুক্ত এলাকার বাল্ক ও শিল্প গ্রাহকদের পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ৩৫০ এমএমএসসিএফডি হতে ৫০০ এমএমএসসিএফডি-এ উন্নীত করণ।

» মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম-এ স্থাপিতব্য শিল্প গ্রাহকদের জাতীয় গ্রীড হতে ২০০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ।

» কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান নেটওয়ার্ক হতে পৃথক করে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে আনোয়ারা সিজিএস হতে তিনটি বাল্ক গ্রাহক যথা কাফকো, সিইউএফএল ও শিকলবাহা বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত স্বতন্ত্র পাইপলাইন নির্মাণ এবং জিটিসিএল এর অফটেক হতে কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান রিংমেইনে আর-এলএনজি গ্রহণের লক্ষ্যে কেজিডিসিএল এর শাহমিরপুরস্থ মেনিফোল্ড ষ্টেশনের প্রয়োজনীয় মডিফিকেশন সম্পন্ন করণ।

**প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িতব্য কাজসমূহ নিম্নরূপ :**

- মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১৭ কিঃমিঃ গ্যাস পাইপ লাইন এবং ০১টি সিজিএস ও ০২টি এইচপি-ডিআরএস নির্মাণ।
- কাফকো, সিইউএফএল ও শিকলবাহা পাওয়ার স্টেশনে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ২৫ কিঃমিঃ ডেডিকেটেড গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ।
- কেজিডিসিএল এর রিং-মেইনে আরএলএনজি গ্রহণের লক্ষ্যে শাহমীরপুর মেনিফোল্ড স্টেশনে জিটিসিএল এর লাইনের সাথে হুকআপ কাজ সম্পন্ন করা।

কেজিডিসিএল এর গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা আপগ্রেডেশনের লক্ষ্যে ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৬ কিঃমিঃ নতুন গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান ০৩টি এইচপি-ডিআরএস ও ০৪টি আইপি-ডিআরএস প্রতিস্থাপনপূর্বক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ০৩টি এইচপি-ডিআরএস ও ০৪টি আইপি-ডিআরএস স্থাপন।

## পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

**বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ**

ক) সিরাজগঞ্জ পাওয়ার হাব এলাকায় এনডবিউপিজিসিএল এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল (ডুয়েল ফুয়েল) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (৩য় ইউনিট) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সিএমএস নির্মাণ।

খ) সেমকর্প নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার কোম্পানি এর অর্থায়নে স্থাপিতব্য ৪১৩.৭৯২ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল (ডুয়েল ফুয়েল) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (৪র্থ ইউনিট) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যেপাইপলাইন (২৪" x ১০০০ পিএসআইজি) ও সিএমএস নির্মাণ।

খ) পিজিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় বর্তমানে স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন (১৫০ পিএসআইজি পর্যন্ত) নেটওয়ার্ক এর পুনর্বাসন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।

গ) MD Office Building এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ঙ) ঈশ্বরদী আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থাপিত ডিআরএস হতে বিদ্যমান শহর নেটওয়ার্কের সাথে হুক-আপ কাজ চলমান রয়েছে।

চ) পিজিসিএল এর প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ Walk Way ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

# জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

## বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

**"Gas Supply to Srihotto Economic Zone, Sherpur, Moulvibazar" শীর্ষক প্রকল্প ঃ**

শ্রীহট্ট ইকোনোমিক জোন সিলেট বিভাগের প্রথম ইকোনোমিক জোন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ০৯ জুন ২০১৫ তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "Gas Supply to Srihotto Economic Zone, Sherpur, Moulvibazar" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং ২৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে।

## ক) প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১। প্রকল্পের নাম | ঃ | "Gas Supply to Srihotto Economic Zone, Sherpur, Moulvibazar"; |
| ২। উদ্দেশ্য | ঃ | BEZA নিয়ন্ত্রিত "শ্রীহট্ট ইকোনমিক জোনের শিল্প গ্রাহকদেরকে ২০ MMCFD হারে গ্যাস সরবরাহ করা ; |
| ৩। প্রকল্প ব্যয় | ঃ | ৩৭৮২.০০ লক্ষ টাকা (কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়ন) |
| ৪। প্রকল্পের মেয়াদ | ঃ | মার্চ ২০১৬ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত , |
| প্রস্তাবিত মেয়াদ | ঃ | মার্চ ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত (প্রক্রিয়াধীন) ; |
| ৫। জনবল | ঃ | মোট ১১ জন (কর্মকর্তা-০৬ জন এবং কর্মচারী-০৫ জন), যা কোম্পানির বিদ্যমান জনবল হতে ; |
| ৬। প্রধান প্রধান অঙ্গ | ঃ | ১২" ব্যাসের ৩.৫ কিমিঃ ও ৮" ব্যাসের ০.২০ কিমিঃ উচ্চ চাপ পাইপলাইন নির্মাণ, ১টি সিএমএস, ১টি আরএমএস, ১টি অফটেক এবং সিপি স্টেশন নির্মাণ। |
| ৭। প্রকল্পের ফলাফল | ঃ | প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সিলেট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ক্ষুদ্র/মাঝারী শিল্প স্থাপিত হবে। ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে, বেকার সমস্যা লাঘব হবে, আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। বিচ্ছিন্নভাবে শিল্প স্থাপনের কারনে যে ভূমির অপব্যবহার হচ্ছে, তা রোধ হবে। গ্যাস বিক্রির মাধ্যমে কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি কোষাগারে অধিক পরিমাণে অর্থ জমাদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। |

## খ) প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

**বাস্তব অগ্রগতি ঃ**

ক) প্রকল্পের RMS ও CMS নির্মাণের জন্য যথাক্রমে BPDB ও BEZA কর্তৃক ভূমি হস্তান্তরে বিলম্ব ঘটায় পূর্ত নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়। এছাড়া, ইউরোপিয়ান দেশসমূহের মধ্যে ইতালীতে মধ্য মার্চ পর্যন্ত বরফাচ্ছন্ন হয়ে সমুদ্র বন্দর বন্ধ থাকায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জানুয়ারী ২০১৮ এর প্রথম সপ্তাহের পরিবর্তে গত ১৫-০৩-২০১৮ তারিখে পাইপলাইন ও ফিটিংসসমূহ জাহাজীকরণপূর্বক ২৪-০৪-২০১৮ তারিখে প্রকল্প সাইটে পৌঁছায় এবং ইতোমধ্যে ৩.০০ কি.মি. এর মধ্যে ২.০০ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন করে। ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত না থাকলে আগস্ট ২০১৮ এর মধ্যে অবশিষ্ট ১.০০ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন এবং সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে Pigging I Hydro Testing কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

খ) RMS (৩৫ মি.x ৩০ মি.) এর ভূমি উন্নয়নসহ এক তলা কন্ট্রোল বিল্ডিং এর ছাদ ঢালাইসহ ১৯ টি স্কীড ফাউন্ডেশন এর মধ্যে ৭টি (গড় আকার ১০' x ৬' x ৩')-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাউন্ডারী ওয়ালের প্রায় ৫০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ) CMS (৫৬ মি. x ৩৭ মি.) এর ভূমি উন্নয়নসহ কন্ট্রোল বিল্ডিং এর প্রথম ও ২য় তলার ছাদ ঢালাইসহ ২০ টি স্কীড ফাউন্ডেশন (গড় আকার ১০' x ৬' x ৩') লে-আউট নির্ধারণ করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) RMS ও CMS এর মেজর ইকুইপমেন্টস-এর ইন্সপেকশন গত ১৯-০৫-২০১৮ তারিখে এবং জাহাজীকরণ গত ১৩-০৬-২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়। আগস্ট ২০১৮ এর মধ্যে ইকুইপমেন্টস প্রকল্প সাইটে পৌঁছাবে এবং পৌঁছানোর ২/৩ মাসের মধ্যে তা স্থাপন করা সম্ভব হবে (কমিশনিং ব্যতীত)। উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৭০%।

**আর্থিক অগ্রগতি ঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৩৭৮২.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৮০১.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৪৮%।

# সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড ঃ

## বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

**(ক) "নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক ভোলায় নির্মিতব্য ১টি ২২০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ "**

নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক ভোলায় নির্মিতব্য ১টি ২২০মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহের জন্য Gas Sales Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে উক্ত প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আলোচ্য কাজের আরএমএস ও পাইপ লাইন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রাক্কলন এনবিবিএল বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলার মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

**(খ) "খুলনা গোয়ালপাড়াস্থ খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও খুলনার খালিশপুরস্থ রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ"**

খুলনা NWPGCL এর গোয়ালপাড়াস্থ খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও খুলনার খালিশপুরস্থ রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২৪" x ১১ কিঃমিঃ ও ২০" x ২.৫ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ স্বাপেক্ষে গ্যাস সরবরাহ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য পাওয়ার প্ল্যান্টদ্বয়ে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ানুযায়ী দরপত্র খোলা হলে ০১টি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্রের কারিগরি মূল্যায়ন শেষে এডিবি এর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে খুলনার খালিশপুরস্থ রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে NWPGCL কতৃক চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর ২০১৯ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

এছাড়া, খুলনার গোয়ালপাড়াস্থ খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে NWPGCL এর অর্থায়নে এবং এসজিসিএল এর তত্বাবধানে মিটারিং এন্ড রেগুলেটিং স্টেশন ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। তবে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য পৃথকভাবে পাইপলাইন নির্মাণ কাজে NWPGCL অনাগ্রহতার কারণে এবং পরবর্তিতে NWPGCL খালিসপুরস্থ খুলনা ২২৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রুপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্টের জন্য ২৪ x Ø লাইন পাইপ হতে ২০ x Ø শাখা লাইন স্থাপন করে আলোচ্য পাওয়ার প্ল্যান্টদ্বয়ে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান কাজ সম্পন্ন করা হয়। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ানুযায়ী দরপত্র খোলা হলে ০১টি দরপত্র পাওয়া যায়।

দরপত্রের কারিগরি মূল্যায়ন শেষে এডিবি এর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক আর্থিক মূল্যায়নে দরপত্র দাতার Negociation পূর্বক উদ্বৃত দর হ্রাসকরণের প্রস্তাব করা হয়। Negotciation এর বিষয়ে গত ০১/০৭/১৮ তারিখে এডিবি এর অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে দরদাতার সহিত Negociation কাজ চলমান রয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে কাজটি সম্পন্নের জন্য NWPGCL কতৃক চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**(গ) শিল্পে গ্যাস সংযোগ প্রদান :**

- এসজিসিএল এর আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় ভোলায় সেলটেক সিরামিক, দৌলতখান অটোমেটিক ব্রিকস নামক শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেশ কিছু শিল্প সংযোগ প্রদান কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। শেলটেক সিরামিক্স লিঃ-নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণীতে ৬ এমএমসিএফডিহারে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত 8"x2500mx50 পিএসআইজি বিতরণ পাইপলাইন এবং আরএমএস-নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই এ প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।
- মেসার্স এডভান্স টেক লিঃ এবং মেসার্স দৌলতখান অটোব্রিক্স ভিলেজলি নামক দুটি অটোমেটিক ইট প্রস্তুককারী প্রতিষ্ঠানে শিল্প শ্রেণিতে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত মুঞ্জুরি পত্র ইস্যুসহ পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- কুষ্টিয়া শিল্প নগরীস্থ এমআরএস ইন্ডাষ্ট্রিজলিঃ-এ শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণিতে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের নেতৃত্বে গ্যাস সংযোগ প্রদান ও লোড বৃদ্ধির বিষয়ে গঠিত বিশেষ কমিটির অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে পেট্রোবাংলা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঘ) "শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র হতে ভোলা ডিআরএস পর্যন্ত ১৬" ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন ৩৩ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর "শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র হতে ভোলা ডিআরএস পর্যন্ত ১৬" ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন ৩৩ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভূক্তির জন্য নির্ধারিত ছকে প্রকল্প প্রস্তাব পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের ডিপিপি যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশেনের পর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

(ঙ) ভোলা বোরহানউদ্দিনস্থ ভাল্ব স্টেশনে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ;

ভোলা বোরহানউদ্দিনস্থ ভাল্ব স্টেশনে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

## রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

**এলএনজি কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

আরপিজিসিএল-এর আওতায় এলএনজি সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় কোম্পানির কর্মপরিধি বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে গত ০৮-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ৩৩৪তম সভায় বিদ্যমান মূল সাংগঠনিক কাঠামো-২০১৪ (পরিমার্জিত)-তে 'এলএনজি বিভাগ' অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অনুমোদিত হয়। কোম্পানিতে 'এলএনজি বিভাগ' যথাযথ পরিবীক্ষণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে দেশে যথাসময়ে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণসহ গৃহীত অন্যান্য এলএনজি সংক্রান্ত কার্যাবলি ও পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখছে। অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত গৃহীত সকল প্রকল্পসমূহ সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (২০৩০) এবং রূপকল্প - ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এ কোম্পানির পরিচালনায় সরকার/মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প হিসেবে M/s Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এর মাধ্যমে BOOT ভিত্তিতে বাস্তাবায়নাধীন দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফ গ্যাস সরবরাহের জন্য কক্সবাজারের মহেশখালীতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান আছে যা, জুলাই ১৮ মাসে চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

এছাড়াও, দেশে দু'টি ল্যান্ড বেইজ্ড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'Techno-economic feasibility study and engineering services'- সম্পন্নকরণের জন্য মেসার্স টোকিও গ্যাস ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনস্ কর্পোঃ ইঞ্জিঃ কোঃ, জাপান এবং মেসার্স নিপ্পন কোই কোঃ লিঃ, জাপান প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সাথে একবৎসর মেয়াদী উক্ত স্টাডি প্রকল্পের বিপরীতে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং জুন, ২০১৮ হতে নির্ধারিত স্টাডি কাজ চলমান আছে।

## গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | পাইপলাইনের ব্যাস x দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি x কি.মি.) | প্রকল্প শুরুর তারিখ | প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড়-নলকা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন। | ৩০" x ৬৭ | জুলাই ২০১৪ | জুন ২০১৯ | |
| ২। | আনোয়ারা হতে ফৌজদারহাট পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন। | ৪২" x ৩০ | এপ্রিল ২০১৬ | মার্চ ২০১৯ | |
| ৩। | মহেশখালী হতে আনোয়ারা পর্যন্ত সমান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন। | ৪২" x ৭৯ | জুলাই ২০১৬ | ডিসেম্বর ২০১৮ | |
| ৪। | রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিসটিং সুপারভাইজরী কন্ট্রোল এন্ড ডাটা এক্যুইজিশন (স্কাডা) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রীড আন্ডার জিটিসিএল (কম্পোনেন্ট বি অব ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ারপ্ল্যান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট)। | - | জুন ২০১৩ | ডিসেম্বর ২০১৮ | |
| ৫। | চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন। | ৩৬" x ১৮১ | জুলাই ২০১৬ | জুন ২০১৯ | |

## বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

- কোম্পানির আবাসিক এলাকার পুরাতন টিন শেড মসজিদ ও তৎসংলগ্ন খালি স্থানে একটি পাকা দ্বি-তল মসজিদ ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- Feasibility Study for extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the basin without interruption of the present production (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্পটি বিসিএমসিএল-এর প্লানিংএন্ড এক্সপোরেশন বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটি বিসিএমসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- Feasibility Study for the Development of an Open Pit Mine in the Northern Part of the Barapukuria Basin শীর্ষক প্রকল্পটির পিএফএস প্রণয়নের কাজ বিসিএমসিএল-এর প্লানিং এন্ড এক্সপোরেশন বিভাগের মাধ্যমে করা হচ্ছে।

## মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

মধ্যপাড়া খনি এলাকা সম্প্রসারন করে গ্রানাইট শিলা স্লাব আকারে উত্তোলন এবং গ্রানাইট শিলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহন করা হয়। গত ২১/১২/২০১৭ তারিখে পিএফএস অনুমোদিত হয়। প্রকল্প ব্যয় নির্ধারন করা হয় ৪৭৬৯.২০ (২৮৪৮.৩০) লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল নভেম্বর ২০১৭ হতে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ১৮ মাস নির্ধারন করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ০৯ বর্গ কিলোমিটার টপোগ্রাফি সার্ভে, ৬.২৫ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সিসমিক সার্ভে , ০১টি কোর হাউজ নির্মাণ, ১০টি বোর হোল খনন, ইআইএ কার্যক্রম, ফাইনানসিয়াল/কষ্ট ইকোনমিকস এনালাইসিস এবং ডিজাইন প্রজেক্ট রিপোর্ট (গ্রানাইট শিলা স্লাব আকারে উত্তোলন এবং বাৎসরিক ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রানাইট শিলার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি খনির বেসিক ডিজাইন)।

প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩.৬৫%। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ১৭৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৭৬.০০ লক্ষ টাকা (৯৭.৭৫%) ব্যয় হয়েছে। শুরু থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২%।

## মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

### পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের মানব সম্পদ উন্নয়নের সম্মিলিত সংখ্যা ঃ

**ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ**

| স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা | | বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা | | সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| কর্মসূচির সংখ্যা | কর্মকর্তা/কর্মচারী | কর্মসূচির সংখ্যা | কর্মকর্তা/কর্মচারী | |
| ২৭টি | ৪২৮ জন | ৬১টি | ৬০৭ | ১০৩৫ জন |

**খ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ ঃ**

| স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | | বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | | সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| কর্মসূচির সংখ্যা | কর্মকর্তা/কর্মচারী | কর্মসূচির সংখ্যা | কর্মকর্তা/কর্মচারী | |
| ১৬টি | ১০৯ জন | ১০টি | ৩১ | ১৪০ জন |

# পরিবেশ সংরক্ষণ

## পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

**বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঃ**

**পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ**

- পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের প্রতিটি উন্নয়ন এবং অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর প্রাক্কালে তার IEE ও EIA সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনশোর ও অফশোরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ করার সময় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় কূপ খনন চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ এবং অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
- পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন ডিআরএস, টিবিএস, আরএমএস ও সিএমএসগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের জন্য পানি-বালি ভর্তি বালতি এবং ফায়ার এক্সটিংগুইসার রাখা হয়। সঞ্চালন পাইপ এবং ভাল্ব গুলো নির্দিষ্ট কালার কোড অনুযায়ী রং করা হয়। স্থাপনাগুলোতে দূর্ঘটনা প্রতিরোধে Emergency Shutdown (ESD) Valve, Relief Valve, Slum Shut Valve আছে। স্থাপনাতে Cathodic Protection (CP) ব্যবস্থা, Pressure Gauge, Explosion Probe Light, বজ্রপাত নিরোধে Thunder Arrester ও গ্যাস ডিটেক্টর থাকে এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইনে লিকেজ সনাক্তকরণে অডোরেন্ট চার্জ করা হয়। স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে।
- কোম্পানিসমূহের স্থাপনাগুলিতে শব্দ-দূষণ মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়। প্রসেস প্ল্যান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন ও ট্যাংক এলাকা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এছাড়া, সবুজের সমারোহ এবং সৌন্দর্য বর্ধনে ঘাসের পরিচর্যা ও আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। প্রতিটি স্থাপনায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রয়েছে। গ্যাস ফিল্ডের কূপ হতে উৎপাদিত পানি পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়।
- বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও এয়ার কম্প্রেসরের ব্যবহৃত মবিল, মবিল ফিল্টার ও লুব অয়েল নির্দিষ্ট ড্রামে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়।
- কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে কনডেনসেট সংগ্রহের সময় Spillage প্রতিরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়। কনডেনসেট লোডিং এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় তরল পেট্রোলিয়াম যাতে কোন অগ্নিকান্ডের মত দুর্ঘটনা না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।
- কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বর্জ্য পদার্থ এবং Solid Waste সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য সেইফটি কোড অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
- ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি, ডকুমেন্টস, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদি সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডি-হিউমিফায়ারের সাহায্যে সংরক্ষণাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষাগার বিভাগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশিষ্ট ম্যানুয়েলে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনকালে উক্ত প্যানেলের পরিবেশ কার্যোপযোগী করে রাখার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, আর্দ্রতা ও বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা হয়। বাতাসে কয়লা ডাস্ট প্রতিকারের জন্য কনভেয়ার বেল্ট এর মাধ্যমে কয়লা পরিবহনের পাশাপাশি পানি স্প্রে করা হয়। Coal Storage এ Ignition প্রতিরোধক হিসেবে কোল ইয়ার্ডে ওয়াটার স্প্রে সিস্টেম চালু থাকে। কয়লার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর মাধ্যমে ডাস্ট আলাদা করা হয়। খনির অভ্যন্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রেসার মনিটর, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইমিশন ডিটেক্টর ও স্ট্রেস মনিটরের জন্য সেন্সর বসানো থাকে। প্রতিদিন এ সকল ডিভাইস হতে ডাটা নিয়ে মনিটর করা হয়। খনিতে কার্বন মনো-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে পানি ইনজেক্ট এর মাধ্যমে তা নিরসন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও 400 nm3/h ফ্লো রেটে নাইট্রোজেন সিমেন্ট ও ফোম ইনজেক্ট করার ব্যবস্থা থাকে। সময়ে সময়ে খনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। খনিতে কর্মরত খনি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট ড্রেস কোড এবং পর্যাপ্ত চচঊ পরিধান নিশ্চিত করা হয়। খনিতে ধ্বস ঠেকানোর জন্য পর্যাপ্ত Hydraulic Powered Roof Support (HPRS) ব্যবহার করা হয় ।

- মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড'র নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ গ্রানাইট আহরণ এবং ভান্ডার পর্যন্ত পরিবহনকালে Dust নিয়ন্ত্রন করার জন্য Dust Collector এবং পানি স্প্রে করা হয় ফলে Dust পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ফাইন ডাস্ট পার্টিকেলসমূহ Precipitation pool এর Sedimentation pond-এ জমা হয়। বিষ্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ অনুসরণ করে Explosive, Detonator, Power Gel সহ অন্যান্য বিষ্ফোরক দ্রব্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও হ্যান্ডেল করা এবং Lightning Arrestor ও অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ কর্তৃক সারফেস ওয়াটার এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারের বিভিন্ন ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল প্যারামিটার ল্যাব-এ পরীক্ষা করা হয়। পানিতে ক্ষতিকর কোন Pollutant পাওয়া গেলে তার উৎস খুঁজে বের করে তা নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিয়মিত বিরতিতে পানি পরীক্ষা করে ডিসচার্জ করা হয়। খনিতে কর্মরত সবাই Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে। ভূ-গর্ভে অবস্থিত মেডিকেল সেন্টারে খনির কাজ চলাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক একজন মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট অবস্থান করে। মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ঔষধ সংগৃহিত থাকে। ভূ-গর্ভস্থ এলাকায় নির্দেশনাবলী বিষয়ক ও অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাইনবোর্ড যথাযথ স্থানে প্রদর্শন করা হয়।
- এছাড়া, পেট্রোবাংলা তার কোম্পানিসমূহের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং খনিজাত পদার্থের পরিবেশ বান্ধব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সময়ে সময়ে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

## বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

### পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

বাপেক্স কোন প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে পরামর্শক নিয়োরে মাধ্যমে EIA (Environnemental Impact Assessment) সম্পন্ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অস্থায়ী স্থাপনাগুলোতে ফলজ ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে থাকে।

## স্বাস্থ্য কার্যক্রম, নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক (এইচএসই) কার্যক্রম বাপেক্স এর সকল কর্যক্রমের সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করেছে। নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও নীতি মেনে চলায় আলোচ্য বছরে উল্লেখযোগ্য কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি। বাপেক্স এর প্রতিটি খনন ও ওয়ার্কওভার প্রকল্প এবং টু-ডি ও থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে প্রতিদিন সকালে সেফিট মিটিং করা হয়। প্রত্যেকটি ক্যাম্পে একজন করে মেডিক দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর ঔষধসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সেফিট বুট, সেফিট ভেস্ট, হেলমেট, হাত মোজা, জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট, অগ্নিনির্বাপক, প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স সরবরাহ করা হয়। বাপেক্সের থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানের এইচএসই ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অস্থায়ী জনবলের এইচএসই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হয়। থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে কর্মরত একজন এইচএসই কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এইচএসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকল্পনা (মেডিভেক পান), গাড়ীর যাত্রা ব্যবস্থাপনা (স্পিড লিমিট মেনে চলা, সিট বেল্ট বাঁধা, ড্রাইভিং এর সময় ধুমপান ও মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকা) এবং অস্থায়ী জনবলের সেফিট বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। এইচএসই ব্যবস্থাপনায় একজন ডাক্তার ও একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষনিক নিয়োজিত থাকে।

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

### পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

কোম্পানির উন্নয়ন ও অপারেশনাল কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক বিধি বিধান গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হয়। পরিবেশ আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী কোম্পানির উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে IEE, EIA, EMP সম্পাদনপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ ও নিয়মিত নবায়ন এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তসমূহ অনুসরণ করা হয়। প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত বিষ্ফোরক ও radioactive materials এর লাইসেন্স গ্রহণ এবং এদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্ট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে পরিবেশ দূষণ রোধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। গ্যাসের সাথে উৎপাদিত পানি ETP এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কোম্পানির নিজস্ব জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়। অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য কোম্পানিতে কয়েকটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফায়ার টেন্ডার রয়েছে। প্রসেস প্ল্যান্ট এলাকাসহ সংবেদনশীল এলাকাসমূহে ফায়ার হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা স্থাপন করা আছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কোম্পানির আওতাধীন ফিল্ড/স্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের গাছের চারা রোপণ এবং এদের পরিচর্যা অব্যাহত আছে।

## সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

**পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ**

পরিবেশ সংরক্ষনের লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনাসমূহে বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্টের Environment Management Plan (EMP) Study পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্টসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে পরিশোধন করে নিয়মিতভাবে নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেস প্ল্যান্ট/অফিস/আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিস্কার রাখা, সকল আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিস্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারন, জেনারেটর/কম্প্রেসর/গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

## তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

**পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ**

বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস-এর নিঃসরণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড/কার্বনমনোঅক্সাইড এর তুলনায় ওজন স্তরকে ২২গুন ক্ষতি করে ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমান ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস গ্যাসের কর্মকান্ড যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথ ভাবে অনুসৃত হচ্ছে। বিদ্যমান বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতির ন্যূনতম ক্ষতিও যেন এড়ানো সম্ভব হয় তা বিবেচনা করে গ্যাস পাইপলাইনের রুট নির্ধারণ করা হচ্ছে। কোম্পানির নিজস্ব স্থাপনাসমূহের খোলা জায়গায় সৌন্দর্য বর্ধনে গাছের চারা রোপন এবং রোপিত চারা গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে স্পিলেজ প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জ কালীন সময়ে বাতাসে এর নিঃসরণ যেন না হয় তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে।

## বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

**পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ**

কোম্পানির সকল কার্যক্রমে পরিবেশ বান্ধব নীতি অনুসরণক্রমে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্ত বিজিডিসিএল-এর বিভিন্ন স্থাপনায় প্রতিবছর ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়। রোপনকৃত গাছসমূহ নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সসহ কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের সংখ্যা ৩৭৭৫টি এর মধ্যে ফলজ ৯৯৬টি, বনজ ২৫৩৫ ও ঔষধি ২৪৪টি।

## কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

**পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ**

পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আবাসিক গ্রাহক ব্যতিত অন্যান্য সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয়া হয়। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির স্থাপনাসমূহে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম চলমান এবং নিয়মিতভাবে পরিচর্যা করা হয়। কোম্পানির কর্মকান্ডে পরিবেশের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তা মনিটরিংয়ের জন্য 'এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি' নামে একটি শাখা রয়েছে। কোম্পানির আওতাধীন গ্যাস স্থাপনাসমূহ, গ্রাহকদের সিএমএস ও রাইজার পরিদর্শনপূর্বক মাসিক 'এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি' বিষয়ক তথ্যাবলি প্রতিবেদন আকারে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও যেকোন দূর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্যাস বিতরণ লাইন ও স্থাপনাসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়। গ্যাস স্থাপনাসমূহে কর্মরতদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

## জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

### পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

সরকারি নীতিমালার আওতায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরেও বিভিন্ন কার্যক্রম/ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। গ্যাস সংযোগ প্রদান, সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ কোম্পানির সকল কর্মকান্ডে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশ বান্ধব/সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। পরিবেশের যাতে ক্ষতি সাধিত না হয় সে লক্ষ্যে আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট থেকে পরিবেশ অধিদপ্তরের দেয়া "পরিবেশ ছাড়পত্র" গ্রহণ করে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়। এ ছাড়াও গ্যাস লাইন স্থাপনের সময় বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত) ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়। গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধ কল্পে কোম্পানির বিভিন্ন আঙ্গিনায় বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষ নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়।

## পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস একটি পরিবেশ বান্ধব জ্বালানী। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ামক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের নিরাপত্তা এবং কোম্পানির গ্যাস পাইপ লাইন ও স্টেশন ডিজাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ লক্ষ্যে বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে পিজিসিএল-এর পক্ষ হতে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ঃ

(ক) কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় জাতীয় অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণরোধে পিজিসিএল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং রোপিত বৃক্ষসমূহের নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপরোক্ত নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের বৃক্ষশোভিত সবুজ বেষ্টণী আরো নিবিড় করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি মাসে কোম্পানির Environment & Safety সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন করে রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(খ) পিজিসিএল-এর গ্যাস বিতরণ এলাকায় আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ১০ বার পাইপ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনুমোদন নেয়া হয়। গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিজিসিএল কর্তৃক নিরাপত্তা ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাইপ লাইন, সিএমএস, ডিআরএস ও টিবিএস ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। সিএমএস, টিবিএস ও ডিআরএস সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কোন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোম্পানির নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত পাইপ লাইনসমূহের ক্ষয়রোধের জন্য সিপি সিস্টেম স্থাপন করা আছে। মাস ভিত্তিতে এসব সিপি সিস্টেমের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা হয়। এ ছাড়া, জরুরী ভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য Emergency Cell-এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনস্বার্থে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের সাথে সাথে রি-ফিলিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো বিপদকালে চালানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত মহড়া দেওয়া হয়।

## সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

**পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ**

এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির অপারেশনাল ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত আছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপদ কাজের নীতি মেনে চলায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে কোম্পানিতে পরিবেশগত ও অপারেশনাল কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয় এবং ছাড়পত্রের শর্তাবলী মেনে চলা হয়। পাইপে গ্যাস লিকেজ থেকে সৃষ্ট দূর্ঘটনা রোধে অত্র কোম্পানির ভোলায় DRS এ একটি অডোরাইজার ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য Emergency Cell-এর কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি কর্তৃক কোম্পানির অধিভূক্ত ভোলাস্থ কার্যালয়, DRS ও RMS প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিদর্শনকালে কোন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যে সকল স্থাপনায় গ্যাস দূর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে সে সকল স্থাপনায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র মজুদ রাখা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে এসজিসিএল এর নিজেস্ব সকল স্থাপনায় সবুজ বনায়ন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা রোপণ এবং তাদের পরিচর্যা অব্যাহত আছে।

## রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

**পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ**

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষিতে এর ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। বায়ুদূষণরোধে প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুবিধ ব্যবহার তথা যানবাহনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং গৃহস্থালী কাজে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি এলপিজি উৎপাদন ও স্বল্পমূল্যে বিপণন করে আরপিজিসিএল প্রশংসনীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তাবায়ন করেও আশির দশক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণে আরপিজিসিএল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে যানবাহনে পরিবেশ বান্ধব সিএনজি'র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে দেশে বায়ুদূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিষয়ক গণসচেতনতা কর্মসূচিতে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ বছর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয়েছে।

## গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

**পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ**

জিটিসিএল কর্তৃক সমগ্র দেশে জাতীয় গ্যাস গ্রীডের মাধ্যমে বিতরণ কোম্পানির নিকট গ্যাস সঞ্চালন করা হয়। সমগ্র দেশে গ্যাস সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপলাইন মাটির নিচে বিদ্যমান থাকায় কোন প্রকার কৃষি জমি কিংবা বসত ভিটার ক্ষতি সাধন হয় না এবং একই সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন হয় না। পাইপলাইনসহ অন্যান্য অবকাঠামো যথাঃ সিজিএস, সিটিএমএস, টিবিএস, বাল্ব স্টেশন এবং অন্যান্য সিভিল অবকাঠামোসমূহ স্থাপন কিংবা নির্মাণের সময় যথাযথভাবে নিয়ম প্রতিপালন ও উত্তম পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার কারণে নির্মাণকালীন সময়ের সাময়িক পরিবেশগত প্রভাব সমূহ যথাযথভাবে প্রশমন করা হয়। অত্র কোম্পানি এভাবেই সুন্দর ও টেকসই পরিবেশগত উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সরকারী নীতিমালার আওতায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে অন্যান্য বছরের ন্যায় চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরেও কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

## বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

**পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ**

(ক) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসাবে অধিগ্রহণকৃত এবং লিজকৃত ১১৩ একর জমিতে ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রজাতির ৪০,০০০ গাছের চারা রোপন করা হয়। দেশব্যপী সরকারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিসিএমসিএল-এর শিল্প ও আবাসিক এলাকার খালি স্থানে ফলজ এবং বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে খনি হতে নিষ্কাষিত পানি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পান্টের মাধ্যমে পরিমিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খনি হতে নিষ্কাষিত পানিতে ক্ষতিকারক পদার্থের সহনীয় মাত্রার বিষয়টি

নিশ্চিত করার জন্য প্রতিমাসে পানির রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিয়া টেষ্ট করা হয়। ভূ-গর্ভ খনি হতে প্রায় ২২০০ঘনমিটার/ঘন্টা হারে উত্তোলিত পানি ৮ কি.মি. দীর্ঘ খালের মাধ্যমে ফুলবাড়ী ও নবাবগঞ্জ থানায় প্রবাহিত হচ্ছে। শুষ্ক মৌসূমে উক্ত পানি খালের পার্শ্ববর্তী প্রায় ৩০ হাজার একর জমিতে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়। খনি এলাকায় গাছ-পালা ও পরিবেশগত অনুকূল অবস্থা বিরাজ করায় মৌসূমী পাখিরা তাদের আবাসস্থল তৈরী করে বংশ বিস্তার করছে। খনির অবনমিত এলাকায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, পার্বতীপুর ০২টি মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরি করেছে। কোম্পানির পক্ষ হতে প্রতিবছর উক্ত জলাধারে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

(খ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিসিএমসিএল-এর অনুকূলে প্রদত্ত নবায়নকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তানুযায়ী বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসাবে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ বছরে ০৪ (চার) বার খনির ভূগর্ভস্থ পানির নমুনা (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধন পরবর্তী) এবং সারফেসে বায়ুর গুণগতমান (SPM) পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব পরীক্ষাগার, বগুড়া কর্তৃক নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষার ফলাফল হতে প্রতীয়মান হয় যে, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভ স্থপনা এবং সারফেসে বায়ুর গুণগতমান-এর মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার মানমাত্রার মধ্যেই রয়েছে।

## মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

খনি এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির পক্ষ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্রাশিং ও সর্টিং প্ল্যান্টে এবং স্কীপ আনলোডিং হাউজে সৃষ্ট শিলাধুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডাস্ট কালেক্টর স্থাপন করা আছে। ভূ-উপরিভাগে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা হতে উদ্ভুত শব্দ অনুমোদিত মাত্রা ৭৫ ডেবিবল-এর মধ্যে রয়েছে। ফলে অত্র খনি কাজে সংশ্লিষ্ট জনবল ও পরিবেশের উপর উদ্ভুত শব্দের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রোপনকৃত গাছ নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

## ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

### পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

**পেট্রোবাংলা কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যত ১০ বছরের কর্মপরিকল্পনা**

| ক্র.নং | কর্মকান্ড | বাস্তবায়ন অগ্রগতি/সাফল্য | বাস্তবায়ন কাল | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | মডেল পিএসসি-০১২ এর আধুনিকায় ও যুগোপযোগী করে মডেল পিএসসি-০১৭ প্রণয়ন। | প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে অর্জিত নতুন সমুদ্রসীমার ভিত্তিতে নুতনভাবে ব্লক ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের অফশোর এবং অনশোর এলাকায় নতুন বিডিং রাউন্ড আহবানের লক্ষ্যে বিদ্যমান Revised Model PSC ২০১২ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক আধুনিকায়ন করে একটি খসড়া অফশোর এবং একটি খসড়া অনশোর মডেল পিএসসি ২০১৭ প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত দু'টি মডেল পিএসসি'র উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত মতামত অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক চূড়ান্ত খসড়া অফশোর এবং অনশোর মডেল পিএসসি-২০১৭ অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া অনশোর এলাকায় ভবিষ্যতে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাপেক্স এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্লক এরিয়াসমূহ ring-fenced করে নতুন অনশোর ব্লক ম্যাপ প্রণয়ন করার পর তা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিভাগের পাওয়ার সেলের মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development (RE-RED-II) প্রকল্পের আওতায় অফশোর ও অনশোর মডেল পিএসসি-২০১৭ এর আরও আধুনিকায়ন এবং যুগপোযোগী করার জন্য নিয়োজিত নিউজিল্যান্ড এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Resource Development Ltd. (RDL) কর্তৃক গত ১৫.০৫.২০১৮ তারিখ Final Report পেট্রোবাংলায় দাখিল করা হয়েছে। উক্ত Final Report-এর সুপারিশসমূহ এবং পেট্রোবাংলা প্রান্তে পরিমার্জিত মডেল পিএসসি'র তুলনামূলক সারনী প্রস্তুত করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। | ২০১৮ সাল (১ বছর) | পেট্রোবাংলা | |

| ক্র.নং | কর্মকান্ড | বাস্তবায়ন অগ্রগতি/সাফল্য | বাস্তবায়ন কাল | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ২। | সমুদ্রাঞ্চলে Non-Exclusive Multi-client 2D Seismic Survey. | সমুদ্রাঞ্চলে স্বাক্ষরিত পিএসসি ব্লকসমূহ এবং গভীর সমুদ্র ব্লক ডিএস-১০ এবং ডিএস-১১ ব্যতীত সমুদ্রাঞ্চলের অবশিষ্ট অংশে Non-Exclusive Multi-client 2D Seismic Survey এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বান এবং প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ যথাযথভাবে মূল্যায়নের পর সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর মাধ্যমে ১৪/০৭/২০১৬ তারিখ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রীসভা কমিটির ০৩/০৮/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে দরপত্র মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে আহবায়ক করে ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রথম সভা গত ০১/০৯/২০১৬ তারিখ এবং দ্বিতীয় সভা গত ০৪/১২/২০১৬ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রীসভা কমিটির অনুমোদন পাওয়া গেলে Qualified Bidder-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে (আগামী চুক্তি স্বাক্ষরের পর হতে) ২ বছরের মধ্যে সমুদ্রাঞ্চলের সাইসমিক ডাটা সংগ্রহ ও প্রসেসিংয়ের পর আহরিত সাইসমিক ডাটা বিডিং রাউন্ডে ব্যবহার/বিক্রয়ের উপযোগী হবে। উল্লেখ্য যে, Qualified Bidder-এর মাধ্যমে সমুদ্রাঞ্চলের সাইসমিক ডাটা সংগ্রহ ও প্রসেসিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা গেলে ৭নং পরিকল্পনা তথা সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জরিপ জাহাজ ভাড়া করার প্রয়োজন হবে না। ফলে এখানে সরকারের অর্থ ব্যয়ও প্রয়োজন হবে না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ০৮-১০-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত "Multi-client 2D Seismic Survey-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা দেশের স্বার্থে অতীব জরুরী। তাই Responsive Bidder-কে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সামনের মৌসুমে Survey আরম্ভ করার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। সে অনুযায়ী Multi-client Survey বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন ১০-০৬-২০১৮ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। | ২০১৮ হতে ২০২০ সাল (৩ বছর) | পেট্রোবাংলা | |
| ৩। | দেশের সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান-উত্তোলন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন বিডিং রাউন্ডের আয়োজন | দেশের সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মডেল পিএসসি ২০১৮ অনুসরণে আগামীতে অতিশীঘ্রই বিডিং রাউন্ড আয়োজান করা হবে। সে সাথে মাল্টিক্লায়েন্ট সাইসমিক সার্ভে এর মাধ্যমে সমুদ্রাঞ্চলে সাইসমিক ডাটা আহরণ ও প্রসেসিং সম্পন্ন করা গেলে আগামী ২ বছরের মধ্যে সমুদ্রাঞ্চলে আহরিত সাইসমিক ডাটা বিডিং রাউন্ডে ব্যবহার/বিক্রয়ের উপযোগী হবে। ফলে একটি সফল বিডিং রাউন্ডের আয়োজন সম্ভব হবে। বিডিং রাউন্ডের আয়োজনের পর কৃতকার্য আইওসি'র সঙ্গে উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি) সম্পাদন শেষে পিএসসি'র আওতায় সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে চলমান থাকবে। | ২০১৯ হতে ২০২৭ সাল (৯ বছর) | পেট্রোবাংলা | |

| ক্র.নং | কর্মকান্ড | বাস্তবায়ন অগ্রগতি/সাফল্য | বাস্তবায়ন কাল | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪। | পিএসসি ব্লক এসএস-০৪ এবং এসএস ০৯ এ সাইমিক জরিপ ও অনুসন্ধান কূপ খনন। | পিএসসি বিডিং রাউন্ড ২০১২ এর আওতায় ওএনজিসি বিদেশ লি. ও ওআইল ইন্ডিয়া লি. এর সাথে গত ১৭-০২-২০১৪ তারিখে অফশোর ব্লক এসএস-০৪ এবং এসএস ০৯-এ তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পেট্রোবাংলার মধ্যে উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় ওএনজিসি ভিদেশ লি. ব্লকদ্বয় এসএস-০৪ এবং এসএস-০৯ এ প্রথম ধাপে ৩,০০৮ লাইন কি.মি. ২-ডি এবং দ্বিতীয় ধাপে ২,০৫৬ লাইন কিলোমিটার 2D OBC সাইসমিক সার্ভের কাজ সম্পন্ন করেছে। স্বাক্ষরিত পিএসসি মোতাবেক ২০১৯ সালের প্রথম কোয়ার্টারের মধ্যে ব্লক এসএস-০৪-এ ১টি এবং এসএস-০৯-এ ২টি সহ মোট ৩টি অনুসন্ধান কূপ খননের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে অনুযায়ী ওএনজিসি ভিদেশ লি. কর্তৃক ব্লক এসএস-০৪-এ ১টি অনুসন্ধান কূপ (কাঞ্চন-১) খননের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী অক্টোবর ২০১৮ নাগাদ কাঞ্চন-১ কূপ খনন কাজ আরম্ভ হতে পারে। এছাড়া পিএসসি ব্লক এসএস-০৯-এ আহরিত সাইসমিক ডাটা Interpretation-এর মাধ্যমে একটি প্রসপেক্ট (Mairi-1X) চিহ্নিত হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অনুসন্ধান কূপ খননের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | ২০১৮ সাল হতে মার্চ, ২০১৯ (১ বছর ৩ মাস) | পেট্রোবাংলা (ওএনজিসি ভিদেশ লি. + ওআইল ইন্ডিয়া লি. যৌথভাবে) | ওএনজিসি ভিদেশ লি. এ ব্লকের অপারেটর |
| ৫। | ব্লক এসএস-১১-এ সাইসমিক জরিপ এবং অনুসন্ধান কূপ খনন। | পিএসসি বিডিং রাউন্ড ২০১২ এর আওতায় সান্টোস সাঙ্গু ফিল্ড লি. ও ক্রীস এনার্জী-এর সাথে গত ১২-০৩-২০১৪ তারিখে অফশোর ব্লক এসএস-১১-এ তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পেট্রোবাংলার মধ্যে উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় সান্টোস অগভীর সমুদ্র ব্লক এসএস-১১ এ দ্বি-মাত্রিক সাইসমিক জরিপের ইন্টারপ্রিটেশনের কাজ শেষ করেছে। প্রাপ্ত ফলাফলে ৮/১০ টি প্রসপেক্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্প্রতি এ ব্লকে ৩০৫ বর্গ কি. মি. 3D সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত 3D সাইসমিক জরীপে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত প্রসিসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। | ২০১৮ সাল হতে মার্চ, ২০১৯ (১ বছর ৩ মাস) | পেট্রোবাংলা (সান্টোস সাঙ্গু ফিল্ড লিঃ+ ক্রীস এনার্জী) | সান্টোস সাঙ্গু ফিল্ড লি. এ ব্লকের অপারেটর। |
| ৬। | "বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০" এর আওতায় গভীর সমুদ্র ব্লক ডিএস-১২ হতে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন। | "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০" এর আওতায় গভীর সমুদ্র ব্লক ডিএস-১২-এ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সাথে ১৪/০৩/২০১৭ তারিখ উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত ব্লকে ইতোমধ্যে ৩,৫৮০ লাইন-কিলোমিটার 2D সাইসমিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। 2D সাইসমিক সার্ভে এর ডাটা Interpretation এ তারা ৫টি Lead সনাক্ত করেছে, যার ব্যপ্তি পুরো এলাকা জুড়ে। সে জন্য ৫টি Lead এর মধ্যে পেট্রোলিয়াম সিস্টেম অনুযায়ী Ranking করে 3D সাইসমিক্ জরীপ এর মাধ্যমে সুবিধাজনক কূপ খননের অবস্থান চিহ্নিত করবে। এ লক্ষ্যে সুবিধাজনক আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে আগামী নভেম্বর ২০১৮-তে এ ব্লকে 3D সাইসমিক জরিপের কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়টি পরিকল্পনায় রেখে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। | ২০১৮ সাল হতে মার্চ, ২০২২ (৪ বছর ৩ মাস) | পেট্রোবাংলা (POSCO Daewoo Corporation) | POSCO Daewoo Corporation এ ব্লকের অপারেটর |

| ক্র.নং | কর্মকান্ড | বাস্তবায়ন অগ্রগতি/সাফল্য | বাস্তবায়ন কাল | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭। | নতুন সমুদ্রসীমায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জরিপ জাহাজ ভাড়া | "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০" এর আওতায় মাল্টিরোল অফশোর সার্ভে এন্ড রিসার্চ ভেসেল ক্রয় না করে প্রয়োজনে জরিপ জাহাজ ভাড়া করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুশাসন প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অফশোর জরিপ জাহাজ ভাড়া করার বিষয়ে গত ১৭-১২-২০১৭ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পিপিআর অনুসরণপূর্বক জরীপ জাহাজ ভাড়া করে সার্ভে করার কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ০১.০২.২০১৮ তারিখ পেট্রোবাংলায় অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিপিআর অনুসরন করে জরিপ জাহাজ ভাড়া করার লক্ষ্যে ইএমআরডি ও বুয়েট প্রতিনিধির সমন্বয়ে পেট্রোবাংলা প্রান্তে একটি কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কমিটি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নিয়মাবলী (পিপিআর) অনুসরণ করে জরীপ জাহাজ ভাড়াকরণের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবে। এ লক্ষ্যে গত ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে EOI আহবান করা হয়। উক্ত EOI আহবানের প্রেক্ষিতে বিড দাখিলের সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩টি বিড পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রাপ্ত বিডসমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং উক্ত মূল্যায়নে উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বরাবর পরবর্তীতে জঋচ প্রেরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে RFP প্রণয়নের কাজও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, Non-Exclusive Multi-client 2D Seismic Survey এর বিষয়ে মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন পাওয়া গেলে সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জরিপ জাহাজ ভাড়া করার প্রয়োজন হবে না। | ২০১৮ সাল হতে ২০২০ (৩ বছর) | পেট্রোবাংলা | |
| ৮। | ব্লক-০৯ (বাঙ্গুরা গ্যাস ফিল্ড)-এর উন্নয়ন কার্যক্রম। | ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাঙ্গুরা গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বাঙ্গুরা গ্যাস ফিল্ড হতে দৈনিক গড়ে ৮৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হ"ছ। এ ফিল্ডের মোট কূপ সংখ্যা ৮ এবং উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা ৫। এছাড়া ভবিষ্যতে আরও ১টি উন্নয়ন কূপ খনন করার পরিকল্পনায় রয়েছে। উক্ত উন্নয়ন কূপ খনন করা হলে এ গ্যাসক্ষেত্রের সম্মিলিত উৎপাদন দৈনিক ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট এ উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া ভবিষ্যতে এ ফিল্ডে Process Plant Upgradation এবং বিদ্যমান উৎপাদন কূপের সংস্কার করার পরিকল্পনা রয়েছে। | ২০১৮ সাল হতে ২০২৫ (৮ বছর) | পেট্রোবাংলা | Tullow Bangladesh Limited-এ ব্লকের অপারেটর |
| ৯। | ব্লক ১২ (বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড)-এর উন্নয়ন কার্যক্রম। | শেভরন ১২ নম্বর ব্লকের পিএসসি'র আওতায় বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড গ্যাস ফিল্ড হতে খননকৃত মোট ২৬টি উৎপাদন কূপ হতে দৈনিক ১৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ ফিল্ডে কম্প্রেসর স্থাপন, Infill Well, খননকৃত কূপের সংস্কার, Deeper Zone-এ কূপ খনন, Unconventional Technology ব্যবহারের মাধ্যমে Tight Shale Formation- হতে Hydrolic Fructuring এর মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলন করার পরিকল্পনা রয়েছে। | ২০১৮ সাল হতে ২০২৭ (১০ বছর) | পেট্রোবাংলা | Chevron Bangladesh Limited -এ ব্লকের অপারেটর |

## বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

### ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

**২০১৫-২০২১ সময়ে বাপেক্স এর ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ**

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ-৫৭০ লাইন কিঃ মিঃ।
২) দ্বিমাত্রিক জরিপ-১২,৮০০ লাইন কিঃ মিঃ।
৩) ত্রিমাত্রিক জরিপ-২৮৪০ বর্গ কিঃ মিঃ।
৪) অনুসন্ধান কূপ খনন-৫৫টি।
৫) উন্নয়ন কূপ খনন-৩১টি।
৬) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ২২টি।
৭) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভাব্য অতিরিক্ত ৯৪৩ (বাপেক্স ৮১২) এমএমএসসিএফডি।
(সময় ও চাহিদার বাস্তবতায় কর্মপরিকল্পনাটি পরিবর্তন হতে পারে)

**২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের প্রধান অর্জনসমূহ**

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ-৯০ লাইন কিঃ মিঃ
২) দ্বিমাত্রিক জরিপ-৩০৩৫ লাইন কিঃ মিঃ।
৩) ত্রিমাত্রিক জরিপ-৫০০ বর্গ কিঃ মিঃ।
৪) অনুসন্ধান কূপ খনন-২টি (চলমান)।
৫) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ৫টি, ২টি চলমান।
৬) মোট গ্যাস উৎপাদন- ১০০৭.৭৫ এম.এম.সি.এম.।
৭) মোট কনডেনসেট উৎপাদন- ৬২৬৮.৬০ হাজার লিটার।

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

### ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা) | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|
| ১। | তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন ই এবং এইচ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন<br>মেয়াদঃ জানুয়ারি, ২০১৯ - ডিসেম্বর, ২০২২<br>অর্থায়নঃ জিডিএফ | ৭১৫০০.০০<br>(৫৮০০০.০০) | প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নাধীন আছে। |
| ২। | তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি নতুন কূপ খনন<br>মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৯ - ডিসেম্বর, ২০২৩<br>অর্থায়নঃ জিওবি/জিডিএফ | ২৫০০০.০০<br>(১০০০০.০০) | যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। |
| ৩। | তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন আই/জে এবং মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন<br>মেয়াদঃ জানুয়ারি, ২০২৩ - ডিসেম্বর, ২০২৫<br>অর্থায়নঃ জিওবি/জিডিএফ | ৭০০০০.০০<br>(৫৬০০০.০০) | যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। |

## সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

### ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- সম্প্রতি সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে জরিপ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে অদুর ভবিষ্যতে সিলেট (হরিপুর) ফিল্ডে ১টি ও কৈলাশটিলা ফিল্ডে ২টি নতুন কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে।
- রিজার্ভয়ার পুনঃমূল্যায়ন ও নতুন কূপ লোকেশন নির্ধারনের জন্য বিয়ানীবাজার ফিল্ডে বাপেক্স/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পন্ন করা।
- Operating Right ফেরত পাওয়া সাপেক্ষে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতঃ ছাতক ফিল্ডের প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা পূর্বক কূপ খননের উদ্যোগ গহণ।
- হরিপুর ফিল্ডের সুরমা-১/১এ (সিলেট-৮) কূপে ওয়্যারলাইন লগিং অপারেশন করে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কূপটিকে পুনঃসম্পাদন করা।
- বৃহত্তর সিলেট এলাকায় গ্যাস বক-১২, ১৩ ও ১৪ এর IOC-কে বরাদ্দকৃত অংশ-বহির্ভুত এলাকা কোম্পানির অধীনে ন্যাস্ত করার প্রেক্ষিতে উক্ত এলাকায় ২ডি/৩ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন করা।

## তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

**টিজিটিডিসিএল-এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প :**

তিতাস অধিভুক্ত সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, সাটুরিয়া, আরিচা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ, এবং শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২০" Ø x ১০০০ পিএসআইজি ৬০ কি.মি সঞ্চালন লাইন ও মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০" Øx৩০০ পিএসআইজি x ২৫ কি.মি বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ এবং মানিকগঞ্জে একটি নতুন সিজিএস নির্মাণ, ধামরাই এ একটি নতুন টিবিএস নির্মাণ ও নরসিংদী ভালভ স্টেশন #১২-এর মডিফিকেশন করত: বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের জন্য ক্যাপাসিটি উন্নয়ন, মিটারিং ব্যবস্থা ও লোড ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি প্রবর্তন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় কোম্পানির গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে ছাড়পত্র (লিকুইডিটি সার্টিফিকেট) সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে এ প্রকল্পের রুট সার্ভে, আইইই ও ইআইএ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটির ডিপিপির পুনর্গঠন চলমান আছে।

### জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক

**প্রতিস্থাপন প্রকল্প :**

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জয়দেবপুর - ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর মোড় হতে ময়মনসিংহ মেডিকের কলেজ মোড় পর্যন্ত ৪-লেন বিশিষ্ট রাস্তা জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ লাইনসমূহ মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে পাইপ লাইন সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তে নিরবছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য SASEC সড়ক সংযোগ প্রকল্পে জয়দেবপুর-এলেঙ্গা ৪-লেন মহাসড়ক বরাবর টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন প্রকল্প :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ঝঅঝঊঈ সংযোগ সড়ক প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুরের ভোগড়া বাইপাস হতে নাওজুরী, কোনাবাড়ী, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল বাইপাস হয়ে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত বিদ্যমান সড়কটিকে মাঝখানে ডিভাইডারসহ উভয়পার্শ্বে সম্প্রসারণ করে ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ লাইনসমূহ মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে পাইপ লাইন সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা- টাঙ্গাইল ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে কোম্পানির বিদ্যমান এ বিতরণ লাইনসমূহ স্থানান্তর করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পটি কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) চলমান রয়েছে।

### জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

কোম্পানিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) বাস্তবায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে যুগোপযোগি অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানির Innovation Team, APA Team এবং National Integrity Team হতে ১১জন কর্মকর্তাকে এতদসংশ্লিষ্ট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার আওতায় শুদ্ধাচার কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ এবং কোম্পানির কাজকর্মে গতিশীলতা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রয়োজনে দেশে/বিদেশে আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে সেবা প্রত্যাশীদের জন্য সুসজ্জিত অভ্যর্থনা কক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ ও আইডিয়া/মতামত বক্স স্থাপন, এতদসংশিষ্ট অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড, NSI লোগো সম্বলিত লেটার হেড প্যাড তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও ফলপ্রসূ করার জন্য ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন করাসহ কোম্পানির জোনাল ও রিজিওনাল অফিস সমূহে সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অভ্যর্থনা কক্ষ স্থাপন, সুপেয় পানি ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট নিশ্চিতকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

## বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

ক) ফেণী হতে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত ৮" ব্যাসের ৩০ কিঃমিঃ ১০ বার চাপের পাইপলাইন নির্মাণ।

খ) বিজিডিসিএল এর বৃহৎ গ্রাহকদের জন্য টেলিমিটারিং পদ্ধতি প্রবর্তন।

গ) চাঁদপুর হতে রায়পুর পর্যন্ত ৮" ব্যাসের ৩০ কিঃমিঃ ১০ বার চাপের পাইপলাইন নির্মাণ।

ঘ) লাকসাম হতে লাঙ্গলকোর্ট পর্যন্ত ৬" ব্যাসের ৩০ কিঃমিঃ ৪ বার চাপের পাইপলাইন নির্মাণ।

ঙ) কুটুম্বপুর ও নন্দনপুর ডিআরএস এর প্রত্যেকটির ক্যাপাসিটি দৈনিক ৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীতকরণ।

চ) এপিএসসিএল এর অর্থায়নে টার্ণ কী ভিত্তিতে আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ (পূর্ব) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ।

ছ) আশুগঞ্জ ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহের জন্য বিজিডিসিএল এর অর্থায়নে প্রায় ৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ কাজ।

জ) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ।

ঝ) কুমিল্লা বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ।

ঞ) ফেনী ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ।

ট) বিজিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্ক কে SCADA'এর আওতাভূক্তকরণ।

# কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

## ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার বিদেশ হতে এলএনজি আমদানির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমদানিতব্য আর-এলএনজি কেজিডিসিএল-এর বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী বিতরণের লক্ষ্যে কেজিডিসিএল এর বিতরণ নেটওয়ার্কের আপগ্রেডেশনের জন্য ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা হবে :

- বিদ্যমান ২০ ইঞ্চি ব্যাসের রাউজান থার্মাল লাইন হতে ভবিষ্যতে নির্মিতব্য পিডিবি এর নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে জিটিসিএল এর ফৌজদারহাট সিজিএস হতে চান্দগাঁও জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি চাপযুক্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ করে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের রাউজান থার্মাল লাইনের সাথে সংযুক্তকরণ।
- মিঠাছড়া এলাকায় অবস্থিত বৃহৎ শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান বিকেবি-চট্টগ্রাম ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইন/ জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিতব্য ফৌজদারহাট-ফেনী-বাখরাবাদ ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইনের মিঠাছড়া/জোরারগঞ্জ পয়েন্টে হট-ট্যাপিং এর মাধ্যমে হুক-আপসহ ১২০ এমএমসিএফডি ক্ষমতার টিবিএস ও ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের প্রায় ৫ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ।
- ভাটিয়ারী ও সীতাকুন্ড এলাকার শিল্প গ্রাহকদের যথাযথ চাপে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ভাটিয়ারী হতে বাড়বকুন্ড পর্যন্ত নতুন একটি ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১০ বার চাপের ৩০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করে বাড়বকুন্ড টিবিএস এর সাথে আন্তঃ সংযোগকরণ।
- সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন শীতলপুর এলাকায় অবস্থিত বৃহৎ শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিতব্য ফৌজদারহাট-ফেনী-বাখরাবাদ ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইনের শীতলপুর পয়েন্টে হট-ট্যাপিং এর মাধ্যমে হুক-আপসহ ৩৫০ এমএমসিএফডি ক্ষমতার টিবিএস ও প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন নির্মাণ।
- বাড়বকুন্ড এলাকায় অবস্থিত বৃহৎ শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান বিকেবি-চট্টগ্রাম ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইন/জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিতব্য ফৌজদারহাট-ফেনী-বাখরাবাদ ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইনের বাড়বকুন্ড পয়েন্টে হট-ট্যাপিং এর মাধ্যমে হুক-আপসহ ১৮০ এমএমসিএফডি ক্ষমতার টিবিএস ও প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন নির্মাণ।
- পটিয়া ও বোয়ালখালী এলাকার বর্ধিত গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রিং-মেইন লাইন হতে মনসারটেক পর্যন্ত ৩৫০ পিএসআইজি চাপের উপযুক্ত পাইপ লাইন সম্প্রসারন করে মনসারটেক এলাকায় একটি দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার ডিআরএস স্থাপন।
- বোয়ালখালী এলাকায় আরইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রথম দফায় দৈনিক ৫০ মিলিয়ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে রিং-মেইন হতে কোল্ড ট্যাপিং এর মাধ্যমে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ লাইন নির্মাণসহ একটি আরএমএস স্থাপন।
- আনোয়ারায় নির্মিতব্য ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ এন্ড কোম্পানি লিমিটেড এর ৫০০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে এবং কোরিয়ান ইপিজেডের উত্তর অংশে দৈনিক মোট ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে শাহমিরপুরে বিদ্যমান জিটিসিএল এর ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের লাইন হতে ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি লাইন নির্মাণসহ উপযুক্ত ডিআরএস ও আরএমএস স্থাপন।
- আজিজনগর, লোহাগড়া, সাতকানিয়া, কেরানীহাট ও তৎসংলগ্ন এলাকার ভবিষ্যতে স্থাপিতব্য শিল্প গ্রাহককে ৪০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে জিটিসিএল এর ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইন হতে একটি টিবিএস ও দুইটি ডিআরএস স্থাপনসহ ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৬০ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণ।
- এনার্জি ইফিসিয়েন্সী ও গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কেজিডিসিএল এর অধিভূক্ত এলাকায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ৪,৬০,০০০ আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন ।

## গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা :

- **SCADA সিষ্টেম স্থাপন :** কোম্পানির বিভিন্ন ডিআরএস, বৃহৎ গ্রাহকের আরএমএস ও অন্যান্য লোড-ইনটেনসিভ গ্রাহকদের গ্যাস ভোগ মনিটরিং এর জন্য SCADA সিষ্টেম স্থাপন।
- **নতুন অফিস ভবন নির্মাণ :** কেজিডিসিএল এর গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন অফিস ভবন নির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম শহরের জিইসি মোড় এলাকায় ৪৫.৯৬ শতক জমি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জমিতে কেজিডিসিএল-এর প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ, রেষ্ট হাউস নির্মাণসহ অন্যান্য কাজের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ। প্রশাসনিক ও বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কোম্পানির ফৌজদারহাটস্থ নিজস্ব ভূমিতে একটি ১০ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ এবং সীতাকুন্ডস্থ নিজস্ব ভূমিতে একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা। এছাড়া হালিশহর এলাকায় অফিস ভবন নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়/সংস্থানের উদ্যোগ এবং মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস বিতরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে অফিস ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।

# জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

## ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

কোম্পানির আওতাভূক্ত শাহজীবাজার, বাহুবল, আউশকান্দি, শ্রীমঙ্গল, ছাতক, ফেঞ্চুগঞ্জ ও সিলেট শহরের কুমারগাঁও এলাকায় সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উদ্যোগের পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে কোম্পানির ভবিষ্যত সম্ভবনা আরো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে শাহজীবাজার এলাকা দেশের নতুন শিল্প এলাকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় চাপে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে কোম্পানির আওতাধীন আরো কয়েকটি এলাকা দেশের নতুন শিল্প এলাকা হিসেবে গড়ে উঠবে। বতর্মানে কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ৩৫৭ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি) হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে যা জুন ২০১৯ নাগাদ গড়ে দৈনিক ৪২৫ মিলিয়ন ঘনফুটের উর্ধ্বে হবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাপি বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদনের জন্য আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সরকারি-বেসরকারি খাতে যে সকল প্রকল্প/বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে/নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

### ৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিবিয়ানা-৩ :

৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিবিয়ানা-৩ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে আরএমএস নির্মাণ কাজ জালালাবাদ গ্যাস এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর যৌথ তদারকিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হলে আনুমানিক দৈনিক ৫০-৭০ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

### শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলার শেরপুরে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের পারিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে জালালাবাদ গ্যাসের নিজস্ব অর্থায়নে ৩১.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিগত ১৬-০৪-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় মোট ৩.৫ কিমিঃ উচ্চচাপ পাইপলাইন, ১টি আরএমএস ও ১টি সিএমএস এবং ২টি সিপি স্টেশন নির্মাণসহ ভূমি উন্নয়ন ও আনুসাঙ্গিক কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পের কাজ বর্তমানে চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের দৈনিক ২০ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

### হাইটেক পার্ক কোম্পানিগঞ্জ-এ গ্যাস সরবরাহ :

তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর আওতায় কোম্পানিগঞ্জে হাইটেক পার্ক, সিলেট ইলেক্ট্রনিক সিটি এর প্রাথমিক অবকাঠামো শীষক প্রকল্পে দৈনিক ২০ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৩০ কিমিঃ উচ্চচাপ পাইপলাইন এবং ২টি গ্যাস ষ্টেশন নির্মাণসহ আনুসাঙ্গিক কাজ বাস্তবায়নে ৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। আলোচ্য কাজের রুট সার্ভে, পাইপলাইন ও ষ্টেশন ডিজাইন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজটি আগামী নভেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হাইটেক পার্ক-এ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প কারখানায় দৈনিক ২০ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

### ফেঞ্চুগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট লির্বার্টি পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ গ্যাস সরবরাহ :

ফেঞ্চুগঞ্জ এলাকায় বেসরকারিভাবে ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের প্রাপ্ত প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। যার দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমান ১২ এমএমসিএফ।

### মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এ গ্যাস সরবরাহ :

শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর এলাকায় মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড নামে ব্যক্তি মালিকানাধীন ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জিএসএ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিদ্যমান অবকাঠামো/সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন স্বাপেক্ষে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ৪-৫ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়।

### যমুনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক-এ গ্যাস সরবরাহ :

যমুনা গ্রুপ মাধবপুর উপজেলায় যমুনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপন করেছে। উক্ত ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন শ্রেনীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ২৩ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। আলোচ্য ইন্ডাষ্ট্রিতে গ্যাস সরবরাহ করা হলে বিভিন্ন শ্রেনীর শিল্প গ্রাহককে ২৩ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে ।

### শিল্প-কারখানায় গ্যাস সরবরাহ :

জালালাবাদ গ্যাস-এর নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকায় গ্যাসের চাপজনিত সমস্যা না থাকায় শাহজীবাজার এলাকায় দেশের খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে স্কয়ার টেক্সটাইল, স্কয়ার ডেনিমস্ লিঃ, মেসার্স পাইওনিয়ার স্পিনিংস লিঃ, মেসার্স আর এ কে মসফ্লাই লিঃ, মেসার্স এস,এম.স্পিনিং মিলস লিঃ, মেসার্স হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ, মেসার্স সফকো স্পিনিংস লিঃ, মেসার্স সায়হাম কটন লিঃ, মেসার্স কোয়াটজ সিলিকেট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, মেসার্স তালুকদার কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মেসার্স আর কে পেইন্টস লিঃ, মেসার্স ষ্টার সিরামিকস লিঃ, মেসার্স বাদশা টেক্সটাইলস, মেসার্স দেশবন্ধু গ্রুপ, মেসার্স আর এ কে সিরামিকস লিঃ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কারখানা স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। গ্যাস সরবরাহ পযাপ্ত করা হলে অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক উলেখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আগামী দু'এক বছরের মধ্যে দৈনিক গড়ে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ১২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ, শিল্প ও অন্যান্য খাতে দৈনিক প্রায় ৪২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

## পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

**দেশের সার্বিক উন্নয়নকল্পে পিজিসিএল আগামী ৫ (পাঁচ) অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেঃ**

ক) ১৫৫ বিসিএফ গ্যাস বিক্রয়।

খ) ০৬ লট গ্যাস সরঞ্জামাদি ক্রয়।

গ) বিভিন্ন ব্যাসের ৯.০ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন।

ঘ) বিভিন্ন শ্রেণির ১৩৫০ সংখ্যক অবৈধ ও খেলাপী গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।

ঙ) ২১ টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন।

চ) রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ছ) নাটোর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

জ) বগুড়া ডিআরএস ও এর উৎস পাইপলাইনের মডিফিকেশন এবং গ্যাস পাইপলাইনের রেলক্রসিংসহ আন্তঃসংযোগকরণ।

ঝ) সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ।

ঞ)নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ।

## সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

**(ক) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন ঃ**

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প বন্ধ ঘোষিত হওয়ায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য তথা সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্প বিকাশের লক্ষ্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করে এসজিসিএল-এর Franchise Area-তে নেটওয়ার্ক স্থাপনের নিমিত্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মংলা, কুষ্টিয়া ও ভোলা ইকনোমিক জোনে গ্যাস সংযোগের জন্য "দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মংলা, কুষ্টিয়া ও ভোলা ইকনোমিক জোনে গ্যাস সরবরাহ ও ভোলা এলাকায় বিতরণ লাইন সম্প্রসারনে ২০", ১৬" ,১০", ও ৮" ব্যাসের মোট ৭৫ কি. মি. পাইপ লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

**(খ) খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ ঃ**

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) কর্তৃক খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে একটি ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে বিউবো ১৭/১১/২০১৬ তারিখে টার্ণকী ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক প্রায় ৬৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজন হবে। এলএনজি আমদানি এবং গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি সাপেক্ষে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২০২০ সাল হতে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা ইতোমধ্যে সম্মতি প্রদান করেছে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হলে কোম্পানির রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমান বৃদ্ধি পাবে।

**(গ) ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় এবং প্রধান অফিস ভবনের জন্য নিজস্ব স্থাপনা নির্মাণ ঃ**

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড একটি নবগঠিত কোম্পানি। এর কাজের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেট্রোবাংলার আওতাধীন অন্যান্য বিতরণ কোম্পানির ন্যায় এ কোম্পানিরও নিজস্ব জায়গায় ওয়ার্কশপ, টেস্টিং ল্যাব, পাইপ ইয়ার্ড, স্টোর, গ্যাস স্টেশন, ডরমেটরী ও রেস্ট হাউজের প্রয়োজন হবে। এ ছাড়া, দক্ষিণ পশ্চিম গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত মালামাল প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ের জন্য অর্থাৎ স্বল্প মেয়াদে লাইনপাইপ ও ফিটিংসসমূহ ভাড়াকৃত জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু প্রকল্প বন্ধ ঘোষিত হওয়ায় এবং পেট্রোবাংলার অধিনস্থ অন্যান্য কোম্পানি বা বিপিসি-তে বর্তমানে এই পাইপের তেমন চাহিদা না থাকায় পাইপসমূহ দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে এসজিসিল-এর পরিচালনা পর্ষদ সভার অনুমোদন গ্রহণপূর্বক খুলনা শহর বা শহরতলীতে ৬ (ছয়) একর জায়গা ক্রয় করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত জায়গা/পূর্বে অধিগ্রহণকৃত জায়গায় এসজিসিএল-এর প্রধান অফিস ভবন নির্মাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

**(ঘ) ভোলায় নতুন গ্যাস প্রাপ্তি ও তার সর্বোত্তম ব্যবহার ঃ**

ভোলায় নতুন গ্যাস প্রাপ্তি ও তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয়/ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের নেতৃত্বে গ্যাস সংযোগ প্রদান ও লোড বৃদ্ধির বিষয়ে গঠিত বিশেষ কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এসজিসিএল এর আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় ভোলায় বেশ কিছু শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণীতে গ্যাস সংযোগ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

## রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

**কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নরূপ:**

কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এ মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা/পরামর্শ সমন্বয় করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নলিখিত উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক) কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের ইউনিট-১ প্ল্যান্টটি আশুগঞ্জে স্থানান্তর করে আশুগঞ্জে একটি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন;

খ) আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় একটি অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

ঘ) এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চট্রগ্রাম ও কক্সবাজারে অফিস ভবন নির্মাণ এবং মহেশখালী ও সোনাদিয়ায় ল্যান্ডবেইজড টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ;

চ) বিশ্বের এলএনজি আমদানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোম্পানিতে মানবসম্পদ উন্নয়নে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী সার্ভিস পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে জাইকা বরাবর একটি প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;

ছ) প্রধান কার্যালয়ে দৃষ্টিনন্দন বহুতল ভবন নির্মাণ;

ঝ) দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্ধিত হারে উৎপাদিতব্য কনডেনসেট বিতরণ ও পরিবহন ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে কোম্পানির আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে;

ঞ) সিএনজি'র ন্যায় অটো-গ্যাস (এলপিজি) এর রেগুলেটরি কার্যক্রম আরপিজিসিএল কর্তৃক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে;

## গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

### ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | পাইপলাইনের ব্যাস x দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি x কি.মি.) | প্রকল্প শুরুর তারিখ | প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ | সম্ভাব্য অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মহেশখালী জিরো পয়েন্ট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ৪২" x ৭ | জানুয়ারী ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০১৮ | |
| ২. | ভোলা-বরিশাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ২৪" x ৬৫ | এপ্রিল ২০১৮ | জুন ২০২০ | |
| ৩. | বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ২৪" x ১৫০ | জানুয়ারী ২০১৮ | জুন ২০২০ | |
| ৪. | কুটুম্বপুর-মেঘনাঘাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ৩০" x ৪৩ | জুলাই ২০১৭ | জুন ২০২০ | |
| ৫. | পায়রাবন্দর-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ৩৬" x ১৫০ | জুলাই ২০১৮ | জুন ২০২১ | |
| ৬. | লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া এবং জাঁজিরা-গোপালগঞ্জ-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ৩০" x ১৭৫ | জুলাই ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০২১ | |
| ৭. | সাতক্ষীরা (ভোমরা)-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ৩৬" x ৬৫ | জুলাই ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০২১ | |
| ৮. | বরিশাল-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ২৪" x ১০৫ | জানুয়ারী ২০১৯ | ডিসেম্বর ২০২১ | |
| ৯. | ২য় বঙ্গবন্ধু ব্রীজ রেলওয়ে) সেকশন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ৩৬" x ১২ | জুলাই ২০১৯ | জুন ২০২২ | |

## বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

(ক) বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের সেন্ট্রাল পার্টের মাইনিং কার্যক্রম উত্তর-দক্ষিণে সম্প্রসারণ সংক্রান্ত স্টাডি প্রকল্পের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেন্ট্রাল পার্ট উত্তর ও দক্ষিণে বর্ধিতকরণ যদি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়, তাহলে বর্তমানে উৎপাদনরত সেন্ট্রালপার্ট এর মাইনিং কার্যক্রম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বর্ধিত করণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। যার কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | খনি উন্নয়ন | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অর্থ-বছর | | | | |
| | | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | |
| ১. | Extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the basin. | | | | | খনি উন্নয়ন সম্পন্ন হলে বাৎসরিক ৬.০ (ছয়) লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে। |

খ) একই ভাবে দিঘীপাড়া স্টাডি প্রকল্প সমাপ্ত হলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড উন্নয়ন যদি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হয় তাহলে দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। যার কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | খনি উন্নয়ন | | | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অর্থ-বছর | | | | | | |
| | | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫ | ২০২৫-২৬ | |
| ১. | Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh. | | | | | | | খনি উন্নয়ন সম্পন্ন হলে বাৎসরিক ৩.০ (তিন) মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে। |

এছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা হতে পারেঃ

**"ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর দ্যা ডেভেলপমেন্ট অব খালাসপীর কোল ফিল্ড"।**

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

### অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

**(ক) নিরাপত্তাঃ**

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) এর স্থাপনাসমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রথম শ্রেণীর KPI (Key Point Installation) হিসেবে চিহ্নিত। ফলে, এ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নাশকতা, অন্তর্ঘাত, গুপ্তচরবৃত্তি এবং যে কোন প্রকারের চুরিসহ বহি:স্থ ও অভ্যন্তরীণ হুমকি পরাভূত/প্রতিরোধ করার জন্য কোম্পানির কৌশলগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকে।

কোম্পানির নিরাপত্তা কর্মকর্তাগনের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে নিরাপত্তা প্রহরী, সশস্ত্র আনসার ও কোন কোন স্থাপনায় পুলিশ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সর্বদা সতর্ক অবস্থায় নিয়োজিত রয়েছে। রাষ্ট্রের KPI নীতিমালার আলোকে ও KPIDC (Key Point Installation Defense Committee) এর সুপারিশ মোতাবেক এবং প্রশাসনিক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশাবলী সর্বোচ্চ গুরুত্বসহ নিস্পাদন করা হয়ে থাকে। নিরাপত্তা পরিপন্থী সকল বিষয়ে গোয়েন্দা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

**(খ) সামাজিক দায়িত্বঃ**

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালনে কোম্পানির সার্বিক ভূমিকার নিদর্শন সকল পর্যায়ে এর পরিচিতি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা, সেবা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য বিজিএফসিএল ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ১১৪ টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮০,০৫,০০০.০০ (আশি লক্ষ পাঁচ হাজার মাত্র) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া, ১৩তম জেলা রোভার মেট কোর্সের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার-কে ৫৭,৫০০.০০ (সাতান্ন হাজার পাঁচশত মাত্র) টাকা এবং কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯৯ সাল থেকে পরিচালিত "বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট" ও "বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি গোল্ডকাপ আন্ত: স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট" প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে প্রত্যেকটিকে ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা করে মোট ০৬ (ছয়) লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, আলোচ্য অর্থ-বছরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে ৩,৮০,০০০.০০ (তিন লক্ষ আশি হাজার মাত্র) টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের Corporate Social Responsibility (CSR) খাত হতে ২৫.০০(পঁচিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

## সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

### অন্যান্য কার্যক্রমঃ

**শিক্ষাবৃত্তিঃ**

কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় কোম্পানিতে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও সমমান পরীক্ষায়, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমান পরীক্ষায়, এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় , এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মাসিক ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

**প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতাঃ**

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালার আওতায় মেধাবিকাশের লক্ষ্যে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনা সংশ্লিষ্ট ৪টি উপজেলার প্রত্যেকটি উপজেলায় বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রতিবছর এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এছাড়া, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও র‍্যালী আয়োজনে জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে এককালীন অনুদান প্রদান এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখিত ৪টি উপজেলার প্রতিটিতে নিয়মিতভাবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছর কোম্পানি হতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে বিভিন্ন অংকের মাসিক ও এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

**সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডঃ**

কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বার্ষিক মিলাদ, পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় দিবসসমূহ যেমনঃ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস পালন করা হয়।

## বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### অন্যান্য কার্যক্রম

**স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ**

কোম্পানির স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং তাদের পোষ্যদেরকে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ২০৯ আইটেমের ঔষধ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং জটিল রোগের ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদান অব্যাহত আছে।

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের পড়াশুনায় উৎসাহী করার লক্ষ্যে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় আলোচ্য অর্থ-বছরে মোট ১৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৩২.০৭ লক্ষ টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

### প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমঃ

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি কর্তৃক বাখরাবাদ গ্যাস আদর্শ বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত বিদ্যালয়ে কোম্পানির আবাসিক এলাকায় বসবাসরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানগণ লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং তুলনামূলক কম খরচে এলাকার অনেক ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে ভাল ফলাফল অর্জন করছে। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ব্যয় হয় ৪.৫১ লক্ষ টাকা। এছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয় হয়েছে ৯১.৪২ লক্ষ টাকা। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে বন্যা দূর্গতদের সাহায্যের জন্য অনুদান ১০.০০ লক্ষ টাকা, সূচীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, শাহরাস্তি এর ছাত্রাবাস নির্মাণ বাবদ ২.০০ লক্ষ টাকা, মসজিদ আল তাকওয়া, বনানী, ঢাকা এর অজুখানা নির্মাণ কাজে ১.০০ লক্ষ টাকা, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর শিশুকন্যার চিকিৎসা সাহায্য বাবদ ১.০০ লক্ষ টাকা, হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ লিঃ ঢাকা ১.০০ লক্ষ টাকা, জনাব জামিল আহমেদ আলীম মহোদয়ের চিকিৎসা বাবদ ৪.০০ লক্ষ টাকা, বায়তুননূর জামে মসজিদ, সিরাজগঞ্জ ১.০০ লক্ষ টাকা, দক্ষিণ কমলা কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ, মুন্সীগঞ্জ ২.০০ লক্ষ টাকা, মালীর অংক বাজার জামে মসজিদ লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ ১.৫০ লক্ষ টাকা, বায়তুননূর তোওবা জামে মসজিদ শাহরাস্তি ১.৫০ লক্ষ টাকা, জিংলাতলী শ্রী শ্রী অশ্বনী কুমার গোস্বামী আশ্রম, দাউদকান্দি ০.৫০ লক্ষ টাকা, শ্রীপুর বড় জামে মসজিদ, ফুলগাজী ২.০০ লক্ষ টাকা, প্রতিভা মডেল স্কুল ময়মনসিংহ ১.০০ লক্ষ টাকা, আরাফাত জামে মসজিদ খুলনা ১.০০ লক্ষ টাকা ও জনাব মোঃ সুরুজ মিয়া, সেবা বিভাগ, পেট্রোবাংলা এর চিকিৎসা বাবদ ০.৫০ লক্ষ টাকা সিএসআর খাত হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

# জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

## অন্যান্য কার্যক্রমঃ

**গ্রাহকদের প্রত্যয়ন পত্র প্রদানঃ**

গ্রাহকদের সেবার মান বৃদ্ধি ও হয়রানি রোধের লক্ষ্যে প্রতি পঞ্জিকা বছর শেষে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিলের অর্থ সঠিক ও নির্ভুলভাবে খতিয়ানভূক্তির পর গ্রাহকদের বকেয়ার সঠিক পরিমাণ নিশ্চত করে কোম্পানি হতে সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। সে অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট বকেয়া গ্যাস বিলের পরিমাণ/বকেয়া পাওনা নেই ভিত্তিতে হিসাব করে কোম্পানির সকল আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় হতে সর্বমোট ৯৬,৮৫০টি প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা হয়েছে অর্থাৎ শতভাগ গ্রাহকের ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ে তা প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

## কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ

**করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR)ঃ**

কোম্পানির ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের রাজস্ব বাজেটে করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) খাতে ৪০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক ও প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা বাবদ এ খাত হতে মোট ২৭.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরের CSR খাত হতে ১২.০০ লক্ষ টাকা জালালাবাদ গ্যাস বিদ্যানিকেতন এর ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়।

## শিক্ষা বৃত্তিঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের লেখাপড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানির বৃত্তি স্কীমের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়/সমমান ও জুনিয়র স্কুল/সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য ৬৩ জন এবং মাধ্যমিক/"ও"লেভেল/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক "এ"লেভেল/ সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য ৪৯ জনসহ মোট ১১২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

## ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, কোম্পানিতে মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপন করা হয়।

## ঋণ প্রদান কর্মসূচিঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণের লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ১৬৪জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গৃহনির্মাণ ঋণ বাবদ ১১,৮২,৪৭,৬৫০/- (এগার কোটি বিরাশি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা এবং ২জন কর্মকর্তা ও ১জন কর্মচারীকে মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ বাবদ ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ১১,৮৫,৪৭,৬৫০/- (এগার কোটি পচাঁশি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

## বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)ঃ

ভূমিকা ঃ সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল) এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর মধ্যে ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য প্রযোজ্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়। অপরদিকে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের জন্য প্রযোজ্য পেট্রোবাংলার সাথে জেজিটিডিএসএল-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) গত ১১ জুন ২০১৮ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে, যার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

## জেজিটিডিএসএল- এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলিঃ

১.১ **রূপকল্প** (Vission) ঃ জালালাবাদ গ্যাস অধিভূক্ত এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ পরিবহন এবং বিতরণ।

১.২ **অভিকল্প** (Mission) ঃ i) সম্মানিত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদান; ii) প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; iii) গ্যাস বিপণনে সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

১.৩ **কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ** (Strateigc Objectives) ঃ i) জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; ii) প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিত করা; iii) মানব সম্পদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১.৪ **কার্যাবলি (Functions)** ঃ i) জালালাবাদ গ্যাস আওতাভূক্ত এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের নতুন কর্মপন্থা প্রণয়ন ; ii) প্রাকৃতিক গ্যাস বিপণনের সাথে প্রশাসন,পরিকল্পনা, প্রোগ্রামিং এবং প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনার সমন্বয় সাধন; iii) ভোক্তাদের দোরগোড়ায় প্রাকৃতিক গ্যাস পৌছে দেয়ার নিমিত্তে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা বিস্তৃতকরণ ও সু-সমৃদ্ধকরণ; iv) সব ধরণের ভোক্তাদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের পাশাপাশি রাজস্ব আদায় এবং v) গ্যাস উৎপাদনকারী, বিতরণকারী, এবং বিপণনকারী কোম্পানিসমূহের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ সাধন।

## ইনোভেশন কার্যক্রমঃ

সকল গ্যাস গ্রাহকের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ এবং গ্যাস বিল পরিশোধের বিষয়টি এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহককে নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে আলোচ্য অর্থ-বছরে একটি সফটওয়্যার এর মডিউল তৈরী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কোম্পানির আওতাধীন তথা সিলেট বিভাগের গ্যাস গ্রাহকগণকে গ্যাস বিল পরিশোধের বিষয় এসএমএস এর মাধ্যমে জানানোর পাশাপাশি সকল শ্রেণীর গ্যাস গ্রাহকগণকে একই পদ্ধতিতে বার্ষিক প্রত্যয়ন পত্র প্রদান এবং খেলাপী গ্রাহকগণকে তাগাদা প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন সময়ে গ্যাস গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে শুভেচ্ছা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া চালুর ফলে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ে তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। এতদ্ব্যতীত, অনলাইনে কোম্পানির ভান্ডার এবং ভান্ডার হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি অর্থাৎ মালামালের স্টক ইনহ্যান্ড, বর্তমানে ভান্ডারে মজুদকৃত মালামালের সংখ্যা, মালামালের বিস্তারিত তথ্যাদি, মালামাল রিসিপ্ট রিপোর্ট এবং ইস্যুকৃত মালামালের তালিকা ইত্যাদি সমেত প্রতিবেদন তৈরীকরণের নিমিত্তে অনলাইন ইনভেন্টরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির লোকবলের কর্মদক্ষতা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজ অধিক্ষেত্রে উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক ৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এতে কোম্পানির লোকবলের কর্মদক্ষতা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

## জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা ২০১৭-২০১৮ মোতাবেক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে প্রেরিত এবং পেট্রোবাংলার পত্রের আলোকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানিতে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ নিয়মিতভাবে অগ্রগতির পরিবীক্ষণ কাঠামোর কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভাসহ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-গভর্ন্যান্স ও সেবার মান উন্নীতকরণ, জনসেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, জবাবদিহি শক্তিশালিকরণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি যথাযথভাবে সম্পাদন করছে। কোম্পানিতে NIS লগো তৈরি ও বিতরণ, NIS মনোগ্রাম সম্বলিত প্যাড ব্যবহার, অত্র কার্যালয়ের শুদ্ধাচার চর্চার কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সেমিনার ও কর্মশালা যথাসময়ে আহবান করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মশালার লক্ষ্য মাত্র শতভাগ অর্জিত হয়েছে। কোম্পানির বিভিন্ন নীতিমালা সংশোধন/সংস্কার করে যুগোপযোগী করা হয়েছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা সম্বলিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নসহ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কোম্পানিতে যথাযথভাবে প্রতিপাদনের নিমিত্ত পেট্রোবাংলার নৈতিকতা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতির পরিবীক্ষণ কাঠামো/শিট এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ও অগ্রগতির প্রতিবেদন পেট্রোবাংলায় নিয়মিতভাবে দাখিলসহ কোম্পানির নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জুলাই,২০১৭ হতে জুন ২০১৮ অর্থ-বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম সিংহভাগ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটির কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত আছে।

## রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### অন্যান্য কার্যক্রমঃ

গঠনমূলক ও মজবুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তথা সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কর্মস্পৃহা ও দায়িত্ব পালন করে কোম্পানির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছেন। এ বিষয়ের উপর কোম্পানির কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

### তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ

- বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহির্যোগাযোগের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনা-কে কম্পিউটারাইজড করে LAN সিস্টেম স্থাপনসহ উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট একসেস ব্যবহার করা হয়। কোম্পানির ৭০ টি ডেস্কটপ কম্পিউটারের সাথে LAN সিস্টেম সম্পৃক্ত রয়েছে। ২০০৪ সাল হতে কোম্পানির সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) চালু আছে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও বিনির্মানে সর্বক্ষেত্রে সয়ংক্রিয় সেবা তথ্য ওয়েবভিত্তিক অনলাইন সেবা ব্যবস্থা চালু করার জন্য a2i প্রকল্পের নির্দেশনায় অত্র কোম্পানির ওয়েবসাইটে গত ২৯-০৫-২০১৮ তারিখে ন্যাশনাল পোর্টালে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতাধীন জাতীয় ডাটা সেন্টারের সহিত অত্র কোম্পানির সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ই-মেইল সার্ভিস গত ১৮-০৪-২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর হতে কোম্পানির ইন্টারনেট ব্যন্ডউইড্থ আপগ্রেড করে ১০১ এমবিপিএস-এ উন্নীত করা হয়েছে এবং নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবার জন্য বিটিসিএল এর পাশাপাশি বাড়তি ১০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ রাখা হয়েছে।
- টেন্ডার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, সুষ্ঠ ও দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ই-জিপি এর মাধ্যমে টেন্ডার ব্যবস্থাপনা ডিসেম্বর, ১৬ হতে শুরু করা হয়েছে।
- অত্র কোম্পানি গত ২২-১০-২০১৭ তারখ হতে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় ডাক, নথিসহ পত্র আদান প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রধান কার্যলয়ের এনবিআর নির্দেশিত ভ্যাট একাউন্টিং সফটওয়ার চালু করার জন্য গত ০৭/০৬/২০১৭ তারিখে সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।
- এছাড়াও, কোম্পানির হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিবরণ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

### সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR)ঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কোম্পানি কর্তৃক প্রতিবছর সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে এ কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতিমালা -২০১৬' অনুমোদন ও প্রকাশ করা হয়েছে। অনুমোদিত 'সামজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতিমালা -২০১৬' - এর আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে বাজেটে বরাদ্দকৃত ১০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা কোম্পানির ৩৪০ তম বোর্ড সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন্যা দূর্গত এলাকায় বন্যার্তদের সাহার্য্যার্থে অগ্রাধিকার বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে অনুদান হিসেবে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

## বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

**ক) কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রমঃ**

(i) কোম্পানির ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সিএসআর ফান্ড হতে বাংলাদেশ স্কাউটসসহ ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা-কে মোট ১,১৫,০০,০০০/- (এক কোটি পনের লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

(ii) ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সিএসআর ফান্ড হতে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান হিসেবে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(iii) এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের অধীনে কর্মরত দূর্ঘটনায় আহত ০৩ (তিন) জন বাংলাদেশী খনি শ্রমিক কে উন্নত

চিকিৎসার জন্য ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা; তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কর্মরত পঙ্গু নিরাপত্তাকর্মী মোঃ হাসানুরজ্জামান-কে কৃত্রিম পা সংযোজনের জন্য ২,২০,০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার) এবং পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন ও মাইনস) ও সদস্য বিসিএমসিএল পরিচালনা পর্ষদসহ ০৪ (চার) জন ব্যক্তির উন্নত চিকিৎসার জন্য কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(iv) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এলাকার জনগোষ্ঠির মধ্যে উন্নত মানের শিক্ষার আলো প্রসারের লক্ষ্যে বিসিএমসিএল-এর নিজস্ব অর্থায়নে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলটির বর্তমান ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৫২৫ জন। স্কুলটিতে খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের সন্তানদের এবং ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের আংশিক বেতনে পড়ালেখা করার সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও খনিতে কর্মরত অবস্থায় আহত ও পঙ্গু শ্রমিকদের সন্তানদের সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়ালেখা করানো হয়। ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি, বেতন ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক আয় হতে স্কুলটির সমগ্র ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের স্কুলটির পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ; পুরাতন বিল্ডিং সংস্কার এবং নতুন বিল্ডিং নির্মাণের কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৩,৬৮,৬৮,০০০/- (তিন কোটি আটষট্টি লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

**ঙ) বিসিএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলের সাফল্যঃ**

১০ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখ হতে কোম্পানির পরিচালনায় বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুল চালু করা হয়। উক্ত সময়ে প্লে-গ্রুপ হতে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ৬ টি শ্রেণিতে মোট ৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বর্তমানে স্কুলটিতে পে হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ১২টি শ্রেণিতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫৭২ জন। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্কুলের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সিএসআর তহবিল এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি, বেতন ইত্যাদি বাবদ বার্ষিক আয় সমন্বয় করে অবশিষ্ট ঘাটতি ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা স্কুল পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে। স্কুলটিতে আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা প্রদানের সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও পরিকল্পনাধীন কলেজ শাখার জন্য পৃথক ও সুপ্রশস্ত শ্রেণিকক্ষ, সমৃদ্ধ একাডেমিক ভবন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী ও অত্যাধুনিক আসবাবপত্রসহ যাবতীয় উপাদান-উপকরণাদি রয়েছে। আর এ জন্য ভাল ফলাফল অর্জনসহ সার্বিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর হতে কোম্পানির কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত স্কুল পরিচালনা কমিটির সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৭ সালের পিইসি, জেএসসি এবং ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

| সাল | পরীক্ষার নাম | ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ফলাফল | পাশের হার | সরকারি বৃত্তি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৭ | পিইসি | ৩৭ | A+ ৩৬ জন, A ০১জন | শতভাগ | ট্যালেন্টপুল - ০৯ জন<br>সাধারণ গ্রেড - ০৪ জন |
| | জেএসসি | ৩৬ | A+ ৩০ জন, A ০৬জন | শতভাগ | ট্যালেন্টপুল-০৬ জন<br>সাধারণ গ্রেড-০৮ জন |
| ২০১৮ | এসএসসি | ৪১ | A+ ২২ জন, A ১৮জন, (A-) ০১ জন | শতভাগ | ফলাফল প্রকাশিত হয় নি। |

বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলে পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কোম্পানির সকল স্তরের শ্রমিকের ছেলে-মেয়েদের আংশিক বেতনে পড়াশুনা করার সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও খনিতে কর্মরত অবস্থায় আহত, নিহত ও পঙ্গু শ্রমিকদের সন্তানদের এ স্কুলে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে।

# বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম

অশোধিত তেল আমদানী ও পরিশোধন, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ও লুব্রিক্যান্টস আমদানী, বিপণন ও বিতরণ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৮৮ নং অধ্যাদেশ) বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারী ১৯৭৭ তারিখ থেকে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানী, মজুদ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণনসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ বিপিসি'র উপর বর্তায়। বিপিসি একটি তেল শোধনাগার, তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি, দুটি ব্লেডিং প্ল্যান্ট এবং একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ কোম্পানির মাধ্যমে ন্যস্ত দায়িত্ববলী পালন করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। দেশের শিল্প,বাণিজ্য, কৃষি ও পরিবহন খাতের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকায় পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## সংস্থার গঠন ও দায়িত্বঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের নীতি নির্ধারণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান হলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী। কর্পোরেশনের বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১৭৭ জন।

## বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের দায়িত্বাবলিঃ

(ক) অশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি সংগ্রহ ও আমদানী;

(খ) অশোধিত পেট্রোলিয়াম পরিশোধন এবং বিভিন্ন মানের পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন;

(গ) রিফাইনারী ও অন্যান্য সহায়ক সুযোগ-সুবিধা বা অবকাঠামো স্থাপন;

(ঘ) বেজষ্টক, আবশ্যকীয় এডিপিভস এবং অপরাপর রাসায়নিক পদার্থ ও ব্লেন্ডেড লুব্রিক্যান্টসহ লুব্রিকেটিং অয়েল আমদানী;

(ঙ) ব্লেন্ডেড লুব্রিকেটিং পণ্যাদি উৎপাদন;

(চ) ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং বা রিভ্যাম্পিংকরণ প্ল্যান্টসহ লুব্রিক্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপন;

(ছ) রিফাইনারীর বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠা;

(জ) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য গুদামজাতকরণের অবকাঠামো বা ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঝ) তেল কোম্পানিসমূহের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর কোটা/বরাদ্দ/নির্ধারণ;

(ঞ) অন্তঃদেশীয় অয়েল ট্যাংকার সংগ্রহ/ভাড়া করা;

(ট) পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ;

(ঠ) পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;

(ড) ম্যানেজিং এজেন্টস হিসেবে দায়িত্বপালন বা যে কোন ফার্ম অথবা কোম্পানির সঙ্গে যে কোন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তি বা অন্য যে কোন প্রকারের চুক্তি সম্পাদন;

(ঢ) অংপ্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি তদারকি, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ ;

(ণ) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বা অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন; এবং

(ত) অধ্যাদেশের লক্ষ্যসমূহ প্রতিপালনের জন্য আব্যশ্যকীয় অনুরুপ অন্যান্য কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন।

## জনবল কাঠামো ঃ

| কর্মকর্তা | | | | কর্মচারী | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অনুমোদিত পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | বিদ্যমান পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | অনুমোদিত পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | বিদ্যমান পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | |
| চেয়ারম্যান | ১ | ১ | - | ইউডিএ | ০৯ | ০৬ | ৩ | |
| পরিচালক | ৩ | ৩ | - | স্টেনোগ্রাফার/পিএ | ১২ | ০৬ | ৬ | |
| | | | | রেকর্ড কিপার (ইউডিএ) | ০১ | ০১ | - | |
| | | | | কেয়ার টেকার (ইউডিএ) | ০১ | ০১ | - | |
| | | | | ষ্টোর কিপার (ইউডিএ) | ০১ | ০১ | - | |
| | | | | লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ) | ০১ | ০১ | - | |
| | | | | ক্যাশিয়ার (ইউডিএ) | ০১ | ০১ | - | |
| সচিব | ১ | ১ | - | এল ডি এ কাম কম্পিঃ অপাঃ | ২৭ | ১৮ | ০৯ | |
| মহাব্যবস্থাপক/উর্ধতন মহাব্যবস্থাপক | ৬ | ৫ | ১ | কম্পাউন্ডার | ১ | ১ | - | |
| উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক | ১৩ | ৬ | ৭ | টেলেক্স অপাঃ | ২ | - | ২ | |
| উর্ধতন আবাসিক চিকিৎসক | ১ | ১ | - | টেলিফোন অপাঃ | ২ | ১ | ১ | |
| উপ-ব্যবস্থাপক | ১৫ | ১২ | ৩ | ইলেকট্রিশিয়ান | ১ | ১ | - | |
| সহকারী ব্যবস্থাপক | ১১ | ৫ | ৬ | ড্রাইভার | ১৩ | ১০ | ৩ | |
| | | | | মোট ঃ (৩য় শ্রেণি) | ৭২ | ৪৮ | ২৪ | |
| কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (২য় শ্রেণি) | ৭ | ২ | ৫ | ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপাঃ | ১ | ১ | - | |
| উপ সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণী) | ১ | ১ | - | ডেসপাচ রাইডার | ২ | ১ | ১ | |
| | | | | অফিস সহায়ক | ২৭ | ১৯ | ৮ | |
| | | | | নিরাপত্তা প্রহরী | ১০ | ৮ | ২ | |
| | | | | বাস হেলপার | ১ | - | ১ | |
| | | | | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ৫ | ৩ | ২ | |
| | | | | মোটঃ(৪র্থ শ্রেণি) | ৪৬ | ৩২ | ১৪ | |
| মোট ঃ | ৫৯ | ৩৭ | ২২ | সর্বমোট (৩য়+৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী) ঃ | ১১৮ | ৮০ | ৩৮ | |

## জনবলের বর্তমান অবস্থা

| | মঞ্জুরীকৃত পদ | বিদ্যমান পদ | শূন্য পদ |
|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | ৫৯ | ৩৭ | ২২ |
| কর্মচারী | ১১৮ | ৮০ | ৩৮ |
| মোট ঃ | ১৭৭ | ১১৭ | ৬০ |

## বাণিজ্য ও অপারেশন্স কার্যক্রমঃ

১। যে কোন দেশের উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হল জ্বালানি তেল। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে এর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত আমদানিসূচী প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জ্বালানি তেলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে চুক্তির আওতায় বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করছে। সম্প্রতি বিপিসি যে সব প্রতিষ্ঠান হতে চুক্তির আওতায় পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করছে, সে সকল প্রতিষ্ঠান হলঃ- Kuwait Petroleum Corporation (KPC)–Kuwait, Emirates National Oil Company (ENOC) – UAE, Petco Trading Labuan Company Limited (PTLCL)–Malaysia, Petrolimex Singapore PTE. Ltd. (Petrolimex) - Vietnam, PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd. – China, Unipec Singapore Pte Ltd. – China, Philippines National Oil Company (PNOC EC). – Philippines, PT. Bumi Siak Pusako (BSP) – Indonesia, PTT International Trading Pte. Limited-Thailand & China Zhenhua Oil Corporation Ltd, China. এ ছাড়া অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে সৌদি আরবে Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) এবং আবুধাবীর Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানির জন্য বিপিসি'র চুক্তি রয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বিভিন্ন উৎস হতে জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

২। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড এ প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৫৭৬,০৭৪.৯০ মেট্রিক টন মারবান ক্রুড অয়েল এবং ৫৯৬,০৯৯.৯৪ মেট্রিক টন এরাবিয়ান লাইট ক্রুড অয়েল (এএলসি) অর্থাৎ ১,১৭২,১৭৪.৮৪ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ ব্যয় ছিল ৪,৬০৩.৮১ কোটি টাকা বা ৫৬৫.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৩। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বিপিসি পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে ৩৬৫.৯৭৩ মেট্রিক টন গ্যাস কনডেনসেট ইষ্টার্ণ রিফাইনারীতে ক্রুড অয়েলের সাথে মিশ্রণ করে প্রক্রিয়াজাত করেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বিপিসি ১,১৭২,১৭৪.৮৪ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানির পাশাপাশি ৪,৪১৬,৮৭১.৭৭ মেট্রিক টন ডিজেল, ৪৭,৩২৪.১৬ মেট্রিক টন মোগ্যাস, ৪১১,৯৫৬.৮০ মেট্রিক টন জেট এ-১ এবং ৬৬৫,২৪৬.৩৫ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল রয়েছে। পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি খাতে এ অর্থ-বছরে মোট ব্যয় হয়েছে ২৫,২৬৯.৫৬ কোটি টাকা।

৪। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে যথাক্রমে ৩৮.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,৮৫২.৮৭ মেট্রিক টন ও ৫৩.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,৯৮০ মেট্রিক টন ল্যুব বেস অয়েল আমদানি করা হলেও ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬, ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বিপিসি কোন ল্যুব বেস অয়েল আমদানি করেনি। উল্লেখ্য, বেসরকারী খাতে ল্যুব বেস অয়েল ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট স্থাপনসহ প্রক্রিয়াকৃত ল্যুব্রিকেটিং অয়েল আমদানি ও বাজারজাতকরণ উন্মুক্ত করার ফলে ল্যুব বেস অয়েল আমদানি খাতে বিপিসি'র ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। এমতাবস্থায়, ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সামগ্রীকভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৬,৭১৩,১৭৩.৯২ মেট্রিক টন এবং এ আমদানি বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৯,৮৭৩.৩৭ কোটি টাকা বা ৩,৬৭৫.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫। বাংলাদেশে ন্যাফথার চাহিদা কম থাকায় ইআরএল এ উৎপাদিত ন্যাফথা রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিপিসি ৩৭,২০৬.৯১ মেট্রিক টন ন্যাফথা রপ্তানি করে ১৭১.৯১ কোটি টাকা বা ২০.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। আবার ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম এ ৬৪,৪৪৫.৮৫৮ মেট্রিক টন ন্যাফথা রপ্তানি করা হয়েছে।

৬। উল্লেখ্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে স্থানীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫,২৪,৫৩৭.০০ মেট্রিক টন। এ ছাড়া ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম হতে ১,৩৫,৫৮৫.৯৪ মেট্রিক টন মোগ্যাস এবং পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারী লিমিটেড, মংলা হতে ৬০,৭৪৭ মেট্রিক টন মোগ্যাস গ্রহণ করা হয়েছে।

## বিপণন কার্যক্রম

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে স্থানীয় উৎস থেকে পেট্রোলিয়াম পণ্য প্রাপ্তির পরিমাণ (মেঃ টন) ঃ**

| | |
|---|---|
| অকটেন | ১৯৬০৫৩ |
| পেট্রোল | ১৮৮৮২৮ |
| কেরোসিন | ১৪৭৯৪ |
| ডিজেল | ১১৭৮২৪ |
| লাইট এমএস | ৩৯৮ |
| এমটিটি | ৪৮৬৯ |
| এসবিপিএস | ১৭৭১ |
| **মোট** | **৫২৪৫৩৭** |

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে পণ্যভিত্তিক বিক্রয় (মেঃ টন):**

| অকটেন | পেট্রোল | কেরোসিন | ডিজেল | এলডিও | জেবিও | ফার্নেস | লুব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৩০২৮০ | ২৮৪৬৬৮ | ১৩৮৪০৩ | ৪৮৩৫৭১২ | ৯৬ | ১৭৯১০ | ৯২৫১৫০ | ১৯৮১২ |

| এলপিজি | বিটুমিন | এসবিপি | এমটিটি | জেটএ-১ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৬৩০৩ | ৫৯৩৯৯ | ১৯৯৩ | ১০৩৩৮ | ৪০৮২৭২ | ৬৯৪৮৩৩৬ |

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিভাগভিত্তিক বিক্রয় (মেঃ টন):**

| বিভাগের নাম | পরিমাণ | শতকরা হার |
|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | ১৬৮৫০৬৪ | ২৪.২৫ |
| সিলেট | ২১৩৪৫৩ | ৩.০৭ |
| ঢাকা | ২৪০১১৭৩ | ৩৪.৫৬ |
| ময়মনসিংহ | ১৬৯৫৯১ | ২.৪৪ |
| রাজশাহী | ৮৭১০০৭ | ১২.৫৪ |
| রংপুর | ৪১১৬৬৯ | ৫.৯২ |
| খুলনা | ৯৬৮৯৬১ | ১৩.৯৫ |
| বরিশাল | ২২৭৪১৮ | ৩.২৭ |
| **মোট** | **৬৯৪৮৩৩৬** | **১০০.০০** |

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সেক্টর ভিত্তিক বিক্রয় (মেঃ টন):**

| সেক্টরের নাম | পরিমাণ | শতকরা হার |
|---|---|---|
| বিদ্যুৎ | ১৮৭০৫৮১ | ২৬.৯২ |
| শিল্প | ৩৩৬৬৭৬ | ৪.৮৪ |
| কৃষি | ১০৯০৬৩৩ | ১৫.৭০ |
| গৃহস্থলি | ১৫৬৭৫৬ | ২.২৬ |
| যোগাযোগ | ৩৪৩৫২৭০ | ৪৯.৪৪ |
| অন্যান্য | ৫৮৪২০ | ০.৮৪ |
| **মোট** | **৬৯৪৮৩৩৬** | **১০০.০০** |

**০১-০৭-২০১৮ তারিখে বিভাগ ভিত্তিক ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা:**

| বিভাগের নাম | ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা |
|---|---|
| চট্টগ্রাম | ৩৬২ |
| সিলেট | ১৪২ |
| ঢাকা | ৫৪০ |
| ময়মনসিংহ | ১১৩ |
| রাজশাহী | ৩২১ |
| রংপুর | ৩৩৪ |
| খুলনা | ২৯০ |
| বরিশাল | ৬০ |
| **মোট** | **২১৬২** |

## পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

বিপিসি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ ৪১ (একচল্লিশ) বছর পূর্বে দেশের জ্বালানি তেলের বার্ষিক চাহিদা ছিল প্রায় ১১ (এগারো) লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ফলে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানি তেলের চাহিদা ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ছিল প্রায় ৬৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে জ্বালানি তেলের প্রাক্কলিত চাহিদা প্রায় ৮৬.০০ (ছিয়াশি) লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে। সে লক্ষ্যে সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চলমান কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে বেশকিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরো প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে।

### ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যসমূহ ঃ

**পরিকল্পনা বিভাগ ঃ-**

বিপিসি দেশে জ্বালানি তেল আমদানি, পরিশোধন, মজুদ ও সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যপী যথোপযোগী অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। সে প্রেক্ষিতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১১ টি প্রকল্পের মধ্যে ০২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সংলগ্ন কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে (কেএডি) পাইপলাইনের মাধ্যমে জেট-এ-১ সরবরাহের জন্য সমীক্ষা (Feasibility Study) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে পিতলগঞ্জ হতে কেএডি পর্যন্ত প্রায় ১৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, সুষ্ঠু, নিরবিচ্ছিন্ন ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে জেট-এ-১ কেএডিতে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ এর প্রধান স্থাপনায় টার্মিণাল ভবন নির্মাণ হলে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারবে।

### সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১। | ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চনব্রিজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক।<br>০১/০১/১৬-৩০/০৯/১৭ | ৫০২.০০ | প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পিতলগঞ্জ হতে কেএডি ডিপো পর্যন্ত জেট-এ-১ পাইপলাইন নির্মাণের ড্রইং, ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। ফলে কনস্ট্রাকশন অব জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চন ব্রীজ, পিতলগঞ্জ টু কেডিএ ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক শীর্ষক প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। |
| ২। | চট্টগ্রাম টার্মিনালে ৪ তলা ভবন নির্মান প্রকল্প, গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।<br>০১/০১/১৬-৩০/০৬/১৮ | ৯৫৪.০০ | যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ এর প্রধান স্থাপনায় টার্মিণাল ভবন নির্মাণ হলে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারবে। |

### বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঃ

ক) ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ জেট-এ-১ পাইপ লাইন ফ্রম কাঞ্চনব্রিজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক।

খ) চট্টগ্রাম টার্মিনালে ৪ তলা ভবন নির্মান প্রকল্প, গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

**ক) এডিপিভুক্তঃ**

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১। | ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন।<br>০১/১১/১৫-৩১/১২/১৮ | ৫৪২৬২৬.৮৩ | ক্রুড অয়েলের জাহাজ হতে ১.০০ লক্ষ মেঃ টন জ্বালানি তেল ৯/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে এবং আমদানীতব্য ৭০ মেঃ টন ডিজেল ১০৮ ঘন্টার পরিবর্তে ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। এতে অপারেশন কার্যক্রম আরো সহজ, সুষ্ঠু ও গতিশীল হবে। |

**খ) নিজস্ব অর্থায়নেঃ**

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১। | কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন।<br>০১/০৭/০৭-৩১/১২/১৮ | ২০৪৫৬.০০ | ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধারন ক্ষমতার এ ডিপোটি তৈরী হলে দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ করা সহজতর হবে। জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় হবে। |
| ২। | কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)।<br>০১/০৭/১৩-৩০/১২/২০ | ১০১০১.০০ | পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ৩। | জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ।<br>০১/০৯/১৭-৩১/০১/১৯ | ২২৮৪৯.০০ | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। ফলে এয়ারপোর্টে আগত উড়োজাহাজসমূহে জেট-এ-১ সরাবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত ও সহজ হবে। |
| ৪। | প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২<br>০১/০৪/১৬-৩১/০৩/১৯ | ১৪১৮৭.০০ | ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। |
| ৫। | কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং(যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার,ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ)<br>০১/০৭/১৫-৩০/০৬/২১ | ১৫৪১৮.৬০ | জেওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিস নির্মাণের ফলে নিজস্ব ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া ফ্লোর ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির সুনির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হবে। |
| ৬। | কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম<br>০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০ | ৬১৭৬.৯৪ | এমপিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিস নির্মাণের ফলে নিজস্ব ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া ফ্লোর ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির সুনির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হবে। |
| ৭। | ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২।<br>০১/১০/১৬-৩০/০৬/১৮ | ৪৪৯৫২.০০ | ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। |
| ৮। | ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম চিটাগাং টু ঢাকা।<br>০১/০৬/১৬-৩০/০৬/১৮ | ৭০৩.০০ | প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল জেট-এ-১ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। |

## ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা ঃ

**দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা হিসেবে নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হবে ঃ**

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১। | ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২।<br>০১/০১/১৮-৩১/১২/২০ | ১৬৭৩৯.০৯ | ইআরএল এর পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ উপযোগী স্পেসিফিকেশনের জ্বালানির উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সুসংহত রাখবে। অন্যদিকে জ্বালানি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে। |
| ২। | কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম চট্টগ্রাম-ঢাকা।<br>০১/০৭/১৬-৩০/০৬/১৯ | ২৫০০.০০ | পেট্রোলিয়াম পণ্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বা ঢাকার নিকটবর্তী যে কোন এলাকা পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিবহন করা। ফলে সময় ও অর্থ দুটিই সাশ্রয় হবে। |
| ৩। | ইন্দো-বাংলা প্রোডাক্ট পাইপলাইন ফ্রম শিলিগুড়ি মার্কেন্টিং টার্মিনাল (এসএমটি), ইন্ডিয়া টু পার্বতীপুর ডিপো ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক(৩*১০,০০০ মেঃ টন) বাংলাদেশ।<br>০১/০৭/১৬-৩০/০৬/১৮ | ৫২০.০০ | পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। |
| ৪। | বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন, চট্টগ্রাম।<br>০১/০৭/১৮-৩১/১২/২০ | ১৫০.০০ | বিপিসি'র কোনো নিজস্ব না থাকায় উক্ত ভবন নির্মাণের ফলে বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাজের উদ্দীপনা জাগাবে। এছাড়া অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে বিপিসি'র আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। |
| ৫। | বিপিসি'র অফিসার্স এণ্ড স্টাফ কোয়ার্টার্স, চট্টগ্রাম।<br>০১/০৭/১৮-৩১/১২/২১ | ২০০.০০ | বিপিসি'র কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দর পরিবেশে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার পরিজন নিয়ে নিশ্চিত বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দাপ্তরিক কাজের উৎসাহ, উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। |

## উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ ঃ

বিপিসি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ ৪১ (একচল্লিশ) বছর পূর্বে দেশের জ্বালানি তেলের বার্ষিক চাহিদা ছিল প্রায় ১১ (এগারো) লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ফলে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানি তেলের চাহিদা ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ছিল প্রায় ৬৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে জ্বালানি তেলের প্রাক্কলিত চাহিদা প্রায় ৮৬.০০ (ছিয়াশি) লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে। সে লক্ষ্যে সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চলমান কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে বেশকিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরো প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে।

## ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যসমূহ ঃ

বিপিসি দেশে জ্বালানি তেল আমদানি, পরিশোধন, মজুদ ও সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যপী যথোপযোগী অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। সে প্রেক্ষিতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১১ টি প্রকল্পের মধ্যে ০২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সংলগ্ন কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে (কেএডি) পাইপলাইনের মাধ্যমে জেট-এ-১ সরবরাহের জন্য সমীক্ষা (Feasibility Study) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে পিতলগঞ্জ হতে কেএডি পর্যন্ত প্রায় ১৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, সুষ্ঠু, নিরবিচ্ছিন্ন ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে জেট-এ-১ কেএডিতে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ এর প্রধান স্থাপনায় টার্মিণাল ভবন নির্মাণ হলে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারবে।

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১। | ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যান্ড এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব ৩*২৫০০ মেঃ টন জেট-এ-১ ষ্টোরেজ ট্যাংক অন ডেভেলপড ল্যান্ড এ্যাট কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো, ঢাকা।<br>০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৭ | ১১৭৫.০০ | প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার ফলে দেশের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ৭৫০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সাথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিমানের জ্বালানি তেলের সরবরাহ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ২। | ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চনব্রিজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক।<br>০১/০১/১৬-৩১/১২/১৬ | ৫০২.০০ | প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পিতলগঞ্জ হতে কেএডি ডিপো পর্যন্ত জেট-এ-১ পাইপলাইন নির্মাণের ড্রইং, ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। ফলে কনস্ট্রাকশন অব জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চন ব্রীজ, পিতলগঞ্জ টু কেডিএ ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক শীর্ষক প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। |

## বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক) ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যান্ড এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব ৩*২৫০০ মেঃ টন জেট-এ-১ ষ্টোরেজ ট্যাংক অন ডেভেলপড ল্যান্ড এ্যাট কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো, ঢাকা।

খ) ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চনব্রিজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক।

## বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

**ক) এডিপিভুক্তঃ**

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১। | ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন।<br>০১/১১/১৫-৩১/১২/১৮ | ৫৪২৬২৬.৮৩ | ক্রুড অয়েলের জাহাজ হতে ১.০০ লক্ষ মেঃ টন জ্বালানি তেল ৯/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে এবং আমদানীতব্য ৭০ মেঃ টন ডিজেল ১০৮ ঘন্টার পরিবর্তে ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। এতে অপারেশন কার্যক্রম আরো সহজ, সুষ্ঠু ও গতিশীল হবে। |

**খ) নিজস্ব অর্থায়নঃ**

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১। | কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন।<br>০১/০৭/০৭-৩১/০৩/১৮ | ২০৪৫৬.০০ | ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধারন ক্ষমতার এ ডিপোটি তৈরী হলে দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে জ্বালানী সরবরাহ করা সহজতর হবে। জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় হবে। |
| ২। | কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)।<br>০১/০৭/১৩-৩০/০৬/১৭ | ৬৭৬৬.৪৯ | পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। |
| ৩। | চট্টগ্রাম টার্মিনালে ৪ তলা ভবন নির্মান প্রকল্প, গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।<br>০১/০১/১৬-৩০/০৬/১৮ | ৯৫৪.০০ | যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ এর প্রধান স্থাপনায় টার্মিণাল ভবন নির্মাণ হলে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারবে। |
| ৪। | প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২<br>০১/০৪/১৬-৩১/০৩/১৯ | ১৪১৮৭.০০ | ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারির ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। |
| ৫। | কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং(যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার,ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ)<br>০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯ | ১২৩৮২.০০ | জেওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিস নির্মাণের ফলে নিজস্ব ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া ফ্লোর ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির সুনির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হবে। |
| ৬। | কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম<br>০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯ | ৫৩৭৩.০০ | এমপিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিস নির্মাণের ফলে নিজস্ব ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া ফ্লোর ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির সুনির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হবে। |
| ৭। | ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২<br>০১/১০/২০১৬-৩০/০৯/২০১৭ | ৩৭১৮১.০০ | ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারির ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। |
| ৮। | এয়ারক্রাফ্ট রি-ফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ এ্যাট কক্সবাজার এয়ারপোট।<br>০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৬ | ২৩৩০.০০ | কক্সবাজার এয়ারপোর্ট এ এয়ারক্রাফ্ট রি-ফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন করা যাতে করে জাতীয় ও আন্তজার্তিক বিমান সংস্থা কক্সবাজার এয়ারপোর্ট থেকে তাদের ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারে। |
| ৯। | ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম চিটাগাং টু ঢাকা।<br>০১/০৬/২০১৬-০১/০৮/২০১৭ | ৭০৩.০০ | প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল জেট-এ-১ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১০। | কন্সট্রাকশন অব ৪ স্টোরিড বিপিসি টার্মিনাল বিল্ডিং এ্যাট বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। জুলাই'২০১৬ হতে ডিসেম্বর' ২০১৭ | ৮৫২.০০ | দেশের উত্তরাঞ্চলে বিপিসি'র অধীনস্ত কোম্পানিসমূহের (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের ব্যবস্থাপনা, সমন্বয়, বিতরণ ও বিপণনের উন্নতিতে সাহায্য করা। |

## ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা ঃ

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা হিসেবে নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হবে ঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বাস্তবায়নকাল | সম্ভব্য প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১। | ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২। ০১/০১/১৮-৩১/১২/২০ | ১৬৭৩৯.০৯ | ইআরএল এর পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ উপযোগী স্পেসিফিকেশনের জ্বালানির উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সুসংহত রাখবে। অন্যদিকে জ্বালানি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে। |
| ২। | কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম চট্টগ্রাম-ঢাকা। ০১/০৭/১৬-৩০/০৬/১৯ | ২৫০০.০০ | পেট্রোলিয়াম পণ্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বা ঢাকার নিকটবর্তী যে কোন এলাকা পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিবহন করা। ফলে সময় ও অর্থ দুটিই সাশ্রয় হবে। |
| ৩। | ইন্দো-বাংলা প্রোডাক্ট পাইপলাইন ফ্রম শিলিগুড়ি মার্কেন্টিং টার্মিনাল (এসএমটি), ইন্ডিয়া টু পার্বতীপুর ডিপো ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক(৩*১০,০০০ মেঃ টন) বাংলাদেশ। ০১/০৭/১৬-৩০/০৬/১৮ | ৫২০.০০ | পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। |
| ৪। | বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন, চট্টগ্রাম। ০১/০৭/১৮-৩১/১২/২০ | ১৫০.০০ | বিপিসি'র কোনো নিজস্ব না থাকায় উক্ত ভবন নির্মাণের ফলে বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাজের উদ্দীপনা জাগাবে। এছাড়া অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে বিপিসি'র আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। |
| ৫। | বিপিসি'র অফিসার্স এণ্ড স্টাফ কোয়ার্টার্স, চট্টগ্রাম। ০১/০৭/১৮-৩১/১২/২১ | ২০০.০০ | বিপিসি'র কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দর পরিবেশে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার পরিজন নিয়ে নিশ্চিত বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দাপ্তরিক কাজের উৎসাহ, উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। |

## আর্থিক কার্যক্রম ঃ

১। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৬৭,১৩,৫৭৪ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানী করতে মার্কিন ডলার ৩,৬৭৪.১৫ মিলিয়ন সমপরিমান টাকা ২৯,৮৭৩.৩৭ কোটি ব্যয় করে। এর মধ্যে ১১,৭২,১৭৪ মেঃ টন ক্রুড অয়েল আমদানী বাবদ মার্কিন ডলার ৫৬৫.৯৯ মিলিয়ন সমপরিমান টাকা ৪,৬০৩.৮১ কোটি এবং ৫৫,৪১,৩৯৯ মেঃ টন পরিশোধিত তেল আমদানী বাবদ মার্কিন ডলার ৩,১০৮.১৬ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ২৫,২৬৯.৫৬ কোটি। একই সময়ে রিফাইনারীতে প্রক্রিয়াজাতকৃত চাহিদার অতিরিক্ত ন্যাফথা রপ্তানী করে প্রায় মাঃডঃ ২০.৭৪ মিলিয়ন সমপরিমাণ প্রায় ২০৭.৪২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

২। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মাঃ ডঃ ৫৪৮.০০ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মাঃ ডঃ ৪৭৮.০০ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

## বিপিসি'র আওতাধীন বিভিন্ন কোম্পানির কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হল:
## পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

### ১। কোম্পানির পরিচিতি ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৃটিশ-ভারত উপনিবেশিক সময়কালে এর সৃষ্টি। কোম্পানির পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের এই অংশে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা শুরু করে এবং বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানি সমূহের মধ্যে অন্যতম। কোম্পানির ঐতিহাসিক পটভূমি নিম্নরুপঃ

* ১৮৭১ সালে "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" তাদের প্রধান ব্যবসায়িক কার্যক্রম বার্মায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্কটল্যান্ডে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয় (উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বার্মা বৃটিশদের নিকট বৃটিশ-ভারতের একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত ছিল)।
* ১৮৮৮ সালে, রেংগুন অয়েল কোম্পানি বার্মা অয়েল কোম্পানি হিসেবে পুর্নগঠিত হয়। কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম সে সময় আসাম ও বাংলাসহ বৃটিশ-ভারত এর অন্যান্য প্রদেশে বিস্তার লাভ করে। কোম্পানির প্রদান কার্যালয় ছিল ১৯১ ওয়েস্ট জর্জ স্ট্রীট, গ্লাসগো, ইউ কে।
* ১৮৮৮ সালে, বার্মা অয়েল কোম্পানি প্রথমবারের মত তেল আহরণের জন্য বার্মায় ড্রিলিং সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে। পূর্বে বার্মায় হাতে খননকৃত কুপ হতে তেল আরোহন করা হতো।
* ১৯০৩ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামে তাদের "মহেশখালী তেল স্থাপনা" প্রতিষ্ঠা করে।
* ১৯০৮ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করে।
* ১৯১৪ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামের সীতাকুন্ডে একটি কুপ খনন করে।
* ১৯২০ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানির প্রধান পরিবেশক মেসার্স বুলক ব্রাদার্স, চট্রগ্রামের সদরঘাটে তাদের ব্যবসায়িক কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।
* ১৯২৯ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি মেসার্স বুলক ব্রাদার্স এর ৪.১ একর জমিসহ সদরঘাটস্থ কার্যালয় এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে এর নিজস্ব ব্যবসায়িক কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।
* ১৯৪৭ সাল উপমহাদেশ বিভাগের পূর্ববর্তী সময় দুটি প্রধান কোম্পানি বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি) এবং বার্মা শেল অয়েল ষ্টোরেজ এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (বিএসওসি) এ অঞ্চলে তেলের ব্যবসা পরিচালনা করত, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অর্ন্তভুক্ত ।
* ১৯৪৮ সালে বার্মা শেল তেজগাঁও বিমান বন্দরে এভিয়েশন ডিপো প্রতিষ্ঠা করে।
* তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের তেল বিপণন পরিস্থিতি বিবেচনা করে বার্মা শেল তাদের শেয়ার বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানি) কে হস্তান্তর করে এবং ১৯৬৫ সালে বিওসি এর ৪৯% শেয়ার নিয়ে বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড নামে নতুন একটি কোম্পানি গঠিত হয়। অবশিষ্ট শেয়ার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বেসরকারী ব্যক্তি মালিকদের ইস্যু করা হয়।
* ১৯৭৭ সালে বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
* ১৯৮৫ সালে, বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানি) তাদের বাংলাদেশের সমস্ত সম্পত্তি (বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড এর শেয়ারসহ) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অনুকুলে হস্তান্তর করে। বিওসি এর সমস্ত শেয়ার বিপিসি-কে হস্তান্তরের শর্তানুযায়ী বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড এর নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে এবং তদানুযায়ী ১৯৮৮ সালে কোম্পানির নাম পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (পিওসিএল) এ রুপান্তরিত হয়।

### পিওসিএল এর কার্যাবলি ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড দেশের বৃহত্তম পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন কোম্পানি এবং অন্যতম বৃহত্তম কৃষি কীটনাশক বিপণন কোম্পানিও বটে। পেট্রোলিয়াম ও এগ্রো-কেমিক্যালস্ ব্যবসা পরিচালনার জন্য সারাদেশে কোম্পানির বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে নির্ধারিত মূল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কোম্পানির প্রধান লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে নির্ধারিত মূল্যে জনগণের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুরুপে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন। তাছাড়া কৃষিজাত কীটনাশক পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে অত্র কোম্পানি দেশের কৃষি নির্ভর অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে চলেছে।

## ২০১৭-২০১৮ সালে পিওসিএল এর কার্যক্রম

**পিওসিএল এর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নিম্নরূপ ঃ**

| | | |
|---|---|---|
| ফিলিং স্টেশন | - | ৬৮২ |
| এজেন্ট | - | ৯১৭ |
| প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার | - | ২২৮ |
| এল পি জি ডিলার | - | ৭১৫ |
| বার্জ ডিলার | - | ৫০ |
| **মোট** | - | **২৫৯২** |

## ৩০.০৬.২০১৮ পর্যন্ত পিওসিএল এর স্থায়ী জনবল কাঠামো ঃ

| | সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত পদের সংখ্যা | বর্তমানে কর্মরত |
|---|---|---|
| কর্মকর্তা | ২৯৫ | ২৭৩ |
| কর্মচারী | ৯১৬ | ৭৯২ |
| মোট | ১২১১ | ১০৬৫ |

## ডিপো নেটওয়ার্ক

| | | |
|---|---|---|
| ক) জ্বালানি তৈল ডিপো | ঃ | ১৭টি |
| খ) এগ্রো-কেমিক্যালস্ | ঃ | ৩৩টি |
| গ) এভিয়েশন ডিপো | ঃ | ০৪টি |
| **মোট** | - | **৫৪টি** |

**খ) নিজস্ব অর্থায়নঃ**

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১। | কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন।<br>০১/০৭/০৭-৩১/০৩/১৮ | ২০৪৫৬.০০ | ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধারন ক্ষমতার এ ডিপোটি তৈরী হলে দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে জ্বালানী সরবরাহ করা সহজতর হবে। জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় হবে। |
| ২। | কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)।<br>০১/০৭/১৩-৩০/০৬/১৭ | ৬৭৬৬.৪৯ | পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। |
| ৩। | চট্টগ্রাম টার্মিনালে ৪ তলা ভবন নির্মান প্রকল্প, গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।<br>০১/০১/১৬-৩০/০৬/১৮ | ৯৫৪.০০ | যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ এর প্রধান স্থাপনায় টার্মিণাল ভবন নির্মাণ হলে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারবে। |
| ৪। | প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২<br>০১/০৪/১৬-৩১/০৩/১৯ | ১৪১৮৭.০০ | ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারির ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। |
| ৫। | কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং(যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার,ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ)<br>০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯ | ১২৩৮২.০০ | জেওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিস নির্মাণের ফলে নিজস্ব ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া ফ্লোর ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির সুনির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হবে। |
| ৬। | কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম<br>০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯ | ৫৩৭৩.০০ | এমপিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিস নির্মাণের ফলে নিজস্ব ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া ফ্লোর ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির সুনির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হবে। |
| ৭। | ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২<br>০১/১০/২০১৬-৩০/০৯/২০১৭ | ৩৭১৮১.০০ | ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারির ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। |
| ৮। | এয়ারক্রাফ্ট রি-ফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ এ্যাট কক্সবাজার এয়ারপোট।<br>০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৬ | ২৩৩০.০০ | কক্সবাজার এয়ারপোর্ট এ এয়ারক্রাফ্ট রি-ফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন করা যাতে করে জাতীয় ও আন্তজার্তিক বিমান সংস্থা কক্সবাজার এয়ারপোর্ট থেকে তাদের ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারে। |
| ৯। | ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম চিটাগাং টু ঢাকা।<br>০১/০৬/২০১৬-০১/০৮/২০১৭ | ৭০৩.০০ | প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল জেট-এ-১ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১০। | কন্সট্রাকশন অব ৪ স্টোরিড বিপিসি টার্মিনাল বিল্ডিং এ্যাট বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। জুলাই'২০১৬ হতে ডিসেম্বর' ২০১৭ | ৮৫২.০০ | দেশের উত্তরাঞ্চলে বিপিসি'র অধীনস্ত কোম্পানিসমূহের (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের ব্যবস্থাপনা, সমন্বয়, বিতরণ ও বিপণনের উন্নতিতে সাহায্য করা। |

## ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা ঃ

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা হিসেবে নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হবে ঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বাস্তবায়নকাল | সম্ভব্য প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা) | প্রকল্পের ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১। | ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২। ০১/০১/১৮-৩১/১২/২০ | ১৬৭৩৯.০৯ | ইআরএল এর পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ উপযোগী স্পেসিফিকেশনের জ্বালানির উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সুসংহত রাখবে। অন্যদিকে জ্বালানি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে। |
| ২। | কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম চট্টগ্রাম-ঢাকা। ০১/০৭/১৬-৩০/০৬/১৯ | ২৫০০.০০ | পেট্রোলিয়াম পণ্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বা ঢাকার নিকটবর্তী যে কোন এলাকা পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিবহন করা। ফলে সময় ও অর্থ দুটিই সাশ্রয় হবে। |
| ৩। | ইন্দো-বাংলা প্রোডাক্ট পাইপলাইন ফ্রম শিলিগুড়ি মার্কেন্টিং টার্মিনাল (এসএমটি), ইন্ডিয়া টু পার্বতীপুর ডিপো ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক(৩*১০,০০০ মেঃ টন) বাংলাদেশ। ০১/০৭/১৬-৩০/০৬/১৮ | ৫২০.০০ | পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। |
| ৪। | বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন, চট্টগ্রাম। ০১/০৭/১৮-৩১/১২/২০ | ১৫০.০০ | বিপিসি'র কোনো নিজস্ব না থাকায় উক্ত ভবন নির্মাণের ফলে বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাজের উদ্দীপনা জাগাবে। এছাড়া অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে বিপিসি'র আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। |
| ৫। | বিপিসি'র অফিসার্স এণ্ড স্টাফ কোয়ার্টার্স, চট্টগ্রাম। ০১/০৭/১৮-৩১/১২/২১ | ২০০.০০ | বিপিসি'র কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দর পরিবেশে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার পরিজন নিয়ে নিশ্চিত বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দাপ্তরিক কাজের উৎসাহ, উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। |

## আর্থিক কার্যক্রম ঃ

১। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৬৭,১৩,৫৭৪ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানী করতে মার্কিন ডলার ৩,৬৭৪.১৫ মিলিয়ন সমপরিমান টাকা ২৯,৮৭৩.৩৭ কোটি ব্যয় করে। এর মধ্যে ১১,৭২,১৭৪ মেঃ টন ক্রুড অয়েল আমদানী বাবদ মার্কিন ডলার ৫৬৫.৯৯ মিলিয়ন সমপরিমান টাকা ৪,৬০৩.৮১ কোটি এবং ৫৫,৪১,৩৯৯ মেঃ টন পরিশোধিত তেল আমদানী বাবদ মার্কিন ডলার ৩,১০৮.১৬ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ২৫,২৬৯.৫৬ কোটি। একই সময়ে রিফাইনারীতে প্রক্রিয়াজাতকৃত চাহিদার অতিরিক্ত ন্যাফথা রপ্তানী করে প্রায় মাঃডঃ ২০.৭৪ মিলিয়ন সমপরিমাণ প্রায় ২০৭.৪২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

২। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মাঃ ডঃ ৫৪৮.০০ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মাঃ ডঃ ৪৭৮.০০ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

## বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকা :

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

| ২০১৭-২০১৮ | | | |
|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | কাজের স্থান | কাজের বিবরণ | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
| ০১ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | একটি দ্বিতল বিশিষ্ট ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ। | ২৩৩ |
| ০২ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | একটি দ্বিতল বিশিষ্ট ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ভবন নির্মাণ। | ১১০ |
| ০৩ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি গভীর নলকূপ স্থাপন ও পানি সরবরাহের পাইপলাইনসমূহের পরিবর্তন (চলমান)। | ১২২ |
| ০৪ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | জেট-এ১ তৈলাধার সমূহের ডাইক এলাকার উন্নয়ন (চলমান)। | ৩০০ |
| ০৫ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | ৫০০ কেভিএ ক্ষমতার উপকেন্দ্রকে ১০০০ কেভিএ ক্ষমতায় উন্নিতকরন (চলমান)। | ২৮২ |
| ০৬ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | ট্যাঙ্ক ফার্ম এলাকার অভ্যন্ড়রীণ রাস্তার ২য় পর্যায়ের উন্নয়ন (চলমান)। | ১৭৫ |
| ০৭ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | পাইপলাইনের নিচে কংক্রিট সারফেইস নির্মাণ। | ৬০ |
| ০৮ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | কর্মচারীদের জন্য ৪-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ (চলমান)। | ১৭৭ |
| ০৯ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | কর্মকর্তাদের জন্য ৫-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ (চলমান)। | ৩৩৯ |
| ১০ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | কর্ণফুলী নদীর পাড় সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (চলমান)। | ৫২ |
| ১১ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | ৬৩ নং তৈলাধারের সংস্কার সাধন। | ৯৫ |
| ১২ | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম। | প্রধান স্থাপনায় বিভিন্ন নালা-নর্দমা নির্মাণ ও সংস্কার। | ১৪৭ |
| ১৩ | চাঁদপুর ডিপো। | কন্সট্রাকশন অব ২০০০ এমটি ক্যাপাসিটি স্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট চাঁদপুর ডিপো। | ১৭২.২৮ |
| ১৪ | ঝালকাঠি ডিপো। | কন্সট্রাকশন অব ১২০০ এমটি ক্যাপাসিটি স্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট ঝালকাঠি ডিপো। | ৯৭.১০ |
| ১৫ | পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রিজ) টু কেএডি | ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রিজ) টু কেএডি ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ (বিপিসি অর্থায়নে)। | ৫০২.০০ |
| ১৬ | বাঘাবাড়ি ডিপো। | সাপাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব ইন্টারনাল ফ্লোটিং রুফ, ফ্রেমপ্রুফ পাম্প-মটর সেট এলং উইথ নেসেসারি পাইপলাইন মোডিফিকেশন ওয়ার্ক্স ফর রিনোভেশন অব ট্যাংক নং- ০২ এ্যাট বাঘাবাড়ি ডিপো। | ৫২.৬৮ |
| ১৭ | প্রধান স্থাপনা থেকে শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম | কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর ফিজিবিলিটি স্টাডি অব জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম মেইন ইন্সটলেশন, গুপ্তখাল টু শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম (বিপিসি অর্থায়নে), (চলমান)। | (ইউএস ডলার) এবং ৪২.৩০ লক্ষ টাকা। |
| ১৮ | শ্রীমঙ্গল ডিপো। | ভার্টিকাল এক্সটেন্সান অব অফিস বিল্ডিং এন্ড বাউন্ডারি ওয়াল ইনক্লুডিং এনসিলারি ওয়ার্ক্স এ্যাট শ্রীমঙ্গল ডিপো। | ৩১.৬৭ |
| ১৯ | পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) | জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ (চলমান)। | ২২৮.০০ |
| ২০ | আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। | চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ২৩ তলা বিশিষ্ট কোম্পানির নিজস্ব হেড অফিস বিল্ডিং নির্মাণ প্রকল্প (চলমান)। | ১০১০০.৯৯ |
| ২১ | পরিবাগ, ঢাকা। | পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর নিজস্ব জমিতে ঢাকা অফিসের জন্য অতিরিক্ত দুইটি বেইজমেন্টসহ ১২ তলা ভবন নির্মাণ (চলমান)। | ৩২১৮০.৪৬ (প্রাক্কলিত ব্যয়)। |

## ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা :

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বিগত ০৩(তিন) বছরে (২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৭-২০১৮) পর্যন্ত মোট ৬১৮৬১০০ মে.টন পরিশোধিত জ্বালানি তেল বাজারজাত করা হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে সারাদেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ২৫৪২৪৮ মে. টনে উন্নীত করা হয়েছে। বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমুহের চাহিদা মোতাবেক ডিজেল/ফার্ণেস অয়েল নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জ্বালানি তেল গ্রহণ, মজুদ ও সরবরাহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে জ্বালানি তেল পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রধান স্থাপনায় ম্যানুয়েল সিস্টেমের পরিবর্তে আধুনিক রার্ডার টাইপ অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম, প্রধান স্থাপনাসহ ১টি ডিপোতে অটোমেটিক ইনভয়েজ সিস্টেম চালু করা হয়েছে ও ৩টি ডিপোতে অটোমেটিক ইনভয়েজ সিস্টেম চালুকরন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বোরো মৌসুমে উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে বিশেষ করে বিগত জানুয়ারী-এপ্রিল, ২০১৮-এ নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোম্পানির মালিকানাধীন জমিতে আয় বর্ধক বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের আওতায় নিজস্ব অর্থায়নে ইতিমধ্যে চট্রগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ৪২ শতক জায়গার উপর তিনটি বেজমেন্টসহ ২২(বাইশ) তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্য্যালয় ভবণ নির্মাণকল্পে গত ১৯.০৪.২০১৬ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভাব্য মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০২০। এছাড়াও ৬ পরিবাগ, ঢাকায় অবস্থিত কোম্পানির নিজস্ব মালিকানাধীন প্রায় ০২(দুই) একর জমিতে বহুতল ভবণ নির্মাণকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। রাজউক-এর চুড়ান্ত অনুমোদন ও ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গণপূর্ত বিভাগের নিকট হতে লীজমূলে গৃহীত জমিতে ১২(বার) তলা বিশিষ্ট ভবণ নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বিভিন্ন ডিপো হতে তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মান করা হচ্ছে। এছাড়াও স্থাপনা ও ডিপোসমুহে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আধুনিকিকরণ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সিসি টিভি স্থাপন সহ কোম্পানির চট্রগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় নিম্নোক্ত ভবনসমুহের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

# কোম্পানির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল) বিগত পাঁচ দশক ধরে জ্বালানি তেল বিপণনের মাধ্যমে জাতিকে সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে এ কোম্পানি অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৯৬৪ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালিন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএনওএল) নামক কোম্পানিটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রোপার্টি (কনট্রোল, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিস্পোজাল) আদেশ ১৯৭২ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েল্স লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখে এক সরকারি আদেশ বলে এর পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২১-৪-৭৩ তারিখে ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ কোম্পানি পেট্রোবাংলার আওতাধীন একটি এডহক কমিটি (অয়েল কোম্পানিজ এডভাইজারী কমিটি) দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৭৫ সলের ১২ মার্চ কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা।

পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের বিপিসি অধ্যাদেশ নং LXXXVIII (যা ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারীতে প্রকাশিত হয়) এর ৩১(সি) ধারায় বর্ণিত তালিকায় এ কোম্পানির সম্পত্তি ও দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ইন্দোবার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (আইবিপিসিএল) এর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও দায়-দেনা এ কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গঠনের পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে আসছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থ-বৎসরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তারিখে এ কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-৮-২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার অর্থাৎ; ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ০৯-০১-২০০৮ তারিখে তালিকাভূক্ত হয় এবং যথারীতি উপরোক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অবমুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবশিষ্ট শেয়ার থেকে আরও ১৭ শতাংশ শেয়ার ২৫-৭-২০১১ তারিখে অবমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন অর্থ-বৎসরে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ১১০.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা যথাক্রমে ৬০.০৮% ও ৩৯.৯২%।

এ ছাড়াও জেওসিএল বাংলাদেশে বিশ্বমানের মবিল ব্রান্ডের লুব্রিক্যান্ট এবং গ্রীজ বাজারজাত করে থাকে। এর প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে, এছাড়া ৪টি বিভাগীয় অফিস এবং ৫টি আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস রয়েছে।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর বিদ্যমান ৬৯৮ টি ডিলার, ১২২০ টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৭৫ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৮৩ টি এলপিজি ডিলার এবং ১৮ টি মেরিন ডিলার এর দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানি পরিচালনার জন্য বর্তমানে ৯ (নয়) সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকসহ ৮ (জন) পরিচালক সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১ (জন) পরিচালক সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত। কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

| | | |
|---|---|---|
| প্রধান কার্যালয় | ঃ | যমুনা ভবন, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ। |
| আবাসিক কার্যালয় | ঃ | যমুনা ভবন, ২ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫। |
| বিভাগীয় কার্যালয় | ঃ | চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও বগুড়া। |
| প্রধান স্থাপনা | ঃ | গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম। |
| ডিপো | ঃ | সমগ্র দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে। |
| ব্যবসার প্রকৃতি | ঃ | কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস গ্রহণ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন। |

### কোম্পানির বর্তমান স্থায়ী জনবল

| | অর্গানোগ্রাম মোতাবেক অনুমোদিত জনবল | কর্মরত জনবল | কম (-)/বেশী (+) |
|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | ২৪২ | ১২৮ | -১১৪ |
| কর্মচারী (গ্রুপ-২) | ১৩৭ | ১০৫ | -৩২ |
| শ্রমিক (গ্রুপ-১) | ২৮৬ | ২০৬ | -৮০ |
| সিকিউরিটি গার্ড (গ্রুপ-১) | ১৪১ | ৮০ | -৬১ |
| **মোট** | **৮০৬** | **৫১৯** | **-২৮৭** |

জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুদকরণ, সেফ্‌টি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র জ্বালানি তেল বন্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কোম্পানির মানব সম্পদের মান উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় অংশগ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ চলমান রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ নীতিমালা অনুসরণ করে ৮ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২৫ জন কর্মকর্তা ও ৪০ জন সিকিউরিটি গার্ডসহ ৫০ জন শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগের পরিকল্পনা আছে।

## বিগত ৫ বছরে কোম্পানির বিপণন কার্যক্রম ও সাফল্য

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বিগত ৫ বছরে কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ সেক্টরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি খাতে নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে যথাসময়ে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল সরবরাহের মাধ্যমে এ কোম্পানি জাতীয় উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলছে।

## নিম্নে ৫ বছর পণ্য বিক্রয়ের পরিসংখ্যান

মেঃ টন

| পণ্য | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ |
|---|---|---|---|---|---|
| অকটেন (এইচওবিসি) | ৩০৩৭৭ | ৩১৯০৯ | ৪০১১২ | ৫০৮৫১ | ৬১৩৩৫ |
| পেট্রোল (এমএস) | ৫৬৫২১ | ৫৪৮৯৩ | ৪৫৭৮৫ | ৭৫৫৮৭ | ৮৮৬৩০ |
| কেরোসিন (এসকেও) | ১০৫১৫১ | ৯৬১৮৩ | ৭২৯৪০ | ৫৮৭১৮ | ৪৮৯৯৩ |
| ডিজেল (এইচএসডি) | ১০৫৫৩০২ | ১০৯৩১৪০ | ১১৯২৯৬২ | ১২০৯৬৩৪ | ১৩৭৪১৩৫ |
| ফার্নেস অয়েল (এফও) | ৩৫৬৪১৬ | ৩২১৮৯৭ | ২৩৬৩৭৫ | ২৪৭০৯৮ | ২৩৬৮৬৯ |
| জেবিও | ৫৯৪৫ | ৫১৩৭ | ৪২৪৫ | ৪৪৮৩ | ৪৮৭৮ |
| লুব অয়েল | ৪৯৪০ | ৪৮৩৫ | ৪৩১৬ | ৪৫৮৫ | ৪৪৪৫ |
| গ্রীজ | ৭২ | ৪৫ | ২২ | ৩৬ | ৪০ |
| এমটিটি | ০ | ০ | ০ | ৩৫ | ৩৮৯১ |
| এলপিজি | ৪১৭৪ | ৪১৬১ | ৪০৫৮ | ৩৯০৪ | ১১০৭১ |
| বিটুমিন | ১২৭৭৯ | ১২৬৫০ | ৫৩২৪ | ১৩০২০ | ৭ |
| মোট | ১৬৩১৬৭৭ | ১৬২৪৮৫০ | ১৬০৬১৩৯ | ১৬৬৭৯৫১ | ১৮৩৪২৯৪ |
| হ্রাস/বৃদ্ধি | ১০৬৭২০ | (৬৭২৭) | (১৮৭১১) | ৬১৮১২ | ১৬৬৩৪৭ |
| % | ৬.৯৯ | (০.৪১) | (১.১৫) | ৩.৮৫ | ৯.৯৭ |

## বিগত ৫ বছরে আর্থিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বিগত ০৫ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। কোম্পানির বিগত ০৫ বছরের লাভ/ক্ষতির বিবরণী, স্থিতি পত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আয়কর পরবর্তী মুনাফা ১৯৯.০১ কোটি টাকা হতে ২২৪.২৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। আয়কর হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ৬৪.৭২ কোটি টাকা হতে ৭৩.৬৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

**(কোটি টাকায়)**

| | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট বিক্রয় | ১১৫৬৩.৫৭ | ১২৮৫০.৯৮ | ১২৭৬৪.৯৩ | ১২৪৫৪.৮৫ | ১২১৫৪.২০ |
| বিক্রয় পরিব্যয় | (১১৪২৩.২১) | (১২৭০৩.৮৬) | (১২৫৯১.৬৩) | (১২৩৬৭.৬৫) | (১২০৩০.০৫) |
| নীট আয় | ১৪০.৩৬ | ১৪৭.১২ | ১৭৩.৩০ | ৮৭.২০ | ১২৪.১৫ |
| মোট খরচ | (৬৬.৯৯) | (৬৭.৪৫) | (৯৭.৮৪) | (১০৩.৭৫) | (১৩২.১৮) |
| অন্যান্য পরিচালন আয় | ২৪.৪৬ | ৩১.৫৫ | ৪১.২১ | ৪৯.৫৮ | ৩৯.৭১ |
| পরিচালন মুনাফা | ৯৭.৮৩ | ১১১.২২ | ১১৬.৬৭ | ৩৩.০৩ | ৩১.৬৮ |
| অন্যান্য আয় | ১৭৯.৭৮ | ২১২.০৯ | ১৯৯.০৪ | ২৪০.৭৯ | ২৮১.৯৫ |
| নীট মুনাফা | ২৭৭.৬১ | ৩২৩.৩১ | ৩১৫.৭১ | ২৭৩.৮২ | ৩১৩.৬৩ |
| শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল | (১৩.৮৮) | (১৬.১৭) | (১৫.৭৯) | (১৩.৬৯) | (১৫.৬৮) |
| আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা | ২৬৩.৭৩ | ৩০৭.১৪ | ২৯৯.৯২ | ২৬০.১৩ | ২৯৭.৯৫ |
| আয়কর | (৬৪.৭২) | (৭৫.৪৭) | (৭৪.৬০) | (৬৪.২৩) | (৭৩.৬৯) |
| আয়কর পরবর্তী মুনাফা | ১৯৯.০১ | ২৩১.৬৮ | ২২৫.৩২ | ১৯৫.৯০ | ২২৪.২৬ |
| শেয়ার সংখ্যা (কোটি) | ৯.১৩ | ১০.০৪ | ১১.০৪ | ১১.০৪ | ১১.০৪ |
| শেয়ার প্রতি আয় (টাকা) | ২১.৮১ | ২৩.০৮ | ২০.৪০ | ১৭.৭৪ | ২০.৩১ |

### জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি :

এ কোম্পানির ২৫% মালিকানা ও মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ৭৫% মালিকানায় দুইটি যৌথ উদ্যোগী কোম্পানি "মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিডেট (এমজেএলএল)" ও "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" গঠনের জন্য গত ২৬-০৭-১৯৯৮ তারিখে চুক্তি হয়। পরবর্তীতে মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড তাদের মালিকানার ৭৫% শেয়ার ইস্ট কোস্ট গ্রুপের নিকট হস্তান্তর করে এবং "মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিডেট (এমজেএলএল)" ও "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" এর নামকরণ করা হয় যথাক্রমে "এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড" ও "ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড"। এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড পুঁজিবাজারে ৪০ কোটি টাকার শেয়ার অবমুক্ত করায় ইস্ট কোস্ট গ্রুপ, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২.০৮%, ১৯.৪৬% ও ২৮.৪৬%।

### বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড :

কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ৫ বছরে প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রাম, দৌলতপুর, ফতুল্লা, বরিশাল, পার্বতীপুর ও চাঁদপুর ডিপোতে মোট ৬১,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ১৬টি ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে। সুনামগঞ্জের সাচ্না বাজারে স্থায়ী ডিপো স্থাপনের জন্য ৫ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। বিপিসি'র তত্ত্বাবধানে নির্মাণাধীন মংলায় অয়েল ইন্সটলেশন ও এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পে অর্থলগ্নী করা হয়েছে। কোম্পানির উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে কোম্পানির নীট আয় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শেয়ার প্রতি আয়ও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাবে।

- সিলেট ডিপো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিপো সংলগ্ন ০.৩৭৬০ একর জমিতে নতুন অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়, পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনা, ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর ও সিলেট ডিপোতে জ্বালানি তেলের পরিচালন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১৫ (পনের)টি স্টোরেজ ট্যাংকে রাডার টাইপ অটো গেজিং সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

- জিওবি এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জস্থ বাঘাবাড়ীতে ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জ্বালানি তেলের ১(এক)টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রধান স্থাপনাসহ ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর, বাঘাবাড়ি, শ্রীমঙ্গল, রংপুর, বরিশাল এবং ভৈরববাজার ডিপোতে সিসিটিভি স্থাপন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

**চলমান উন্নয়ন প্রকল্প:**

| প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন কাল | প্রকল্পব্যয় (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা (২য় ফেইজ - ৩য় থেকে ২০তম তলা) | জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ | ১২,৩৮৩.০০ | কাজ চলমান আছে |
| চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ০৪(চার) তলা অফিস ভবন নির্মাণ | জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ | ৯৫৪.০০ | সম্পন্ন হয়েছে |
| প্রধান স্থাপনা ও প্রধান কার্যালয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা/ আর্চওয়ে স্থাপন | সম্পন্ন হয়েছে | ৪০.৫৫ | |
| প্রধান স্থাপনার ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ | কাজ চলছে | ৩৫.০০ | |
| প্রধান স্থাপনায় স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ (৬,৭৫০ মেঃ টন) | জুন, ২০১৯ | ৭৫৯.০০ | |
| প্রধান স্থাপনায় স্টোরেজ ট্যাংক রিনোভেশন (১০,০০০ মেঃ টন) | জুন, ২০১৯ | ৩৭৪.০০ | |
| প্রধান স্থাপনায় জেনরেটর রুম নির্মাণ | ডিসেম্বর, ২০১৮ | ৫৯.০০ | |
| সিলেট ডিপোতে স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ (১৫০০ মেঃ টন) | জুন, ২০১৯ | ২২৪.০০ | |
| সিলেট ডিপোতে বাউন্ডারী ওয়াল রিনোভেশন | ডিসেম্বর, ২০১৮ | ৫৯.০০ | |
| ফতুল্লা ডিপোতে আধুনিক ফায়ার ফাইটিং স্থাপন কাজ | ডিসেম্বর, ২০১৮ | ৩৭৫.০০ | |
| ফতুল্লা ডিপোতে কালভার্ট নির্মাণ | ডিসেম্বর, ২০১৮ | ৬৫.০০ | |
| দৌলতপুর ডিপোর রেলওয়ে সাইডিং রিনোভেশন | ডিসেম্বর, ২০১৮ | ৮৭.০০ | |

**ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:**

- প্রধান স্থাপনার অপারেশন্স সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনায় অবস্থিত পন্টুন জেটি/ "এলজে-৩" এর স্থলে ডলফিন অয়েল/আরসিসি পাকা জেটি নির্মাণ;
- প্রধান স্থাপনা/ডিপোর সিকিউরিটি ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে পরামর্শক নিয়োগ;
- প্রধান স্থাপনায়/ডিপোতে ট্যাংকার, ট্যাংকলরী ও ট্যাংকওয়াগন লোডিং-আনলোডিং এবং প্রোডাক্ট ডেলিভারী সংক্রান্ত পরিচালন কার্যক্রম ম্যাকানাইজড এন্ড অটোমেটেড ব্যবস্থায় পরিচালনার লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;
- কোম্পানির মালিকানাধীন বিভিন্ন জায়গায় আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সিলেট অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে সিলেট ডিপো সংলগ্ন ক্রয়কৃত জমিতে পূর্ণাঙ্গ ডিপো নির্মাণ;
- সুনামগঞ্জের সাচনাবাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে ক্রয়কৃত ৫(পাঁচ) একর জমিতে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- ঝালকাঠি বার্জ ডিপোর পরিবর্তে জমি ক্রয়পূর্বক উক্ত জেলার সুবিধাজনক স্থানে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- কোম্পানির সকল আঞ্চলিক অফিস/ডিপোর জ্বালানি তেলের পরিচালন, বিক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়ন;
- প্রধান স্থাপনা এবং ডিপোসমূহে ফায়ার ফাইটিং সুবিধাদির আধুনিকায়ন;
- কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রমে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের নিমিত্তে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রধান স্থাপনাসহ সকল ডিপোসমূহের আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ।

# মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো ঃ

### কোম্পানির পরিচিতি ঃ

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন কাজে নিয়োজিত।

১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় দুটি তেল বিপণন কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ০১-০১-১৯৭৭ তারিখে বিপিসি'র আওতাধীনে আনা হয়। মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-কে একীভূত করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের সার্কুলার মোতাবেক উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়-দেনা মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এ স্থানান্তর করা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে নব গঠিত মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

কোম্পানি ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ৫ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০৮.২১ কোটি টাকা (৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে)।

### কার্যাবলি ঃ

১.১ সমগ্র দেশব্যাপী চাহিদার নিরীখে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, বিটুমিন, তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং লুব্রিকেন্টস সংগ্রহকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ;

১.২ ফিলিং ষ্টেশন/ডিলার/এজেন্ট হতে নিয়মিতভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক গুণগতমান পরীক্ষা, পরিমাপ, নির্ধারিত মূল্য যাচাইকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১.৩ সমগ্র দেশে সমগ্র পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

১.৪ খরা মওসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও মূল্য পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ;

১.৫ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত দেশের সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তৈল সরবরাহ করা।

### জনবল কাঠামো ঃ

**কোম্পানির অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ**

| লোকবলের বর্ণনা | অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা | বর্তমান লোকবল |
|---|---|---|
| কর্মকর্তা | ২৩০ | ১৩৭ |
| কর্মচারী | ১৪০ | ১১৭ |
| শ্রমিক, সিকিউরিটি গার্ড | ৩৭০ | ১৮০ |
| **মোটঃ** | **৭৮০** | **৪৩৪** |

## ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে লোকবল নিয়োগের পরিসংখ্যান

### কর্মকর্তা পদে ১৯ জন এর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

### ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যের বিবরণ ঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানি সমগ্র দেশের ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল বিশেষভাবে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি সচেষ্ট থাকে। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মান সম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল (ইচ ইৎধহফ) সরবরাহ করা হয়। অত্র কোম্পানি ৭৯৬টি ফিলিং স্টেশন, ৯৪৩টি এজেন্সী পয়েন্টস, ১৭২টি প্যাকড্ পয়েন্টস্ ডিলার এবং ১২৫৩টি এলপিজি ডিলারস্ এর সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ বিপণন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কোম্পানি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৪,৬৭,১৫৩ মেঃটন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করে। উল্লেখিত অর্থ বছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৩% পেট্রোল, ৩৮% অকটেন, ৪০% কেরোসিন, ৩৯% ডিজেল, ৪৪% ফার্নেস অয়েল এবং ৫৪% লুব অয়েল বিক্রি করে। সর্বোপরি বর্ণিত অর্থ বছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৯% পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয়।

### আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব চূড়ান্ত করণের কাজ চলছে। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী করোত্তর মুনাফা দাড়ায় ১৯৬,১১,০২,০১৮ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরে নেট এসেট ভ্যালু দাড়াঁয় ১০৬৫,৬১,৪৫,৩৬২ টাকা, নেট এসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ৯৮.৪৭ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাড়াঁয় ১৮.১২ টাকা।

## কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

**২০১৭-২০১৮ অর্থ-বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প / উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ-**

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ | কার্যাদেশ/চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| ০১. | প্রধান কার্যালয়- চট্টগ্রাম, ৪ টি রিজিওনাল অফিস এবং কোম্পানির সকল ডিপোতে টার্ণ কী ব্যাসিস্ এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (ইআরপি) সলিউশন এর ডিজাইন, উন্নয়ন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ এবং ডাটা সেন্টারসহ ল্যান ও ওয়ান সংযোগের জন্য আনুষঙ্গিক সকল হার্ডওয়্যার ক্রয়। | ৪,৯৯,৪৪,৪৪৯.০০ |
| ০২. | চট্টগ্রাম-এ আগ্রাবাদ বা/এ ৩টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯ তলা মেঘনা ভবন নির্মাণ। | ৫৭,৫১,৪২,২৮৩.৩৫ |
| ০৩. | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৫০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয়। | ৬৮,০০,০০০.০০ |
| ০৪. | গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে অফিস বিল্ডিং নির্মাণ। | ১,৯৭,৩৮,৮৬৬.০০ |
| ০৫. | গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে নদীর পাড়ে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ এবং রাস্তা কার্পেটিং ও ফিলিং গ্যান্ট্রির রুপিং সীট পরিবর্তনের কাজ। | ৯৭,৯০,৯০০.০০ |
| ০৬. | ফতুল্লা ডিপো, নারায়নগঞ্জে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ। | ২,৭৮,৬৫,৭৫১.২০ |
| ০৭. | ঝালকাঠি ডিপো, ঝালকাঠিতে ১৩০০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ। | ১,৫০,৭৪,৬০০.০০ |
| ০৮. | বরিশাল ডিপো, বরিশালে ৭০০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন অকটেন স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ। | ১,২৭,৮৪,০৫০.০০ |
| ০৯. | ভৈরব ডিপো, কিশোরগঞ্জে ১৩০০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ। | ১,৩৫,৮৫,৪০০.০০ |
| ১০. | এমএমএসসি, ঢাকা এর ছাদে টালী লাগানো ও ফ্লোরের পেভমেন্ট নির্মাণ। | ৬১,৪৮,২০০.০০ |

## কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ |
|---|---|
| ০১. | প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে ৪ তলা ফাউন্ডেশন সহ ৩ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ। |
| ০২. | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ডলফিন ওয়েল জেটি-৫ (ডিওজে-৫) পূণঃসংস্কার এবং মেরামত। |
| ০৩. | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামের নর্থ টার্মিনালে ২৫০ কেভিএ জেনারেটর ও সাবস্টেশন স্থাপনের জন্য ভবন নির্মাণ। |
| ০৪. | প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে প্রধান সিকিউরিটি পোষ্ট সংলগ্ন ভূ-গভস্থ পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন। |
| ০৫. | দৌলতপুর ডিপো, খুলনাতে ট্যাকলরী ফিলিং সেড ও ইয়ার্ড এ আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ, ড্রেনেজ সিষ্টেম উন্নয়ন ও রিলেটেড কাজ। |
| ০৬. | গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে রিভার সাইট বাউন্ডারী ওয়াল এর পুণঃ নির্মাণ ও ডিপোর ওয়াক ওয়ে উন্নয়ন। |
| ০৭. | ভৈরব বাজার ডিপো, কিশোরগঞ্জে জেটি সাইটে পাইপ লাইন বসানোর কাঠামো নির্মাণ, সিকিউরিটি পোষ্ট পুণঃ নির্মাণ, স্টোর হাউজ নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ। |
| ০৮. | ১৩১-১৩৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকাতে ২২.৫ কাঠা জমির উপর বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি। |
| ০৯. | এমএমএসসি, ঢাকাতে নতুন ২ টি ডিসপেনসিং ইউনিট স্থাপন/পাইপ লাইন নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ। |
| ১০. | দৌলতপুর ডিপো , খুলনাতে ফার্নেস অয়েল ট্যাংক রিপেয়ার, নদীর পাড়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ওয়্যার হাউস ও ডেলিভারী শেড এর রিপেয়ার কাজ। |
| ১১. | বরিশাল ডিপো, বরিশালে ট্যাকলরী ইয়ার্ড নির্মাণসহ ড্রেনেজ সিষ্টেম উন্নয়ন। |
| ১২. | মহেশ্বর পাশা খুলনাতে মাটি ভরাট ও ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন কাজ। |
| ১৩. | মহেশ্বর পাশা খুলনাতে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। |

## আলোকচিত্রে কোম্পানির কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট পরিচালকবৃন্দ।

কোম্পানির ৭ম বিশেষ সাধারণ সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট পরিচালকবৃন্দ।

০৪-১১-২০১৭ তারিখে "মেঘনা ভবন" নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য" এর স্বীকৃতি লাভ উপলক্ষ্যে কোম্পানি কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত আনন্দ শোভাযাত্রার একাংশ।

# ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড

## ১) কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলি ঃ

জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের একটি অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ইং সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। ১৯৬৮ সালে প্রায় ১৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইস্টার্ণ রিফাইনারীর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল।

কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ১৯১৩ (১৯৯৪) সালের কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যাস্ত। পরিচালকমন্ডলীর চেয়ারম্যান এবং পরিচালকবৃন্দ ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন।

### জনবল কাঠামো ঃ

অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে ২২৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীর পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৮৯ জন কর্মকর্তা, ৫০৮ জন শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

### ইআরএল এর ইউনিট ও উৎপাদন ক্ষমতা ঃ

প্রসেস প্ল্যান্ট

**ক) প্রসেস ইউনিট**

| | |
|---|---|
| ১। ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট | ১৫ লক্ষ মেঃ টন/বছর |
| ২। ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট | ৭০ হাজার মেঃ টন/বছর |
| ৩। এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট | |
| ক) ভ্যাকুয়াম ডিস্টিলেশন ইউনিট | ২ লক্ষ মেঃ টন/বছর |
| খ) বিটুমিন ব্লোয়িং ইউনিট | ৭০ হাজার মেঃ টন/বছর |
| ৪। লং রেসিডিউ ভিস-ব্রেকার ইউনিট | ৫ লক্ষ ২২ হাজারমেঃ টন/বছর |
| ৫। মাইল্ড হাইড্রোক্রেকিং ইউনিট | ৫৭ হাজার মেঃ টন/বছর |
| ৬। ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেটর | ৬০ হাজার মেঃ টন/বছর |

**খ) এনসিলারী ইউনিট**

| | |
|---|---|
| ১। ড্রাম তৈরী ও বিটুমিন ফিলিং ইউনিট | ১ হাজার ১শত ড্রাম/দিন |
| ২। হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট | ৭৯০ মেঃ টন/বছর |
| ৩। এল পি জি, গ্যাসোলিন ও কেরোসিন মেরঙ ইউনিট | |

**গ) ইউটিলিটি ইউনিট**

| | |
|---|---|
| ১। স্টীম জেনারেশন ইউনিট (৪ বয়লার) | ৮০ মেঃ টন/ঘন্টা |
| ২। পাওয়ার জেনারেটর (এসটিজি- ২ ও ডিজেল জেনারেটর- ২) | ৭ মেগাওয়াট |

স্টোরেজ ট্যাংক

## উৎপাদিত পণ্য ঃ

প্রারম্ভকালে ইআরএল মূলতঃ একটি ফুয়েল রিফাইনারী হিসাবে সীমিত কলেবরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে নন-ফুয়েল পণ্য যথা- জুট ব্যাচিং অয়েল, মিনারেল টারপেনটাইন (এমটিটি), এসবিপি, বিটুমিন প্রভৃতি উৎপাদন শুরু হয়। রিফাইনারীর প্রধান কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানীকৃত "ক্রুড অয়েল" বা অপরিশোধিত খনিজ তেল। বড় অয়েল ট্যাংকারে আমদানীকৃত "ক্রুড অয়েল" বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া পয়েন্ট থেকে ছোট লাইটারেজ ট্যাংকারে পরিবহন করে আর এম-৭ ডলফিন জেটি থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ইআরএল এর ক্রুড ট্যাংকে মজুদ করা হয়। মজুদকৃত "ক্রুড অয়েল" পাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধনের মাধ্যমে সাতটি ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টে ভাগ করা হয়।

ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টগুলোর বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রনে ১৩ টি ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত ফিনিস্‌ড প্রোডাক্টগুলো হলোঃ

(১) এল পি জি (লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস)

(২) এস বি পি এস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)

(৩) মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার)

(৪) মোটর গ্যাসোলিন (প্রিমিয়াম)

(৫) ন্যাফথা

(৬) মিনারেল টারপেনটাইন

(৭) কেরোসিন

(৮) জেট এ-১ (এভিয়েশন ফুয়েল)

(৯) এইচ এস ডি (হাই স্পিড ডিজেল)

(১০) জে বি ও (জুট ব্যাচিং অয়েল)

(১১) এল ডি ও (লাইট ডিজেল অয়েল)

(১২) এফ ও (ফার্নেস অয়েল)

(১৩) বিটুমিন।

উৎপাদিত ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট

উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে এলপিজি, এলপিগ্যাস লিমিটেড এর মাধ্যমে এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল এর মাধ্যমে সারাদেশে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিন্ন মূল্যে বাজারজাত করা হয়।

## ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের উৎপাদন কর্মকান্ডঃ

ক) ক্রুড ডিষ্টিলেশন ইউনিট (সিডিইউ) এ প্রক্রিয়াকরণ ও অপরিশোধিত তেল প্রাপ্তি ঃ আমদানীকৃত ক্রুড, স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত কনডেনসেট ও প্রারম্ভিক মজুদ সহ মোট ১৩৩৬৯৫৭ মেট্রিক টন কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাওয়া যায় এবং ১২৪১৭৩০ মেট্রিক টন প্রক্রিয়াজাত করে ১২২০৬৮৮ মেট্রিক টন ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট ৯৫২২৭ মেট্রিক টন মজুদ আছে।

খ) সেকেন্ডারী কনভারশন প্ল্যান্ট ঃ রিফাইনারীর টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ২৪২৪১৪ মেঃ টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৪৫১ মেঃ টন ন্যাপথা, ২৮০৯৩ মেঃ টন ডিজেল ও ২০৮৩৪৭ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়।

গ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট ঃ রিফাইনারীর টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ১২৫০২০ মেঃ টন আরসিও প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে ৫৮১৬৩ মেঃ টন বিটুমিন, ৩৪২০৫ মেঃ টন ডিজেল ও ৩০০৩২ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়।

ঘ) মোট পণ্য উৎপাদন (সকল প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত) ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এলপিজি ৯৭৯৩ মেঃ টন, ন্যাফথা ৯৩৯০০ মেঃ টন, এসবিপিএস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট) ২১০ মেঃ টন, মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার) ৫৪৮৭১ মেঃ টন, মোটর গ্যাসোলিন (প্রিমিয়াম) ৩৫৮৩৪ মেঃ টন, মিনারেল টারপেনটাইন ৪৯২৮ মেঃ টন, কেরোসিন ১২৬৮৫৬ মেঃ টন, এইচ এস ডি (হাই স্পিড ডিজেল) ৪৯৫২৯৫ মেঃ টন, জে বি ও (জুট ব্যাচিং অয়েল) ২০২৪৯ মেঃ টন, এল ডি ও (লাইট ডিজেল অয়েল) ৩৯৬৭ মেঃ টন, এফ ও (ফার্নেস অয়েল) ৩০৭১২৫ মেঃ টন, বিটুমিন ৫৮১৬৩ মেঃ টন উৎপাদন করা হয়েছে।

## ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের আর্থিক কর্মকাণ্ড ঃ

ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ, প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনসেন্টিভ, আরসিও প্রক্রিয়াকরণ, ক্রুড অয়েল আমদানী ও রপ্তানি হ্যান্ডেলিং কমিশন, বিটুমিন বিক্রয়ে মার্জিন ইত্যাদি খাতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কোম্পানির আয় ১৬৫০০.০০ লক্ষ (খসড়া) টাকা এবং ব্যয় ১৬০৫০.০০ লক্ষ টাকা।

## ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম এবং ২০০৯ সালের পূর্বের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ

দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা পূরণ, উত্তোরোত্তর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারখানা আধুনিকায়ন, নতুন নতুন ইউনিট স্থাপন, ব্যাপক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়। অর্থাৎ দেশকে ক্রমান্বয়ে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম যেমন ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন, ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভুমিকা পালন করবে।

## বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ঃ

### ১) ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) ঃ

আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল ও ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট সহজে, নিরাপদে ও স্বল্প খরচে খালাস এবং স্থানান্তরের লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসপিএম মহেশখালী দ্বীপের পশ্চিম পাশে উপকুল থেকে ৯ কি.মি দূরে স্থাপিত হবে। ঐ স্থানের সমুদ্রের গভীরতা ২২ মিটারের অধিক বিধায়, ১,২০,০০০ উডঞ জাহাজ থেকে ৪৮ ঘন্টায় আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল ও ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট আনলোড করতে পারবে। জাহাজ থেকে আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল ও ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট পাম্প করে ৩৬// ব্যাসের ২ (দুই) টি পাইপ লাইনের মাধ্যমে এসপিএম হয়ে মহেশখালী স্টোরেজ ট্যাংকে মজুদ করা হবে। স্টোরেজ ট্যাংক থেকে তেল ১৮// ব্যাসের দুইটি পাইপ লাইনের মাধ্যমে অফসোর হয়ে গহিরা দিয়ে কর্ণফুলী নদীর পূর্বপাড় পর্যন্ত আসবে। এরপর HDD পদ্ধতির মাধ্যমে এটি কর্ণফুলী নদী অতিক্রম করে POCL হয়ে ইআরএল এ পৌঁছবে। মোট অফসোর পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য ১৪৬.০০ কিঃমিঃ এবং অনসোর পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ৭৪.০০ কিঃমিঃ। সর্বমোট ২২০ কিলোমিটার পাইপ লাইন স্থাপিত হবে। প্রকল্পের পরামর্শক হিসাবে ILF Consulting Engineers, Germany কে এবং প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার হিসাবে China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬ মে ২০১৭ খ্রীঃ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ।

**২) ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন ঃ**

প্রারম্ভকালে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ছিল খুবই সীমিত। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ১৯৪৮ সালের ১.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৬৮ সালে ১১.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৭৮ সালে ১৩.২১ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৮৮ সালে ১৭.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৯৮ সালে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে এর চাহিদা প্রায় ৬৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ইআরএল এর উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে সীমাবদ্ধ থাকায় বর্তমানে দেশের এক পঞ্চমাংশ চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না, যা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে এবং এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, ইআরএল এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলে, একদিকে যেমন দেশের অধিকাংশ চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে তেমনি অপর দিকে উৎপাদন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বাৎসরিক ৩০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে ৩০ একর জমি লিজ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরো ১৫ একর জমি লীজ গ্রহণ করার কার্যক্রম চুড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

গত ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসাবে Engineers India Limited (EIL), INDIA ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৮/০১/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের "ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন" (FEED) কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ফ্রান্সের টেকনিপ (TECHNIP) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। বর্তমানে এই কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

## ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোপরি প্ল্যান্টের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, কোম্পানির দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়করণ এবং ইআরএল এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা আছে।

১) অনলাইন করোশন মনিটরিং স্থাপন

২) অর্গানাইজেশন রি স্ট্রাকচারিং

৩) টাইম এ্যাটেনডেন্ট ও ভিজিটর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন

৪) ইআরএল ৩৭টি ট্যাংকে অটোগেজিং সিষ্টেম স্থাপন।

৫) ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সপেকশন অব এলপিজি স্ফেয়ার্স পিটিএম এন্ড রিফর্মিং ইউনিট অব ইআরএল

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড ১৯৬৮ সালের ৭মে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে অদ্যাবধি জ্বালানী তেলের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফিনিশড প্রোডাক্ট সরবরাহ করে একদিকে যেমন পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের যথাযথ গুনগত মান বজায় রেখে সুদীর্ঘ ৫০ বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। সুখের বিষয় হল দীর্ঘ ৫০ বছর পরও প্রতিষ্ঠানটি ৯০% সক্ষমতা নিয়ে ফিনিশড প্রোডাক্ট উৎপাদন অব্যহত রেখেছে। ইস্টার্ণ রিফাইনারীর এই পথ পরিক্রমায় সুচিন্তিত পরিচালনা, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা/শ্রমিক-কর্মচারীদের সততা-দক্ষতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। এছাড়া আপদকালীন যে কোন সংকট সাফল্যের সাথে মোকাবেলায় সক্ষম এই প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য।

# এল পি গ্যাস লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো:

### ক) কোম্পানির পরিচিতি:

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজাতপূর্বক গার্হস্থ রান্নার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর মালিকানায় পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করে, যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। স্থাপনকাল হতে এ প্ল্যান্টটি বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এলপি গ্যাস লিমিটেড" নামে বিপিসি'র একটি সাবসিডিয়ারী হিসাবে ৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে বিপিসি ১৯৯৫ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও ডিস্টিবিউশন প্রকল্প নির্মাণ করে, যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকা এবং শেয়ারের অবিহিত মূল্য ১০/- টাকা।

### খ) কার্যাবলি:

এলপি গ্যাস লিমিটেডের চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলায় অবস্থিত দুইটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল ও আরপিজিএল-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত করা হয়। অতঃপর বোতলজাতকৃত এলপিজি বাজারজাত করার লক্ষ্যে বিপিসি'র মালিকানায় পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহকে বিপিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সরবরাহ করা হয়। এক শিফ্‌টে এলপি গ্যাস লিমিটেড-এর চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১০,০০০ মেট্রিক টন এবং কৈলাশটিলাস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৮,৫০০ মেট্রিক টন। এলপি গ্যাস লিমিটেডের শতভাগ শেয়ারের মালিক বিপিসি।

### গ) জনবল কাঠামো:

**কোম্পানিতে অনুমোদিত এবং বর্তমানে জনবলের সংখ্যা নিম্নের সারণী-১ এ উপস্থাপন করা হলো:**

সারণী-১

| | অনুমোদিত জনবল | | কর্মরত জনবল | |
|---|---|---|---|---|
| | চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট | কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট | চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট | কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট |
| কর্মকর্তা | ২১ | ১০ | ১২ | ০৪ |
| কর্মচারী | ৬৫ | ৫৭ | ৪১ | ৩২ |
| **মোট** | **৮৬** | **৬৭** | **৫৩** | **৩৬** |

## ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

বর্তমানে এলপি গ্যাস লিমিটেডের বাল্ক এলপিজি'র বিকল্প কোন সংস্থান না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীন উৎস ইআরএল ও আরপিজিসিএল হতে প্রাপ্ত এলপিজি'র উপর নির্ভরশীল। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে কোম্পানির চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলা বটলিং প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নের সারণী-২ এ উপস্থাপন করা হলো।

### ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে উৎপাদনের পরিমাণ

সারণী-২

| বছর | | চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট | কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট | মোট |
|---|---|---|---|---|
| | | উৎপাদন (মেঃ টনে) | উৎপাদন (মেঃ টনে) | উৎপাদন (মেঃ টনে) |
| ২০১৭-২০১৮ | ঃ | ১০,৬৬২ | ৫,৭৩৫ | ১৬,৩৯৭ |

## আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

কোম্পানির ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের আর্থিক কর্মকান্ডের (নিরীক্ষিত নয়) সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণী-৩ এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

### ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের কোম্পানির আর্থিক কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান (নিরীক্ষিত নয়)

সারণী-৩
লক্ষ টাকায়

| বছর | করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি) | | | | লভ্যাংশ প্রদান |
|---|---|---|---|---|---|
| | চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট | কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট | অবচয় তহবিল | মোট | |
| ২০১৭-১৮ | (১০০.১৫) | (৭০.০০) | ২০০.১৫ | ৩০.০০ | লভ্যাংশ ঘোষণার কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। |

## ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম এবং জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বে কার্যক্রমের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

ক) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টে পাঁচতলা ভিত্তিসহ ১২,৮০০ (৪ X ৩২০০) বর্গফুটের চারতলা নতুন অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টের নিজস্ব ফায়ার ওয়াটার পন্ডসহ নতুন ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে কোম্পানির ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ইস্টার্ণ রিফাইনারীর উপর নির্ভরশীল ছিল।

গ) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে কোম্পানির সার্কুলেশনের পুরাতন এলপিজি সিলিন্ডার প্রতিস্থাপনের জন্য মোট ৩১,০৫০টি নতুন সিলিন্ডার আমদানি করা হয়েছে, যার মধ্য থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৭,০০০টি এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ৪,০৫০টি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে।

## বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:**

ক) এলপি গ্যাস লিমিটেডের কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের উৎপাদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পুরাতন মেশিনারী প্রতিস্থাপন কার্যক্রম।

## বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

**বিপিসি'র অর্থায়নে অত্র কোম্পানির অধীনে গৃহিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ ঃ**

ক) বার্ষিক ১.০০(এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি প্রকল্প পিপিপি'র আওতায় চট্টগ্রামের লতিফপুর মৌজায় বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজাস্থ সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ১০.০০(দশ) একর খাস জমি ক্রয় করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম এর বরাবরে আবেদন করা হয়েছে এবং বর্তমানে আবেদনটি ভূমি মন্ত্রণালয়ে অপেক্ষাধীন রয়েছে।

## ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতা থাকায় গৃহস্থালি রান্নার জ্বালানি হিসেবে লাইন গ্যাসের সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। বোতলজাত এলপিজি সারাদেশের ভোক্তাগণের নিকট সুলভ মূল্যে ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে মহেশখালী, চট্টগ্রামে বার্ষিক ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার একটি প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া বহুতল ভবনসহ বাণিজ্যিক, শিল্প ও আবাসিক ব্যবহারকারীদের জন্য বোতলজাত এলপিজি'র পাশাপাশি বাল্ক এলপিজি সরবরাহের লক্ষ্যে সারাদেশে বাল্ক এলপিজি সরবরাহ ও বাজারজাত নেটওয়ার্ক তৈরী করার জন্য কোম্পানির পরিকল্পনা রয়েছে।

# স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতি ঃ

বিগত ১৯৬৫ সালে এসো স্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (এশিয়াটিক)- এর যৌথ উদ্যোগে ৫০ঃ ৫০ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০/- টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৯,৭৬,০০০/- টাকা। প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের ৯৮,৮০০ টি 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ার এবং ৯৮,৮০০ টি 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ার। এসো 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার এবং এশিয়াটিক 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার।

বিগত মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে 'এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫'- এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং বিপিসি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির ৯৮,৮০০ টি বি-ক্লাশ সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে কোম্পানির ৫০% মালিকানা "বি" ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং অবশিষ্ট ৫০% মালিকানা "এ" ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

## কার্যবলি ঃ

এ প্রতিষ্ঠান ম্যাক সভা (ম্যানেজমেন্ট এ্যাডভাইজরি কমিটি সভা) ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ি এবং প্রেসিডেন্ট (ম্যাক) মহোদয়ের নির্দেশক্রমে মহাব্যবস্থাপক কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন। এ ছাড়া নিরীক্ষা বিভাগে ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা), হিসাব বিভাগে উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) এবং উৎপাদন ও অপারেশন বিভাগে ব্যবস্থাপক (উৎপাদন ও পরিচালন) দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানি হিসেবে লুবজোন ব্রান্ডের লুব অয়েল, বিটুমিন, এল পি গ্যাস, ডিজেল, ফার্ণেস অয়েল ও কক্সবাজার বিমানবন্দরে Aviation Fuel (II JET-AI) এয়ারক্রাফট রিফুয়েলিং এর মাধ্যমে বিপণন করছে। ডিলারের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে এল পি গ্যাস সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। লুব অয়েল ব্লেন্ডিং এর পাশাপাশি নিজস্ব লুবজোন ব্রান্ডে লুব অয়েল ব্লেন্ডিং করে সমগ্র বাংলাদেশে লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর চাহিদা মোতাবেক লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিং পূর্বক সরবরাহ করে থাকে।

## জনবল কাঠামো ঃ

### অর্গানোগ্রাম ঃ

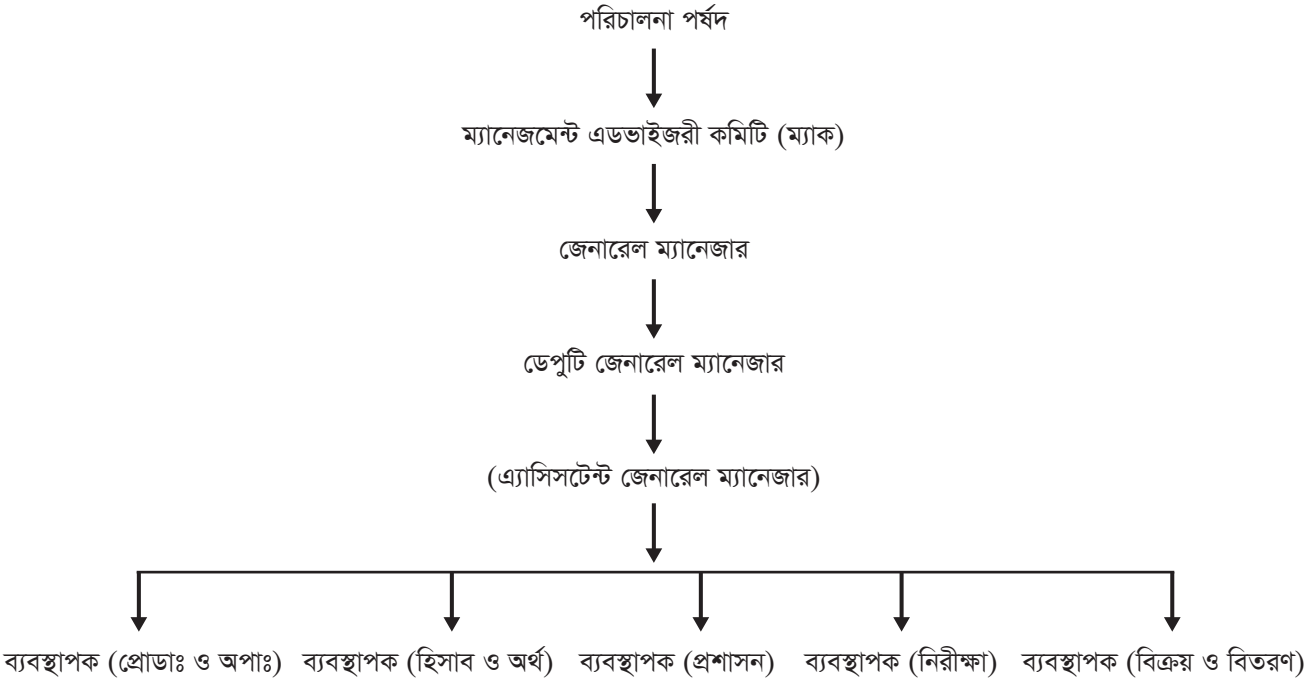


বর্তমানে কোম্পানিতে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা, শ্রমিক ও কর্মচারিগণ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন ঃ-

**মোট অফিসার = ৫৫ জন**
**শ্রমিক/কর্মচারী = ৬৫ জন**

এখানে উল্লেখ্য যে, এ প্রতিষ্ঠানের কক্সবাজার এভিয়েশন অফিস, সাভার ট্রানজিট অফিস, রংপুর ট্রানজিট অফিস, বরিশাল ট্রানজিট অফিস ও মোংলা অয়েল ইন্সটলেশন রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থানরত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিপণন ও বিতরণ কাজ নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলছে।

### ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

এ প্রতিষ্ঠান ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ২৬,২০,০০০.০০ মেঃ টন লুব অয়েল উৎপাদন (ব্লেন্ডিং) করেছে। ব্লেন্ডিং এর পাশাপাশি ২,৩৪৩.৫২ মেঃ টন লুব অয়েল বাজারজাত করেছে। এছাড়া ৩,৯৭১.৫৭ মেঃ টন এল পি গ্যাস, ৩৭,১৭৩.৩৩ মেঃ টন বিটুমিন, ১,৭৮,৭৯৩.৮০ মেঃ টন ডিজেল, ৬৫,২৩২.৫৯ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল এবং ৩০৮.৩৪ মেঃ টন Aviation Fuel (II JET-AI) বাজারজাত করেছে।

### বিগত ৫ বৎসরের উৎপাদন ঃ

**(লক্ষ লিটার)**

| বছর | লুব্রিকেটিং অয়েল |
|---|---|
| ২০১৩-২০১৪ | ৪৫.১৭ |
| ২০১৪-২০১৫ | ৫৮.৪৭ |
| ২০১৫-২০১৬ | ৩৮.৭৮ |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৮.৬৯ |
| ২০১৭-২০১৮ | ২৬.২০ |

### বিগত ৫ বছরের বিক্রয় ঃ

(মেঃ টন)

| বছর | লুব্রিকেটিং অয়েল | এল পি গ্যাস | বিটুমিন | ফার্ণেস অয়েল | ডিজেল | JET-A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৩-২০১৪ | ১৯১৬.১২ | ৩৯৭৪.৬৮ | ১০১৬৭.৪৫ | ৫১৩৯১.৭৯ | ৩১২৩৫.৮৮ | - |
| ২০১৪-২০১৫ | ১৮১৪.০৩ | ৪৩৩১.৪০ | ১২৭১১.১৬ | ৫০৪৯৯.৪৭ | ৩৩০৬২.৩০ | - |
| ২০১৫-২০১৬ | ১৪৩৯.৮৩ | ৩৫৪৯.২৩ | ১১৮২৩.৫১ | ৩৭৪৭৮.৫১ | ৩৩১৭১.৫২ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৪৬৭.৭৮ | ৩৮৭০.৭৩ | ১৬৫০৬.৮৫ | ৮৩৭৫৯.৬২ | ৫২৮০২.৭২ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ২৩৪৩.৫২ | ৩৯৭১.৫৭ | ৩৭১৭৩.৩৩ | ৬৫২৩২.৫৯ | ১৭৮৭৯৩.৮০ | ৩০৮.৩৪ |

### আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে অত্র প্রতিষ্ঠান কর পূর্ব ৳ ১,৯৩০.৯৫ লক্ষ টাকা এবং কর উত্তর ৳ ১,২৫৫.১২ লক্ষ টাকা মুনাফা করতে সক্ষম হবে। সরকারি কোষাগারে ৳ ১৫৭.৮৯ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে ৳ ৩১৩.৭৮ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। বিগত ৫ বছরের আর্থিক চিত্র নিম্নে প্রদান করা হল ঃ-

লক্ষ টাকায়

| অর্থ-বছর | কর উত্তর মুনাফা | লভ্যাংশ প্রদান | লভ্যাংশের শতকরা হার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৩-২০১৪ | ৩,৮৯,৯৭,৯৭১.০০ | ৪৯.৩৪ | ৪৯৩.৪০ | বিগত ১৯৬৫ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি কোন লোকসান হয় নি। |
| ২০১৪-২০১৫ | ৭,৯৩,৩৩,৭৮৫.০০ | ১০০.৩৭ | ১০০.৭০ | |
| ২০১৫-২০১৬ | ৯,৭০,১১,১০৪.০০ | ১২২.৭৩ | ১২২৭.৩০ | |
| ২০১৬-২০১৭ | ১০,৯১,৪০,৮৮৫.০০ | ১৩৮.০৮ | ১৩৮০.৮০ | |
| ২০১৭-২০১৮ | ১২,৫৫,১২,০১৭.৭৫ | ১৫৮.৮০ | ১৫৮৭.৯৬ | |

### বিগত ৫ বৎসরের সরকারী কোষাগারে রাজস্ব জমা ঃ

(কোটি টাকায়)

| অর্থ-বছর | শুল্ক কাষ্টমস | ভ্যাট | সর্বমোট |
|---|---|---|---|
| ২০১৩-২০১৪ | ২৯.১৬ | ৫৪.৬৭ | ৮৩.৮৩ |
| ২০১৪-২০১৫ | ৪১.৮৭ | ৬৫.৫৪ | ১০৭.৪৩ |
| ২০১৫-২০১৬ | ৮৩.৫৩ | ৭৪.২১ | ১৫৭.৭৪ |
| ২০১৬-২০১৭ | ৪১.৮১ | ৬৮.৯৯ | ১১০.৮০ |
| ২০১৭-২০১৮ | ৫৯.৫৮ | ৯৮.৩১ | ১৫৭.৮৯ |

## বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঃ

কক্সবাজার বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নিত করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে এ প্রতিষ্ঠান উক্ত বিমান বন্দরে একটি এ্যাভিয়েশন ডিপো স্থাপনের লক্ষ্যে কক্সবাজার সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইতোমধ্যে ৯০০০ বর্গ ফুট জায়গা বরাদ্ধ পাওয়া পাওয়া গিয়েছে। উক্ত জায়গায় ৪,০০০ বর্গফুট আয়তনের একটি টিন সেড অফিস বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে এবং ৩টি ১,০৭,০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পোর্ট এ্যাবেল হরিজেন্টাল ট্যাংক স্থাপনের জন্য বেইজমেন্ট তৈরিসহ যাবতীয় কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ২৫-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে কক্সবাজার বিমান বন্দরে এয়ারক্রাফটে রিফুয়েলারের মাধ্যমে সুনামের সাথে Aviation Fuel (II JET-AI) সরবরাহ করে আস্‌ছে।

Aviation Fuel ল্যাব'কে আধুনিকায়ণ করার লক্ষ্যে বর্হিঃবিশ্ব থেকে ইতোমধ্যে ল্যাব ইকুইপমেন্ট (KF Water Content Tester, Water Soluble Acid and Alkali Tester, Aniline Point Tester, Petroleum Products Density Tester, Existent Gum Tester, Petroleum Products Distillation Tester, Copper Strip Corrosion Tester, Freezing Point Tester, Automatic PMCC Flash Point Tester, Semi Automatic PMCC Flash Tester etc.) আমদানি করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ি আরও ল্যাব ইকুইপমেন্ট আমদানি করা হবে।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্য প্রধান কার্যালয়ে অপটিক ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুত গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ করা হয়েছে। জাতীয় ও কোম্পানির অভ্যন্তরিন নিরাপত্তার স্বার্থে যাবতীয় কার্যক্রম সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি আইন বাস্তবায়নে এ প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি ওয়েব সাইটে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু তথ্য ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।

অফিসে এমপ্লীজদের উপস্থিতি, কাজে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিজিটাল ফিঙ্গারিং এটেনডেন্টস মেশিন স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

সারা দেশে জ্বালানি তেলের দৈনন্দিন চাহিদার কথা বিবেচনা করে রেলওয়াগানের মাধ্যমে দেশের যে সকল অঞ্চলে তেল সরবরাহের সুযোগ আছে, সে সকল অঞ্চলে জ্বালানি তেল পৌঁছানোর লক্ষ্যে রেলওয়ে স্লাইডিং লাইন স্থাপন করে ওয়াগন সেড নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ওয়াগন সেড থেকে অপারেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

যানবাহণ রাখার লক্ষ্যে একটি ষ্টিল স্ট্রাকচার সেড গ্যারেজ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। বিদেশ হতে আমদানিকৃত এডিটিভস রাখার লক্ষ্যে একটি ষ্টিল স্ট্রাকচার সেড গুদাম ঘর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

নতুন বিল্ডিংয়ের সম্মূখে ফাঁকা জায়গা, প্রধান ফটক থেকে গুদামঘর পর্যন্ত রাস্তা এবং ফার্ণেস অয়েল ও ডিজেল ডেলিভারি পয়েন্টের সম্মূখে লোডিং পয়েন্ট হেভি আর সিসি ঢালাইয়ের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সম্প্রতি ইতালি থেকে ডিজেল পাম্প আমদানি করা হয়েছে এবং চাহিদা অনুযায়ি ডিজেল ডেলিভারী লাইনে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত পাম্প এর মাধ্যমে অপারেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ফ্লাক্সি ব্যাগ এর মাধ্যমে আমদানীকৃত লুব বেইস অয়েল ষ্টীল স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণের লক্ষে একটি ফ্লাক্সি ব্যাগ আনলোডিং পয়েন্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত পয়েন্টে অপারেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিপনণ কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় গত অর্থ বছরে নির্মাণকৃত ৬ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবনটি ইতোমধ্যে সম্প্রসারণ করে নির্মাণ করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ সম্প্রসারণ ভবনে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করছে।

নদী পথে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জ্বালানী তেল সরবরাহের জন্য বিপিসি প্রস্তাবিত কমন পাইপ লাইনে ডলফিন জেটি ৪, ৫ ও ৬ এ প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন সংযোগ করা হয়েছে।

## বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরও গতিশীল এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে জ্বালানী চাহিদা বিবেচনা করে নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিপিসি'র অনুকুলে মংলায় বরাদ্দকৃত জায়গা থেকে ২.৫ একর জায়গা এ প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ জায়গায় ৪টি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ পূর্বক অয়েল ইনষ্টলেশন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে এবং খুব শিঘ্রই দক্ষিণ অঞ্চলে জ্বালানি তৈল সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এভিয়েশন ফুয়েল ষ্টোরেজ করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের মূল স্থাপনায় ২০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আশাকরা যাচ্ছে আগামি ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ সালের মধ্যে এভিয়েশন ফুয়েল ষ্টোরেজ করা যাবে।

অক্টেন ষ্টোরেজ করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের মূল স্থাপনায় ২০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ট্যাংকে অক্টেন গ্রহণের লক্ষে পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলছে। আশাকরা যাচ্ছে আগামি অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ সালেরর মধ্যে অক্টেন ষ্টোরেজ করা যাবে।

জেট এ-১ ষ্টোরেজ করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের মূল স্থাপনায় ২০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ট্যাংকে জেট এ ১ গ্রহণের লক্ষে পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। আশাকরা যাচ্ছে আগামি অক্টোবর, নভেম্বর খ্রিঃ সালেরর মধ্যে জেট এ ১ ষ্টোরেজ করা যাবে।

৬০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ডিজেল ও ফার্ণেস অয়েল ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংকে দৈনন্দিন ডিপ নেয়ার অত্যন্ত দুরহ হওয়ায় ওঠা নামার লক্ষ্যে একটি মেনুয়েল লিফট স্থাপনের নির্মাণ কাজ চলিতেছে। আগামি নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

লুব বেইস অয়েল ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৬৫ সালের প্রস্তুতকৃত ৬টি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংক অপসারণ করে তৎস্থলে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ পর্যায়ক্রমে নতুন ৬টি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যংক নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। আগামি অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ নাগাদ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে বেইস অয়েলের মজুদ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১২,০০০ মেঃ টন।

কোম্পানির কাজে পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পূর্বের ফ্যাক্টরি বিল্ডিংটি ব্যবহারে অনুপযোগি হওয়ায় বর্তমানে প্রায় ২৫০০০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলা বিশিষ্ট একটি ফ্যাক্টরি বিল্ডিং কাম গুদাম ঘর নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। ফাউন্ডেশন সহ ফ্লোর ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। আগামি ডিসেম্বর,২০১৮ খ্রিঃ সালের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং লাইটারেজ জাহাজে ডিজেল সরবরাহের জন্য ডলফিট জেটি- ৪, ৫ ও ৬ এর সাথে এ কোম্পানির ষ্টোরেজ ট্যাংকে ৮ ইঞ্চি ডায়াবিশিষ্ট পাইপ লাইন স্থাপনের/সংযোগের কাজ চলছে। আশাকরা যাচ্ছে আগামি নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ সালের মধ্যে কাজ শেষ হবে।

ইস্টার্ণ রিফানী লিমিটেড (ইআরএল) থেকে পাইপ লাইনে ডিজেল গ্রহনের জন্য ই আর এল হতে এ কোম্পানির সাথে ৮ ইঞ্চি ডায়াবিশিষ্ট পাইপ লাইন স্থাপন/সংযোগের কাজ চলছে। আশাকরা যাচ্ছে আগামি ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ সালের মধ্যে কাজ শেষ হবে।

### ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

চট্টগ্রামস্থ সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজায় বার্ষিক ১.০০ (এক) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর "Construction of LPG Import, Storage, Bottling & Distribution Plant at Latifpur, Sitakunda, Chittagong" শীর্ষক এলপিজি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে ১০ একর জায়গা বরাদ্ধের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুমতির জন্য পত্র প্রেরণ প্রসংগে। আশাকরা যাচ্ছে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে জায়গা বরাদ্ধ পাওয়া গেলে নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

জ্বালানি খাত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচিত এবং এ প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক কার্যক্রম দেশের সামগ্রিক জ্বালানি খাতের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পাওয়ায় এ কোম্পানির অনুকূলে ৩ (তিন) একর জমি ভাড়া ভিত্তিক বরাদ্দের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট ইতোমধ্যে আবেদন করা হয়েছে। আশাকরা করা যাচ্ছে আগামি আগষ্ট, ২০১৮ খ্রিঃ সালের মধ্যে জমি বরাদ্দ পাওয়া যাবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম খুব শিঘ্রই শুরু করা হবে।

এ কোম্পানি বিগত ২৫-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে কক্সবাজার বিমান বন্দরে এয়ারক্রাফটে রিফুয়েলারের মাধ্যমে সুনামের সাথে Aviation Fuel (II JET-AI) সরবরাহ করে আস্‌ছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে সৈয়দপুর বিমান বন্দর, যশোর বিমান বন্দর ও নির্মাণাধিন খান জাহান আলী বিমান বন্দর, বাগেরহাট এ Aviation Fuel (II JET-AI) সরবরাহের জন্য ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়েছে।

নদী পথে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জ্বালানী তেল সরবরাহের জন্য ২ টি কোষ্টাল ট্যাংকার আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে।

এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ফার্ণেস অয়েল ও ডিজেল রেলওয়ে ওয়াগন, মাদার ট্যংক ও লাইটারেজ জাহাজের মাধ্যমে সরবরাহ করে আস্‌ছে। ডলফিন জেটি-০৪ ও ০৫ যথাক্রমে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এবং সাউথ ইস্ট ট্যাংক টারমিনাল লিঃ সহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকরি প্রতিষ্ঠানসমুহ ব্যবহার করার সার্বক্ষণিকভাবে ব্যস্ত থাকে। তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি সরবরাহ অব্যহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কর্ণফুলী নদীতে ডলফিন জেটি-০৪ এবং ০৫ এর মধ্যবর্তী স্থানে ১টি ফ্লোয়েটিং জেটি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

কক্সবাজার বিমান বন্দরে Aviation Fuel (II JET-AI) সরবরাহের জন্য ১৩,৫০০ লিটার ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ভাউজার বর্হিঃবিশ্ব থেকে আমদানি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

# বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর কার্যক্রম

## দপ্তরের পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো

**দপ্তরের পরিচিতি:**

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশে খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাজের ধারা ও কর্মকান্ড সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে ভূ-বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকর্তাগণ আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরাসরি বহিরঙ্গনে জরিপ কাজের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত/নমুনা সংগ্রহ করেন এবং সংগৃহীত নমুনা গবেষণাগারে বিশ্লেষনের ফলাফল ভূ-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেন। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জিএসবি বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে। ফলশ্রুতিতে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ জামালগঞ্জ-কুচমায়, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে পারমিয়ান যুগের উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত বিটুমিনাস কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়লা, পিট, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণ বালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত/চুনাপাথর হয়েছে। অধিদপ্তরে দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ স্তরতত্ত্ব ও জীবস্তরতত্ত্ব, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতত্ত্ব, ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব, অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট, ভূপদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পরিবেশ ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ গুরুত্বপূর্ণ শাখাভিত্তিক গবেষণাগার রয়েছে।

**কার্যাবলি:**

দেশের খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার, অবকাঠামো ও প্রকৌশলগত উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দূর্যোগ মোকাবেলা এবং পরিবেশ ও পানি সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ অধিদপ্তর ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক, ভূরাসায়নিক, ভূপ্রকৌশল ও খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জিএসবি যেসব দায়িত্ব নিয়মিত পালন করে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

- বাংলাদেশে ভূতাত্ত্বিক/ভূপদার্থিক/প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক অনুসন্ধান, ভূরাসায়নিক গবেষণা এবং পরীক্ষামূলক খনন পরিচালনার মাধ্যমে সম্ভাব্য জ্বালানি, খনিজ, বাণিজ্যিক শিলা এবং ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির আধারের এলাকা ও মজুদ নির্ণয়;
- আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের মান নির্ণয়, মজুদ নির্ধারণ, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই;
- স্তরায়ন এবং স্তরবিন্যাস অনুসন্ধান পরিচালনার মাধ্যমে শিলাসমূহের আনুক্রম চিহ্নিতকরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বয়স নির্ধারণ;
- সরকারকে পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ, পানি সম্পদ এবং পরিবেশ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান। অবকাঠামো উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, নীতিনির্ধারক এবং পরিকল্পনাবিদগণকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান। এছাড়াও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কনফারেন্স আয়োজন;
- নদী অববাহিকা, ব-দ্বীপ এলাকা এবং সমুদ্রে ভূতাত্ত্বিক এবং ভূপদার্থিক গবেষণা পরিচালনা;
- আধুনিক টেকশই নগরায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ভূবৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভূবৈজ্ঞানিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখা; ভূবৈজ্ঞানিক জার্নাল এবং প্রবন্ধ/ প্রতিবেদনসমূহ আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভূবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং গবেষণায় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান;

- দেশের যে কোন এলাকায় বড় আকারের ভূমিধ্বস অথবা ভূমিকম্পের কারণে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রাথমিক জরিপ পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- পূর্ববর্তী ভূমিকম্পসমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বর্তমানে সংগঠিত ভূমিকম্পসমূহের ক্রমানুসারিক সার্ভে/ অনুসন্ধান এবং গবেষণা পরিচালনা করা। এ সকল গবেষণালব্ধ ফলাফল বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।

### জনবল কাঠামোঃ

মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী হিসাবে অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁকে সহায়তা করার জন্য উপ-মহাপরিচালকের দুটি পদ রয়েছে। এ দুজন উপ-মহাপরিচালকের অধীনে মোট ১৫টি শাখা রয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, অপারেশন ও সমন্বয় এবং প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ এ তিনটি শাখা সরাসরি মহাপরিচালকের অধীনে দায়িত্ব পালন করছেন।

অধিদপ্তরের মোট অনুমোদিত জনবল ৬৫১ জন, তন্মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ২০৩ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৪৪৮ জন।

- ১ম শ্রেণি (২য় থেকে ৯ম গ্রেড) ১৭৪টি পদের অধীনে ১১৯ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছে এবং ৫৫টি পদ শূণ্য আছে।
- ২য় শ্রেণি (১০ম গ্রেড) ২৯টি পদের অধীনে ০৭ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছে এবং ২২টি পদ শূণ্য আছে।
- ৩য় শ্রেণি আউট সোর্সিংসহ (১০ থেকে ১৯ গ্রেড) ৩০৮টি পদের অধীনে ২০৫ জন কর্মচারী কর্মরত আছে এবং আউট সোর্সিং ১টি পদসহ মোট ১০৩টি পদ শূণ্য আছে।
- ৪র্থ শ্রেণি আউট সোর্সিংসহ (২০ গ্রেড) ১৪০টি পদের অধীনে ১০২ জন কর্মচারী কর্মরত আছে এবং আউট সোর্সিং ৯টি পদসহ মোট ৩৮টি পদ শূণ্য আছে।

অধিদপ্তরের মোট ১৮টি শাখা, ১৬টি উপ-শাখা; ১২টি গবেষণাগার, ১টি ট্রেনিং সেন্টার, ১টি কম্পিউটার ও আইটি সেল, ১টি আর্থকোয়েক গবেষণা সেল এবং ১টি ইনোভেশন টিমের মাধ্যমে অধিদপ্তরের ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

## ২. ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

| ভূতাত্ত্বিক শাখা | | | |
|---|---|---|---|
| **শাখার নাম** | **কর্মসূচির নাম** | **উদ্দেশ্য** | **আয়তন (বর্গ কি.মি.)** |
| অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট | ভূতাত্ত্বিক কূপ (জিডিএইচ-৭২/১৮) খননের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মণিকের অনুসন্ধান। | • অনুসন্ধান কূপ (জিডিএইচ-৭১/১৬ এবং ৭২/১৬) খননে দেখা যায় ২১৯৪ থেকে ২৩১৪ ফুট গভীরতার মধ্যে ১০০ ফুট পুরুত্বের উন্নত মানের চুনাপাথরের মজুদ রয়েছে, তাই এর প্রকৃত মজুদ, বিস্তৃতি, মান ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য আরও কয়েকটি অনুসন্ধান কূপ খনন করা;<br>• উক্ত খনন হতে এলাকার প্রকৃত স্তরতাত্ত্বিক তথ্য এবং ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস জানা;<br>• পূর্ববর্তী খননে কয়লা স্তরসমৃদ্ধ নিম্ন গন্ডোয়ানা ফরমেশনের উপরের ভাগ উর্ধ্ব গন্ডোয়ানা ফরমেশনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তাই আরও অধিক গভীরতায় খনন করলে কয়লা স্তরসমৃদ্ধ নিম্ন গন্ডোয়ানা ফরমেশন পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ কয়লা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । | - |
| শিলা ও মণিকবিদ্যা | খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি সদর ও মহলছড়ি উপজেলার পাহাড়সমূহের পলল ও পাললিক শিলার মণিকতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। | • পাহাড়সমূহ হতে সংগৃহীত নমুনার মণিকতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ;<br>• বিশ্লেষণ শেষে প্রাপ্ত মণিক নমুনার আপাত শতকরা হার নির্ধারণ;<br>• উল্লিখিত নমুনার অর্থনৈতিক গুরুত্ব নির্ধারণ;<br>• প্রতিবেদন প্রণয়ন। | ৫০ |
| উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব | বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত মংলা উপজেলার ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং আনুষঙ্গিক উপকূলবর্তী দূর্যোগ-সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন। | • ১: ৫০,০০০ স্কেলে উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন;<br>• রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো নির্মাণ, উপকূলীয় এলাকায় দূর্যোগ মোকাবেলার স্বার্থে বেড়ীবাঁধ ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূ-উপরিভাগ ও ভূ-অভ্যন্তরস্থ ভূতত্ত্ব সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহের নিমিত্তে ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা;<br>• প্রতিবেদন এবং এতদসংশ্লিষ্ট মানচিত্র (ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক ও ভূমি-ব্যবহার মানচিত্র, জল নির্গমণ প্রণালী মানচিত্র, উপকূল রেখার ক্ষয়-বৃদ্ধি সংক্রান্ত মানচিত্র, দূর্যোগ মানচিত্র ইত্যাদি) প্রস্তুতকরণ। | ১০০ |
| | বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং আনুষঙ্গিক উপকূলবর্তী দূর্যোগসমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন। | • ১: ৫০,০০০ স্কেলে উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন;<br>• রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো নির্মাণ, উপকূলীয় এলাকায় দূর্যোগ মোকাবেলার স্বার্থে বেড়ীবাঁধ ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূ-উপরিভাগ ও ভূ-অভ্যন্তরস্থ ভূতত্ত্ব সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহের নিমিত্তে ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা;<br>• প্রতিবেদন এবং এতদসংশিষ্ট মানচিত্র (ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক ও ভূমি-ব্যবহার মানচিত্র, জল নির্গমণ প্রণালী মানচিত্র, উপকূল রেখার ক্ষয়-বৃদ্ধি সংক্রান্ত মানচিত্র, দূর্যোগ মানচিত্র ইত্যাদি) প্রস্তুতকরণ। | ৪০০ |

| শাখার নাম | কর্মসূচির নাম | উদ্দেশ্য | আয়তন (বর্গ কি.মি.) |
|---|---|---|---|
| নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব | চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং আশেপাশের এলাকার ঢালের দৃঢ়তা বিশ্লেষণ এবং ভূ-প্রযুক্তিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ। | • চট্টগ্রাম শহর ও আশপাশের এলাকার ঢালের দৃঢ়তা বিশ্লেষণ (Slope Stability Analysis) এবং ভূ-প্রযুক্তিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের লক্ষ্যে ১: ৫০,০০০ স্কেলে ভূ-প্রাকৃতিক, ভূতাত্ত্বিক এবং ভূ-প্রকৌশল তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান;<br>• পাহাড় এবং পাহাড়ের ঢালসমূহ হতে International Sampling Techniques অনুযায়ী Standard Penetration Test (SPT) এর মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন স্তরের Disturbed এবং Undisturbed নমুনা সংগ্রহ এবং একইসাথে বিভিন্ন ঢাল (Slope) হতে Block নমুনা সংগ্রহ করে প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে ভূ-প্রযুক্তিক বৈশিষ্ট্য নিরুপণ;<br>• ভূ-প্রযুক্তিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনাপূর্বক সফটওয়্যারের সাহায্যে ঢালের দৃঢ়তা বিশ্লেষণ (Slope Stability Analysis) এবং মানচিত্র প্রস্তুতকরণ যা ভবিষ্যতে যে কোন ধরনের স্থাপনা তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। | ১৬০ |
| ভূ-রসায়ন ও পানি সম্পদ | ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ এবং সংগৃহীত পানি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আয়রন, লেড, ক্যাডমিয়াম, ফ্লোরাইড ও জিংক প্রভৃতি ০৫টি মৌলের উপস্থিতি ও পরিমাণ শনাক্তকরণ। | • ভূ-রাসায়নিক নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ শনাক্তকরণসহ ভূ-গর্ভস্থ পানিতে উল্লেখিত ০৫টি (আয়রন, লেড, ক্যাডমিয়াম, ফ্লোরাইড ও জিংক) মৌলের উপস্থিতি ও মাত্রা নির্ণয়করণ;<br>• এছাড়া বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৭ সালে প্রণীত আদর্শ মাত্রার সাথে তুলনার মাধ্যমে পানির গুণাগুন নিরূপন এবং জনস্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব নির্ণয়। | ৩০৬ |
| ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ব | মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন। | • ১: ৫০,০০০ স্কেলে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন;<br>• উক্ত এলাকার ভূ-গাঠনিক স্তরবিন্যাস, ভূ-প্রকৃতি ও পলল অবক্ষেপের বিশ্লেষণ, নব্য ভূ-আন্দোলনের চিহ্নসমূহ শনাক্তকরণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ (যেমন বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি) বিষয়ক তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট করে এলাকার মৃত্তিকা সম্পদ, জলাধার (ভূ-উপরিস্থিত ও ভূ-গর্ভস্থ) ও খনিজ সম্পদ (যদি থাকে) সম্পর্কীয় বিবরন, এর ব্যবহার ও ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে একটি পূর্ণাঙ্গ ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রণয়ন। | ১৩০ |
| | মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন। | • ১: ৫০,০০০ স্কেলে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন;<br>• উক্ত এলাকার ভূ-গাঠনিক স্তরবিন্যাস, ভূ-প্রকৃতি ও পলল অবক্ষেপের বিশ্লেষণ, নব্য ভূ-আন্দোলনের চিহ্নসমূহ শনাক্তকরণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ (যেমন বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি) বিষয়ক তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট করে এলাকার মৃত্তিকা সম্পদ, জলাধার (ভূ-উপরিস্থিত ও ভূ-গর্ভস্থ) ও খনিজ সম্পদ (যদি থাকে) সম্পর্কীয় বিবরন, এর ব্যবহার ও ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে একটি পূর্ণাঙ্গ ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রণয়ন। | ২১৭ |

| শাখার নাম | কর্মসূচির নাম | উদ্দেশ্য | আয়তন (বর্গ কি.মি.) |
|---|---|---|---|
| দূর অনুধাবন ও জিআইএস | বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলা সংলগ্ন যমুনা নদীর গতিপথের পরিবর্তন ও নদী দ্বারা নতুন ভূমি সৃষ্টি এবং নদীগর্ভে বিলীন ভূমির পরিমাণ নির্ণয় এবং ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র প্রস্তুতকরণ। | • বিভিন্ন সময়ের ধুনট উপজেলায় যমুনা নদীর গতিপথের পরিবর্তন নির্ণয়;<br>• এ উপজেলা সংলগ্ন যমুনা নদীর বর্তমান সময়ের গতিপথের অবস্থান নির্ণয়;<br>• বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত উক্ত এলাকায় নদী দ্বারা নতুন ভূমি সৃষ্টি এবং নদীগর্ভে বিলীন ভূমির পরিমাণ নির্ণয়;<br>• নদী সংলগ্ন এলাকায় ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ;<br>• এ উপজেলার ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র প্রস্তুতকরণ। | ২৪৮ |
| স্তরতত্ত্ব ও জীবস্তরতত্ত্ব | জিডিএইচ ৭০/১৫ এর কোর স্যাম্পলের ফোরামিনিফেরা চিহ্নিতকরণের দ্বারা প্রত্ন-পরিবেশ ও গঠণকালীন পরিবেশ ব্যাখ্যাকরণ। | • মরফোলজিক্যাল (অঙ্গসংস্থান বিশ্লেষণ) বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুজীবাশ্ম (ফোরামেনিফেরা) শনাক্তকরণ;<br>• অনুজীবাশ্মের ব্যাপ্তি, বৈচিত্র, সংখ্যা এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ;<br>• অনুজীবাশ্মের প্রত্ন-পরিবেশ ও গঠনকালীন পরিবেশ ব্যাখ্যাকরণ। | - |
| পরিবেশ ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ্যাসেসমেন্ট | বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্ভূক্ত খাগড়াছড়ি সদর উপজলার পরিবেশ ভূতত্ত্ব এবং ভূমিধ্বস জোনিং মানচিত্রায়ন। | • ভূমিধ্বস, পাহাড়ি ঢল বা আকস্মিক বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিশ্লেষন করা;<br>• এলাকাটিকে একটি আদর্শ পর্যটন নগরী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে পাহাড় এবং রাস্তার ঢাল বরাবর ভূমিধ্বস গবেষণা এবং ভূমিধ্বস জোনিং মানচিত্রায়ন;<br>• পূর্বে সংঘটিত ভূমিধ্বসসমূহের অবস্থা চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্য ভূমিধ্বসপ্রবণ পাহাড়ি ঢালসমূহ চিহ্নিতকরণ ও কারণ বিশ্লেষণ করে এলাকাটিকে প্রকট, মধ্যম ও কম ঝুঁকিপূর্ণ সম্ভাব্য জোন হিসেবে শনাক্তকরণ;<br>• জরিপ এলাকার জনসাধারণকে ঝুঁকিমুক্ত বসবাসের জন্য পরিবেশ ভূতত্ত্ব বিষয়সমূহ অবহিতকরণ;<br>• প্রতিবেদন প্রণয়ন। | ৭০ |
| | | **সর্বমোট** | **১৬৮১** |

| ভূপদার্থিক শাখা | | | |
|---|---|---|---|
| **শাখার নাম** | **কর্মসূচির নাম** | **উদ্দেশ্য** | **আয়তন (বর্গ কি.মি.)** |
| ভূ-বৈদ্যুতিক ও ভূকম্পন জরিপ | নওগাঁ জেলার মান্দা-নিয়ামতপুর-পোরশা উপজেলাসমূহ ও তদসংলগ্ন এলাকায় মূল্যবান খনিজ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভিত্তিশিলার গভীরতা নির্ণয়ের জন্য প্রতিসরণ ভূকম্পন জরিপ। | • অনুসন্ধানকৃত এলাকায় প্রতিসরণ ভূকম্পন সংক্রান্ত জরিপ পরিচালনা;<br>• উক্ত এলাকায় অগভীর ভিত্তিশিলার উপরিভাগের কাঠামো ও চ্যুতি নিয়ন্ত্রিত গ্র্যাবেন (যদি থাকে) শনাক্তকরণ;<br>• শনাক্তকৃত কাঠামোয় জমাকৃত পললে খনিজ সম্পদের উপস্থিতির বিষয়ে ধারনা লাভ;<br>• সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন। | ৬৫ লাইন কিলোমিটার |
| অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ | কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত রৌমারী ও তদসংলগ্ন এলাকায় আঞ্চলিক অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ। | • অনুসন্ধানকৃত এলাকার ভূতাত্ত্বিক কাঠামো ও ভিত্তিশিলার গভীরতা নির্ণয়;<br>• খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য সম্ভাবনাময় ব্যত্যয়ী (anomaly) এলাকা নির্ধারণ;<br>• সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন। | ২০০ |
| ভূ-পদার্থিক তথ্য বিশ্লেষণ ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ | বহিরঙ্গণে ভূ-পদার্থিক যন্ত্রপাতিসমূহের (অভিকর্ষীয়, চুম্বকীয় ও ভূ-বৈদ্যুতিক) কার্যকারিতা পরীক্ষণ কর্মসূচি-২০১৭। | • ভূ-পদার্থিক যন্ত্রপাতিসমূহের প্রচলিত ক্যালিব্রেশন, ত্রুটিমুক্তকরণ এবং এদের পূর্ণ কার্যক্ষমতা বিদ্যমান রাখার উদ্দেশ্যে বহিরঙ্গন পরিবেশে কার্যক্ষমতা যাচাইকরণ;<br>• পরিবীক্ষণ পরবর্তী করণীয় বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ। | - |
| | বহিরঙ্গণে ভূ-পদার্থিক যন্ত্রপাতিসমূহের (ভূকম্পন ও ভূ-পদার্থিক লগিং) কার্যকারিতা পরীক্ষণ কর্মসূচি-২০১৭। | • ভূ-পদার্থিক যন্ত্রপাতিসমূহের প্রচলিত কেলিব্রেশন, ত্রুটিমুক্তকরণ এবং এদের পূর্ণ কার্যক্ষমতা বিদ্যমান রাখার উদ্দেশ্যে বহিরঙ্গন পরিবেশে কার্যক্ষমতা যাচাইকরণ;<br>• পরিবীক্ষণ পরবর্তী করণীয় বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ। | - |
| | | **সর্বমোট** | **২০০ ৬৫ লাইন কি.মি.** |

| রসায়ন শাখা | | | |
|---|---|---|---|
| **শাখার নাম** | **কর্মসূচির নাম** | **উদ্দেশ্য** | **আয়তন (বর্গ কি.মি.)** |
| বৈশ্লেষিক রসায়ন | দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলা এলাকায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়। | • কয়লা খনির পানি নালার মাধ্যমে খনি সংলগ্ন এলাকার ধানক্ষেত, নদী, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে যাওয়ায় এলাকার পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হওয়ার ফলে এর পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়;<br>• বড়পুকুরিয়া এলাকার তাপমাত্রা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকার তাপমাত্রার চেয়ে বেশি কি না তা জানা;<br>• দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলা এলাকায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন আশ-পাশের এলাকার উপর খনি ও তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রভাব নির্ণয়করণ। | ১০ |

| শাখার নাম | কর্মসূচির নাম | উদ্দেশ্য | আয়তন (বর্গ কি.মি.) |
|---|---|---|---|
| খনন | ভূতাত্ত্বিক কূপ (জিডিএইচ-৭২/১৮) খননের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মণিকের অনুসন্ধান। | • অনুসন্ধান কূপ (জিডিএইচ-৭১/১৬ এবং৭২/১৬) খননে প্রাপ্ত ১০০ ফুট পুরুত্বের উন্নত মানের চুনাপাথরের মজুদ, বিস্তৃতি, মান ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য আরও অনুসন্ধান কূপ খনন করা। | ৬৫ লাইন কিলোমিটার |

| প্রকল্প: "বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (IRSM-BD)" | | |
|---|---|---|
| ক্রমিক | কর্মসূচির নাম | আয়তন (বর্গ কি.মি.) |
| ১. | জামালপুর জেলার সদর উপজেলা, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা, সদর, ত্রিশাল ও গফরগাঁও উপজেলা, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া ও শ্রীপুর উপজেলা এবং নরসিংদী জেলার মনোহরদী ও রায়পুরা উপজেলার নদী বক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন। | ৩৬০ |
| ২. | ভোলা জেলার দক্ষিনের চরসমুহ ও পশ্চিমে পটুয়াখালী জেলার বাউফল, দশমিনা ও গলাচিপা উপজেলা এবং বাহিরচর, রাংগাবালি, চরহরি, আন্দার চর, সোনার চর, চর কুকরী মুকরী, চর দাই, চর নিজাম, চর কাজল ইত্যাদি চরসমূহ ও ভোলা জেলা সংলগ্ন চরসমূহের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন। | ৩৫০ |
| ৩. | চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলা, শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা ও গোসাইরহাট উপজেলা, বরিশাল জেলার হিজলা ও মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চরসমূহ, ভোলা জেলা সংলগ্ন চরসমূহ-চর গজারিয়া, মৌলভী চর, হাজিরহাট, মনপুরা, চর পাতালিয়ার নদী বক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন। | ৩৬০ |
| ৪. | গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলা, কুড়িগ্রাম জেলার সদর, নাগেশ্বরী, উলিপুর, চিলমারী, চর রাজীবপুর ও রৌমারী উপজেলার নদী বক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন। | ৩৬০ |
| ৫. | মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া, টুঙ্গিবাড়ী ও সদর উপজেলা, চাঁদপুর জেলার মতলব, সদর উপজেলা, লক্ষীপুর জেলার রামগতি, কমলগঞ্জ, সদর ও রায়পুর উপজেলা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা, ভোলা জেলার চর ফ্যালকন, চর আলেকজেন্ডার এবং চট্রগ্রাম জেলার স্বন্দীপ উপজেলার নদী বক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন। | ৩৮০ |
| | **সর্বমোট** | **১৮১০** |

| বিশেষ কর্মসূচি | | |
|---|---|---|
| ক্রমিক | শাখার নাম | কর্মসূচির নাম |
| ১. | অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট | কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদীর নীলগঞ্জ এলাকায় নদী বরাবর প্রাপ্ত পিটের মজুদ, বিস্তৃতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই। |
| ১. | পরিবেশ ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ্যাসেসমেন্ট | সুনামগঞ্জ জেলার বারেকের টিলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সক্রিয় চ্যুতি চিহ্নিতকরণ ও বৈশিষ্ট্যকরণের মাধ্যমে ভূমিকম্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ। |

## আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

**২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আয়ের প্রতিবেদন।**

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা | ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা | জুন, ২০১৮ মাসে সংগ্রহের পরিমাণ | জুন, ২০১৮ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংগ্রহ | শতকরা হার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর | ২০.৯০ | ০.০৯ | ৫.৬৫ | ২৭.০৩% | - |

## ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয়ের প্রতিবেদন।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থা | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | | | জুন, ২০১৮ মাস পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় | | | বরাদ্দের শতকরা হারে ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | অনুন্নয়ন বাজেট | উন্নয়ন বাজেট | মোট বাজেট বরাদ্দ | অনুন্নয়ন | উন্নয়ন | মোট | অনুন্নয়ন | উন্নয়ন | মোট |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর | ৬৫০৮.৫১ | IRSM-BD প্রকল্প-২৮০০.০০ | ৯৩০৮.৫১ | ৩১৪০.০৪ | ১৯২১.১২ | ৫০৬১.১৬ | ৪৮.২৫ % | ৬৮.৬১ % | ৫৪.৩৭ % |

## ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম এবং জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

জানুয়ারি ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাপ্ত/চলমান প্রকল্পের বর্ণনা

| ক্রমিক | প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম | প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য | আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়) | | | জনকল্যাণে ভূমিকা | আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতি | | | | |
| | | | | ব্যয় | % | | | |
| **জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প:** | | | | | | | | |
| ১. | বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও দুর্যোগপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ। (জুলাই ২০০৬ - জুন ২০১১) | • দেশের পুরো উপকূলীয় অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক ও নির্বাচিত এলাকার ভূমি ব্যবহার মানচিত্রসমূহ প্রণয়ন;<br>• খনিজ সম্পদ (পিট, কাঁচ বালি, ভারী খনিজ বালি, সাদামাটি, ইট তৈরীর মাটি, টাইলস্ তৈরীর মাটি, নির্মাণ বালি ইত্যাদি) প্রাপ্তি এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণ;<br>• বহিরঙ্গন হতে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ উপগ্রহচিত্র সংগ্রহ;<br>• দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৭০ জন কর্মকর্তাকে দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান;<br>• অবকাঠামো উন্নয়নে ৩০০ বর্গ মিটার আয়তন বিশিষ্ট অফিসের স্থান নির্মাণ। | ১৫৯৮ | ১৫৭০.৫৯৫ | ৯৮.২৯ | উপকূলীয় অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক ও নির্বাচিত এলাকার ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ব্যবহার করে দেশের জনগণ উপকৃত হচ্ছে। | বহিরংগন কর্মসূচি চলাকালিন সময়ে স্থানীয় জনগণ কাজের বিনিময়ে তাঁদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখছে। | |
| ২. | হাই রেজ্যুলিউশান টিরেইন মডেলিং অব নর্থ-ইস্টার্ণ পার্ট অব গ্রেটার ঢাকা সিটি, বাংলাদেশ। (জুলাই ২০০৮ - মার্চ ২০১০) | • ঢাকা শহরের পূর্বাংশে এরিয়াল সুটিং/LiDAR সার্ভে সম্পন্ন।;<br>• ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন কাজে বাংলাদেশে লাইডার প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রথমবারের মতো উপাত্ত সংগ্রহ করা। | ২১০ | ২০৯.৭৭ | ৯৯.৮৯ | - | - | |
| ৩. | এনহেন্স ইন্সটিটিউশনাল সাপোর্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব জিএসবি ফর মিটিগেশন অব জিওহ্যাজার্ডস্ ইন বাংলাদেশ। (জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১২) | • চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূমিধ্বস আগাম সংকেত (Landslide Early Warning System /LEWS) প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন;<br>• GSB-NGI যৌথ প্রকল্পের আওতায় একটি Ground Penetrating Radar (GPR) সংগ্রহ/ক্রয়। | ৫৪০ | ৪৯০ | ৯০.৭৪ | Landslide Early Warning System বসানোর কারণে ভূমিধ্বস আপদের সংকেত পাওয়ার কারণে অধিক সংখ্যক জানমাল রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। | জানমাল রক্ষার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অস্থার উন্নয়ন ঘটছে। | |

| ক্রমিক | প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম | প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য | আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়) | | | জনকল্যাণে ভূমিকা | আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতি | | | | |
| | | | | ব্যয় | % | | | |
| ৪. | চলনবিল এলাকার কোয়াটারনারি যুগের ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের তথ্য-প্রমাণাদি উদঘাটনকল্পে সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন। (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩) | • বগুড়া, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহী জেলাসমূহের মোট ৭০৮২ বর্গ কি.মি. এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন;<br>• উক্ত এলাকার কোয়াটারনারি যুগের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের চিহ্নসমূহ উদঘাটনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপ;<br>• চলনবিল এলাকায় মাটির গভীরে হাতি ও গন্ডার সাদৃশ্য জীবাস্ম প্রাপ্তি;<br>• কর্মসূচির কাজের উপর একটি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন। | ৩৩৫.৮০ | ২০০.০৬৫৮ | ৫৯.৫৮ | কোয়াটারনারি যুগের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের চিহ্নসমূহ উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। | - | |
| ৫. | স্ট্রেনদেনিং দি রিসার্চ এন্ড এক্সপোরেশন ক্যাপাবিলিটিজ অব জিএসবি। (জানুয়ারি ২০১০ - জুন ২০১৫) | • ২২টি ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সম্পন্ন;<br>• বিভিন্ন মেয়াদে দেশে এবং বিদেশে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান;<br>• গবেষণা ও অনুসন্ধানমূলক কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার যন্ত্রপাতি ক্রয়;<br>• দূর-অনুধাবন ও জিআইএস কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশের প্রায় ৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার High Resolution RapidEye Satellite Imagery সংগ্রহ এবং এ বিষয়ে ১০ জন কর্মকর্তাকে স্পারসো-তে প্রশিক্ষণ প্রদান। | ৩৮২৩ | ৩৬৪৭.৩১ | ৯৫.৪০ | জিএসবি'র গবেষণাগার সমূহ আধুনিক যন্ত্রপাতি করা হয়েছে যা ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে দেশের জনগনের উপকার করা সম্ভব হচ্ছে। | আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক তথ্য/ সরবরাহ করে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে। | |

| ক্রমিক | প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম | প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য | আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়) | | | জনকল্যাণে ভূমিকা | আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতি | | | | |
| | | | | ব্যয় | % | | | |
| ৬. | খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূবৈজ্ঞানিক কার্যক্রম-দ্বিতীয় পর্যায়। (জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৪) | • দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় বিস্তারিত অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় (টোটাল) প্রোফাইলিং জরিপ;<br>• ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার হালুয়াঘাট-দূর্গাপুর উপজেলায় মূল্যবান সাদামাটি প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা যাচাই;<br>• জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলায় জিডিএইচ-৬৬/১১ কূপ খননের মাধ্যমে ৩টি স্তরে ৮.৮৪ মিটার পুরুত্বের চুনাপাথর এবং ১টি স্তরে ১৮.২৯ মিটার পুরুত্বের সিরামিক তৈরীর সাদামাটির সন্ধান লাভ;<br>• দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার চাকুপাড়া-মাসিদপুর এলাকায় কূপ খননের মাধ্যমে ৩ মিটার পুরু চুনাপাথর এবং ১ মি. পুরুত্বের ৩টি ম্যাগনেটিক ব্যান্ড পাওয়া গেছে;<br>• মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার চাতাল বিল ও পাশ্ববর্তী এলাকায় প্রাপ্ত পিট এর প্রকৃত মজুদ, ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই;<br>• ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার ৪০০০ হেক্টর এলাকার পিট কয়লার অনুসন্ধান। | ৫৯৬.৫০ | ৫২১.৫২ | ৮৭.৪৩ | খনিজ সম্পদ আবিস্কারের মাধ্যমে দেশের জনগণ উপকৃত হচ্ছে। | নিজস্ব খনিজ সম্পদ ব্যবহারের ফলে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে। | |
| ৭. | জিও-ইনফরমেশন ফর আরবান ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ (জিইউডি)। (জুলাই ২০১৩ - জুন ২০১৬) | • বৃহত্তর ঢাকা শহর এর ১,৫২৮ বর্গ কি.মি. এলাকার ১: ৫০ ০০০ স্কেলে ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন;<br>• ৩টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ এবং ৩টি আভ্যন্তরীন সেমিনার সম্পন্ন ও ১টি বৈদেশিক পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন;<br>• রাজউক প্রণীত ডিএপি (DAP) এলাকার ভূ-অভ্যন্তরস্থ ভূপ্রকৌশল তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে কূপ খনন ও ভূপ্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রস্তুতকরণ। | ২৫০০ | ২৩৬২.৩৩ | ৯৪.৪৯ | ঢাকা শহরের ভূপ্রাকৃতিক ও ভূপ্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রস্তুত করায় তা জনকল্যানে অবকাঠামো নির্মানে ভূমিকা রাখছে। | দূর্যোগ সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। | |

| ক্রমিক | প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম | প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য | আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়) | | | জনকল্যাণে ভূমিকা | আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতি | | | | |
| | | | | ব্যয় | % | | | |
| ৮. | বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন। (ডিসেম্বর ২০১৫ - জুন ২০১৯) | • বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে মণিকতাত্ত্বিক এবং এলিমেন্টাল ডাটা বেজ প্রস্তুতকরণ;<br>• চিহ্নিত খনিজ বালির বিস্তৃতি, উৎস, মজুদ এবং অর্থনৈতিক সম্ভ্যবতা যাচাইকরণ;<br>• জিএসবি'র পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জিএসবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি;<br>• ভূবৈজ্ঞানিক তথ্যাদি যেমন মণিকের উৎপত্তি (origin), স্থানন্তর (transportation), পললায়ন (sedimentation), অবনমিতা (subsidence) ও ক্ষয় (erosion) সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ। | ৩৫৬২ | ১৫০৯.১৭ (মে ২০১৮) | ৪২.৩৬ | মূল্যবান খনিজ অনুসন্ধান ও আবিস্কারের মাধ্যমে জনকণ্যাণে ভূমিকা রাখছে। | মূল্যবান খনিজ ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। | |
| ৯. | জিও-ইনফরমেশন ফর আরবান প্ল্যানিং এন্ড অ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ (জিওইউপ্যাক) (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০) | | ৩৬০০ | ১৫০৯.১৭ (মে ২০১৮) | ৪২.৩৬ | চলমান প্রকল্প | - | |

## জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের প্রকল্পের বর্ণনা (২০০২-২০০৮)

| ক্রমিক | প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম | প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য | আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়) | | | জনকল্যাণে ভূমিকা | আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতি | | | | |
| | | | | ব্যয় | % | | | |
| জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প: | | | | | | | | |
| ১. | খনিজ সম্পদের তরিৎ অনুসন্ধান ও বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আধুনিকীকরণ (১৯৮০-৯১) | | ৫৫০৩ | ৪৬৯৬.৬২ | ৮৫.৩৫ | জিএসবি আধুনিকায়নের মাধ্যমে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের কাজ তরান্বিত হয়েছে যার ফলে দেশের জনগণ উপকৃত হচ্ছে। | নতুন খনিজ সম্পদ আবিস্কারের ফলে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। | |
| ২. | বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও অন্যান্য ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম। (১৯৯৪-৯৮) | | ৩৬৯ | ৩৪০.১৮ | ৯২.২০ | ঐ | ঐ | |
| ৩. | বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও অন্যান্য ভূবৈজ্ঞানিক কার্যক্রম- ২য় পর্যায়। (১৯৯৮-২০০৩) | | ৭০০ | ৫৩৫.৯২ | ৭৬.৫৬ | ঐ | ঐ | |

## জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের প্রকল্পের বর্ণনা (২০০২-২০০৮)

| ক্রমিক | প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম | প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য | আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়) | | | জনকল্যাণে ভূমিকা | আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতি | | | | |
| | | | | ব্যয় | % | | | |
| **জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প:** | | | | | | | | |
| ৪. | খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম। (জুলাই ২০০৪ - জুন ২০০৯) | • পাটগ্রাম, লালমনিরহাট জেলায় প্রাপ্ত নুড়ি পাথরের ব্যপ্তি, মজুদ এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই;<br>• ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলায় প্রাপ্ত পিট কয়লার ব্যাপ্তি, মজুদ এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই;<br>• গাইবান্ধা জেলার সদর, সাঘাটা এবং ফুলছড়ি উপজেলাসমূহের মাটি ও পানিতে আয়োডিন অনুসন্ধান এবং পরিমাণ নির্ণয়;<br>• কুয়াকাটা এলাকার সমুদ্র সৈকতের বালুতে মূল্যবান মণিকের উপস্থিতি নির্ণয়;<br>• ঢাকা জেলার বালু নদী বিধৌত এলাকার প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ মানচিত্রায়ন;<br>• চলনবিলের পশ্চিমাংশের ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তন এবং ভূ-পরিবেশগত অবক্ষয় দূর-অনুধাবন পদ্ধতির মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ। | ৩৫০ | ৩০৯.৩৯ | ৮৮.৪০ | ঐ | ঐ | |
| ৫. | খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের খনন যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন। (জুলাই ২০০৫ - জুন ২০০৯) | • খনিজ অনুসন্ধান কাজকে আরো জোরদার করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ড্রিলিং রিগসহ আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়। | ৯৫০.৪৪ | ৮৫৩.৩২ | ৮৯.৭৮ | একটি ড্রিলিং রিগসহ আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে খনিজ অনুসন্ধান কাজ তরান্বিত হয়েছে এতে পরোক্ষভাবে দেশের জনগণ উপকৃত হচ্ছে। | নতুন খনিজ সম্পদ আবিস্কারের ফলে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। | |

### জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের প্রকল্পের বর্ণনা (২০০২-২০০৮)

| ক্রমিক | প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম | প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য | আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়) | | | জনকল্যাণে ভূমিকা | আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতি | | | | |
| | | | | ব্যয় | % | | | |
| ৬. | শিল্প কারখানার স্থান নির্বাচন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দূর্যোগ নিরূপণের জন্য বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের ত্রি-মাত্রিক ভূতাত্ত্বিক মডেলিং। (২০০৫-২০০৬) | • শিল্প কারখানার স্থান নির্বাচন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দূর্যোগ নিরূপণের জন্য ঢাকা শহরের ১: ৫০ ০০০ স্কেলে ত্রি-মাত্রিক ভূতাত্ত্বিক মডেল ও মানচিত্রায়ন। | ১৫৯.৬৫ | ১৫৯.৬৫ | ১০০ | ঢাকা শহরের ত্রিমাত্রিক ভূতাত্ত্বিক মডেল প্রস্তত করায় ভূঅভ্যান্তরস্থ অবস্থা জেনে জনকল্যানে অবকাঠামো নির্মাণে ভূমিকা রাখছে। | দূর্যোগ সহিষ্ঞু অবকাঠামো এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দূর্যোগ নিরূপনের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। | |
| ৭. | বিল্ডিং গ্রাউন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম অব ঢাকা সিটি, বাংলাদেশ। (মে ২০০৭ - ডিসেম্বর ২০০৯) | • ঢাকা শহরের ৪০ বর্গ কি.মি. এলাকার ত্রিমাত্রিক ভূতাত্ত্বিক মডেলিং সম্পন্ন;<br>• ঢাকা শহরের ২৬০ বর্গ কি.মি. এলাকার বিশদ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন। | ২১৮.৯০৩৫ | ২১৮.৯০৩৫ | ১০০ | ঐ | ঐ | |

### ২০০২-২০০৮ এবং ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলির তুলনামূলক চিত্রের সংক্ষিপ্তসার

| ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত | | | | ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট প্রকল্প সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | কার্যক্রম | অর্জন | মোট প্রকল্প সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | কার্যক্রম | অর্জন | |
| জিএসবি | | | | | | | | |
| ৭টি | ৮২.৫১ | ভূতাত্ত্বিক, ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম - ৬টি | ৯০.৩৩% | ৯টি | ১৬৭.৬৫ | ভূতাত্ত্বিক, ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম - ৮টি | ৮৯.৪% | চলমান প্রকল্প বাদে সমাপ্তকৃত ৬টি প্রকল্পের অর্জন বর্তমান সময়ে দেখানো হয়েছে। |
| | | খনন কাজে খনন যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন- ১টি | | | | জিএসবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম- ১টি | | |

### বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে জিএসবি "বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (IRSM-BD)" শীর্ষক রাজস্ব খাতের আওতায় একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ০১ ডিসেম্বর, ২০১৫ থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত, তবে এটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৬২.৭০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৫টি বহিরঙ্গন কর্মসূচির মাধ্যমে ২২০০ বর্গ কি.মি. এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫টি বহিরঙ্গন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৮১০ বর্গ কি.মি. এলাকার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

### বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে জিএসবি "Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate Change (GeoUPAC)" শীর্ষক বিজিআর, জার্মান এবং বাংলাদেশ সরকারের সহায়তাপুষ্ট একটি কারিগরি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশন থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত এবং এর ব্যয় ৩৬০০ লক্ষ টাকা।

### মানব সম্পদ উন্নয়ন:

- ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ২৬ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১জন কর্মকর্তা বর্তমানে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন।
- ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৪৩ জন কর্মকর্তা এবং ২২ জন কর্মচারির স্থানীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে মোট ৩৯টি স্থানীয়/আর্ন্তজাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, কনফারেন্স সম্পন্ন হয়েছে।

### পরিবেশ সংরক্ষণ:

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ভূপ্রাকৃতিক ও ভূপরিবেশ সংক্রান্ত সমীক্ষা, জরিপ কার্য, নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিয়মিত গবেষণা কার্য পরিচালনা করছে। এ সকল গবেষণালব্ধ ফলাফল বিভিন্ন সংস্থা যারা প্রত্যক্ষ ভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করে তাদের নিকট সরকারি বিধি মোতাবেক প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন স্থাপনা তৈরীর পূর্বে প্রাক যোগ্যতা বিষয়ক সমীক্ষা ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন জরিপ কার্য জিএসবি করে থাকে।

### ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

জিএসবি'র ৫-বছর মেয়াদি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ:

- ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন: ১:৫০,০০০ স্কেলে ২০,০০০ বর্গ কি.মি. এলাকার মানচিত্রায়ন।
- ভূ-পদার্থিক মানচিত্রায়ন: ১:৫০,০০০ স্কেলে ২,৫০০ বর্গ কি.মি. এলাকার মানচিত্রায়ন।
- খনন: ৫টি স্থানে খননের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ (কয়লা, চুনাপাথর, সাদামাটি, বিভিন্ন প্রকার আকরিক, কঠিন শিলা ইত্যাদি) অনুসন্ধানের পাশাপাশি ভূপৃষ্ঠস্থ খনিজ সম্পদ যথা- কাঁচবালি, সাদামাটি, পিট, খনিজ বালি ইত্যাদির অনুসন্ধান কাজ অব্যাহত রাখা।

### অন্যান্য কার্যক্রম (যদি থাকে):

দেশের কিছু কিছু পার্বত্য এলাকায় (৪টি স্থানে) ভূমিধ্বসের আগাম সংকেত পাওয়ার জন্য যন্ত্র বসানো হয়েছে যার মাধ্যমে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধ্বস সংঘটিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত ১০টি মোবাইলে ভূমিধ্বসের আগাম পূর্বাভাস জানা যায়। এর ফলে ভূমিধ্বস সংঘটের পূর্বেই স্থানীয় প্রশাসন জান-মাল রক্ষায় অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

# বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)-এর কার্যক্রম

**(ক) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) এর পরিচিতিঃ**

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের একটি উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যা মূলতঃ গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত পেশাজীবী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষামূলক সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কাজ অত্র ইন্সটিটিউটের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। বিপিআই এর কর্মকান্ড ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে।

**খ) বিপিআই এর কার্যাবলি নিম্নরূপঃ**

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন ২০০৪এর ৫নং ধারায় বিপিআই এর কার্যাবলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা আছে;

(১) তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করা;

(২) গবেষণা এবং কন্সালটেন্সির মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাকে সহায়তা প্রদান, উক্ত খাতের অনুসন্ধান, সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করা;

(৩) বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারী সংস্থা ও বিভিন্নপ্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(৪) তৈল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন। জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ করা। ইন্সটিটিউটকে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;

(৫) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, ডিপোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা;

**(গ) জনবল কাঠামোঃ**

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে তন্মধ্যে ৩২টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে। বর্তমানে বিপিআই এর জনবল কাঠামোতে ২০টি পদ শূন্য আছে, শূন্যপদসমূহ পূরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

## ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :-

**(ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ-**

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটে ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে ২০টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ০৬টি ওয়ার্কসপের মাধ্যমে জ্বালানি সেক্টরে কর্মরত ৯৭৬জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে যুগোপযোগি ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিপিআই এর শ্রেণিকক্ষ, কনফারেন্স রুম, ক্যান্টিনসহ বিপিআই মুল ভবনের ভৌত অবকাঠামো সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে চালু করা হয়েছে। ই-হাজিরা প্রবর্তন করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হাজিরা গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বিপিআই এর অফিসিয়াল ফেসবুক চালু করা হয়েছে। বিপিআই . বাংলা নামে বাংলা ডোমেইন চালু করা হয়েছে।

**(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :-**

বিপিআই গর্ভনিং বোর্ড কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিপিআই পরিচালনার জন্য ৩,৩৯,৬০,০০০/- টাকার বাজেট অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত অর্থ-বছরে বোর্ড কর্তৃক ৩,৩১,৭৪,০২২/২৩ টাকার সংশোধিত বাজেট অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী উক্ত অর্থ-বছরে সর্বমোট ২,৯০,১২,৯৮৫/৫১ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

বিপিআই এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটে সরকারের সাধারণ মঞ্জুরী হিসাবে ২,২৩,৭৭,০০০/-টাকা অনুদান, পেট্রোবাংলা হতে ৮০,০০,০০০/- টাকা অনুদান ও বিপিসি হতে ১৫,০০,০০০/- টাকা অনুদান পাওয়া যায়।

এ ছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ ফি বাবদ ৫৪,১০,৮২৪/৫০ টাকা ও এফডিআর ও এসটিডি ব্যাংক হিসাবে জমার উপর ব্যাংক সুদ বাবদ= ৬০,৭৯,১২৫/৫৩ টাকাসহ মোট ১,১৪,৮৯,৯৫০/০৩ টাকা আয় হয়েছে যা বিপিআই এর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটের তহবিল হিসাবে অন্তর্ভূক্ত ছিল। উল্লেখ্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সরকারের সাধারণ মঞ্জুরী খাতের প্রাপ্ত অনুদান হতে বিপিআই এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট অব্যয়িত ৩৫,২২,৭৫০/৭৪ টাকা সরকারী কোষাগারে সর্মপন করা হয়েছে।

## ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম এবং জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) পেট্রোলিয়াম সেক্টরে কর্মরত জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। চাহিত তথ্যাদি নিম্নে ছকে দেয়া হলো:

| অর্থ বছর | প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা | ওয়ার্কসপ এর সংখ্যা | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ২০১৭-২০১৮ | ২০টি | ৬টি | ৯৭৬ জন |
| ২০০৯ এর পূর্বে অর্থাৎ জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৮ | ৩৪টি | -- | ৬৭০ জন |

## মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিপিআই-এর নিজস্ব মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে বিপিআই এর ২জন কর্মকর্তা বিদেশে এবং ৭জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

## পরিবেশ সংরক্ষণঃ

বিপিআই উত্তরা মডেল টাউনে নিজস্ব দপ্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করে। বিপিআই-এর অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারি কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে বৃক্ষরোপন ও এর রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়। বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বিপিআই-এ সম্প্রতি সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে ।

## ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

বিপিআই-এর নিজস্ব কোন প্রশিক্ষক নেই।অতিথি প্রশিক্ষক দ্বারা অধিকাংশ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয় । বর্তমানে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সহ মোট ২০টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বিপিআই হতে উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। আশা করা যায় গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদসমূহ পূরণের মাধ্যমে অচিরেই বিপিআই এর প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যাবলি আরও গতিশীল হবে।

# হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর কার্যক্রম

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং তাঁদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রণীত ২টি সমীক্ষা প্রতিবেদনে হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের Technical Arm/কারিগরী ইউনিট হিসেবে সৃজনের সুপারিশ করে। এ লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরী সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত চলে। প্রথম প্রর্যায়ের কর্মকান্ড সফল সমাপ্তির পর নরওয়ে সরকারের আগ্রহ এবং আর্থিক অনুদানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এপ্রিল ২০০৬ হতে কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলে। তবে দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের এ আর্থিক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, সরকার বিগত মে ২০০৮ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে একটি স্থায়ী কাঠামো হিসেবে রূপদান করে। এ ধারাবাহিকতায় হাইড্রোকার্বন ইউনিটে জনবল নিয়োগের বিধিমালা চূড়ান্তকরা হয় এবং গত ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তারপর ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, SDG's Action Plan, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করেছে।

**সার্বিক কর্মকান্ড বা কার্যাবলিঃ**

**হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্য বধি যে সমস্ত কার্যক্রম চলে আসছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ**

- "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- "Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- তৈল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপন ও হালনাগাদকরণ;
- জ্বালানি সংক্রান্তডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- উৎপাদন বন্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ;
- তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- জ্বালানি খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বেসরকারী খাতের সহিত যোগাযোগ করাসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজারজাত পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
- মাইনিং সংক্রান্তপ্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান;
- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

## হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

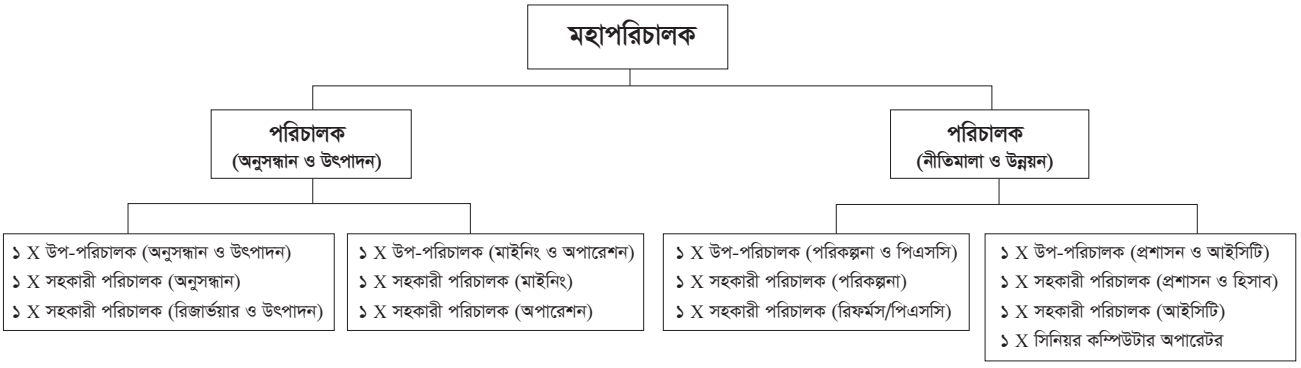


### জনবল কাঠামোঃ

| সংস্থা | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | | | | | কর্মরত জনবলের সংখ্যা | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | মোট | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | মোট |
| হাইড্রোকার্বন ইউনিট | ১৬ জন | ০২ জন | ০৮ জন | ১০ জন | ৩৬ জন | ০৬ জন | - | ০৩ জন | ১০ জন | ১৯ জন |

### জনবল কাঠামোঃ

**২. ২০১৭- ১৮ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য**

**নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত প্রতিবেদনসমূহ**

- গ্যাস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদনের মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০১৭- এপ্রিল ২০১৮)
- গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০১৭)
- Energy Scenario of Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদন (২০১৬-২০১৭)
- Report on Gas System Gain ২০১৫-২০১৬

**নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়ামঃ**

- ❑ Seminar on "Implementation of National Integrity strategy"
- ❑ Seminar on "Coal as a Primary Source of Energy Towards Energy Security of Bangladesh"
- ❑ Seminar on "Discovery of Natural Gas by BAPEX and Technical Term used in Exploration"
- ❑ Seminar on "Opportunities & Challenges of Bureau of Mineral Development (BMD) and Department of Explosives (DoE)"
- ❑ Seminar on "Earthquake Geology of Bangladesh and its Impact on Energy Sector"
- ❑ Seminar on "SDG Goal-7: Current Progress"
- ❑ Seminar on "Energy Efficiency and Conservation"
- ❑ Seminar on "Graduation from LDC: Bangladesh Perspective"

হাইড্রোকার্বন ইউনিট **"জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল"** -এর উপর ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৮, মঙ্গলবার সেমিনারের আয়োজন করে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এন এম জিয়াউল আলম, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার, অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের Think-Tank হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে কি-নোট উপস্থাপন করেন জনাব আলতাফ হোসেন শেখ, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

এছাড়াও সম্মানিত অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক, জিএসবি; বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ব্লু ইকোনমি সেল, বিইআরসি, বিপিসি, পেট্রোবাংলা, বিপিআই, স্রেডা, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, BAPEX, SGFL, SGCL, BGDCL, TGTDCL, PGCL, পদ্মা ওয়েল কোম্পানী লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ -এর সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা ওয়ার্কশপে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে রিসোর্স পারসন হিসেবে জনাব আলতাফ হোসেন সেখ, উপ-সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বাংলাদেশের সর্বস্তরে শুদ্ধাচার কৌশল দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রবর্তন করার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

## হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট গত ৩০ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখ মঙ্গলবার "Coal as a Primary Source of Energy Towards Energy Security of Bangladesh" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাকির হোসেন। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে কি-নোট উপস্থাপন করেন জনাব মোহাম্মদ মাছুম, সহকারী পরিচালক, জিএসবি। এছাড়া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, বিইআরসি, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, ব্লু ইকোনমি সেল, পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট কোম্পানি এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা বাংলাদেশে কয়লা উত্তোলনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

## হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

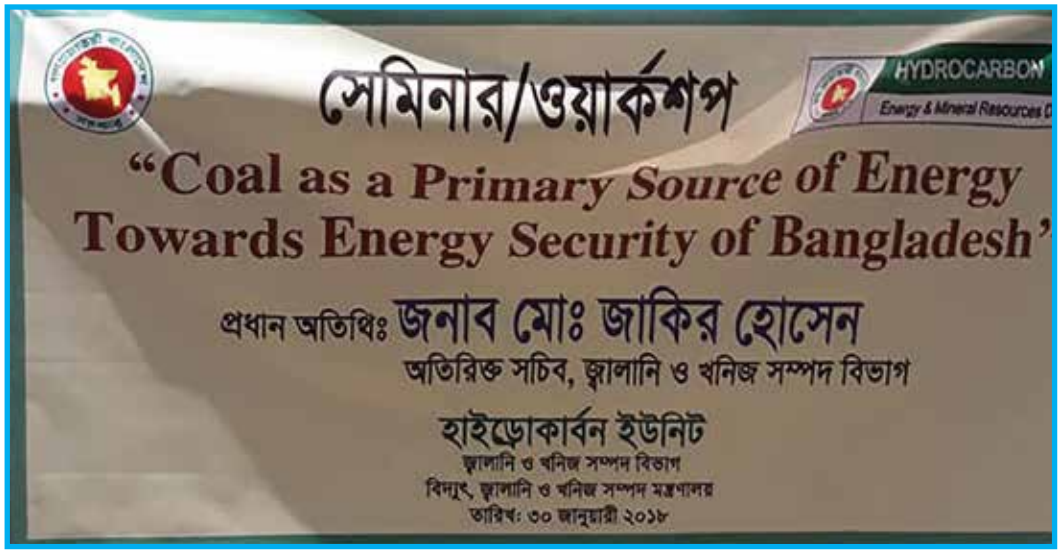

হাইড্রোকার্বন ইউনিট গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে "Discovery of Natural Gas by BAPEX and technical terms used in Exploration" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রাক্তন মহাপরিচালক প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন খান। এছাড়া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, বিইআরসি, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, ব্লু ইকোনমি সেল, পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট কোম্পানি এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

## হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

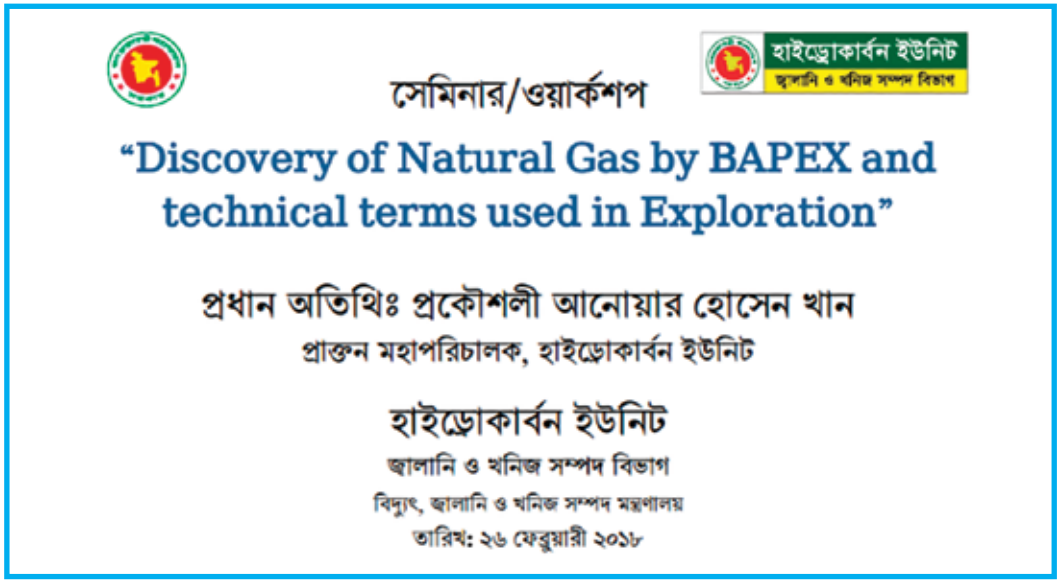

হাইড্রোকার্বন ইউনিট ২৯ মার্চ ২০১৮ তারিখ বৃহস্পতিবার "Opportunities & Challenges of Bureau of Mineral Development (BMD) and Department of Explosives (DoE)" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে কি-নোট উপস্থাপন করেন বিএমডি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, বিইআরসি, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, ব্লু ইকোনমি সেল, পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট কোম্পানি এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্তসৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

## হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

"জ্বালানি সেক্টর এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি" শীর্ষক একটি সেমিনার ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ বুধবার হাইড্রোকার্বন ইউনিট (১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০) -এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম পারভীন আকতার, অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট; এবং "Earthquake Geology of Bangladesh and its impact on Energy Sector" বিষয়ে Key-note paper উপস্থাপন করেন ডঃ সৈয়দ হুমায়ুন আখতার, অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, বিইআরসি, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট কোম্পানি এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সম্মানিত বক্তা এবং উপস্থিত সকলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভূমিকম্প সম্ভাবনা এবং জ্বালানি খাতে সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়ানোর পদ্ধতিগত বিষয়ে মতবিনিময় করেন। অত্যন্তসৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

## হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

"SDG Goal-7: Current Progress" শীর্ষক একটি সেমিনার ১৫ মে ২০১৮ তারিখ মঙ্গলবার হাইড্রোকার্বন ইউনিট (১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০) -এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট। সেমিনারে Key-note paper উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)এর মহাপরিচালক ড. রেশাদ মহম্মদ ইকরাম আলী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো এর পরিচালক(যুগ্ম সচিব) জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম। সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, বিইআরসি, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সম্মানিত রিসোর্স পারসন এবং উপস্থিত সকলে Sustainable Development Goal-7 সংক্রান্তএ যাবত অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করেন। অত্যন্তসৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

## হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

"Energy Efficiency and Conservation" শীর্ষক একটি সেমিনার ৩১ মে ২০১৮, বৃহস্পতিবার হাইড্রোকার্বন ইউনিট (১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০) -এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (ইপিআরসি) এর চেয়ারম্যান (সচিব) সাহিন আহমেদ চৌধুরী সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট; এবং Key-note paper উপস্থাপন করেন টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এর সদস্য (জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ) জনাব সিদ্দিক জোবায়ের (অতিরিক্ত সচিব)। উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, বিইআরসি, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট কোম্পানি এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্তসৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

## হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

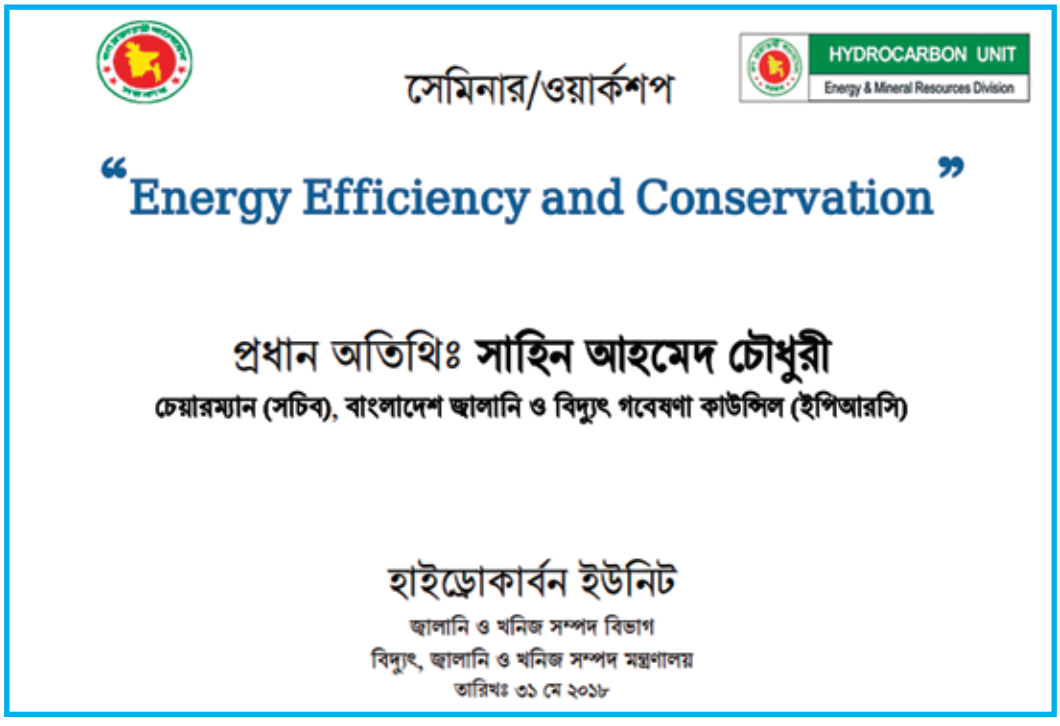

"Graduation from LDC: Bangladesh Perspective" শীর্ষক একটি সেমিনার ১০ জুন ২০১৮, রবিবার হাইড্রোকার্বন ইউনিট (১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০) -এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট; এবং Key-note paper উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট। উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, বিইআরসি, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট কোম্পানি এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্তসৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

## হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

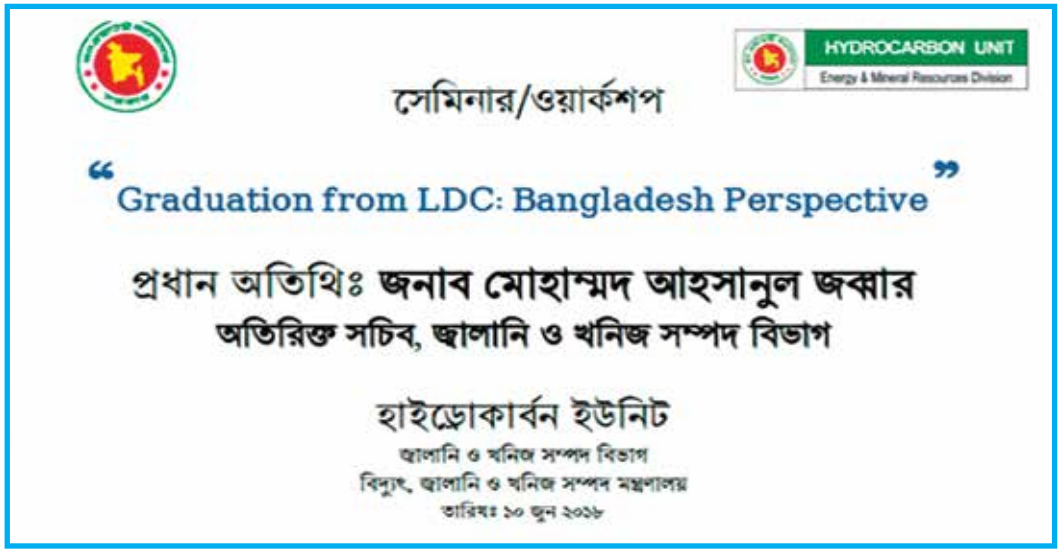

## বিবিধ প্রতিবেদনসমূহ

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ এর ইংরেজী সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে তথ্যাদি হালনাগাদ পূর্বক প্রতিবেদন;
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ প্রণয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন;
- আইসিটি Action Items বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কীত প্রতিবেদন;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন;
- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- অনিষ্পন্ন পেনশন কেস সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন;
- রাজস্ব খাতভূক্ত নন-ক্যাডার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্যপদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১০% সংরক্ষিত শূন্য পদের মাসিক প্রতিবেদন;
- মহিলা কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্তত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরীর কোটা, মুক্তিযোদ্ধাদের ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র ও কন্যার অনুকূলে বলবৎ করা সম্পর্কীত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- বিদ্যুৎ সাশ্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাসিক প্রতিবেদন;
- সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নের মাসিক, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন;
- জাতীয় সংসদে ২০১৮ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদির প্রতিবেদন;
- ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তি জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- PSC Gi Joint Management committee (JMC)/Joint Review Committee (JRC) সভার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন;
- জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন;
- উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

## ৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

| অর্থবছর | মোট বরাদ্দ (জিওবি) | সংশোধিত মোট বরাদ্দ (জিওবি) | মোট ব্যয় (জিওবি) | উদ্বৃত্ত (জিওবি) |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৭-১৮ | ১৯৫.০০ | ১৯৫.০০ | ১৫৬.৪৯ | ৩৮.৫১ |

## ৪. জানুয়ারী ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

| ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত সেক্টর ভিত্তিক প্রতিবেদন/ওয়ার্কশপ/ সেমিনার সংখ্যা | সেক্টর ভিত্তিক প্রতিবেদন/ওয়ার্কশপ/সেমিনার | জুন ২০১৮ পর্যন্ত সেক্টর ভিত্তিক প্রতিবেদন/ওয়ার্কশপ/সেমিনার এর সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১০৩ | Oil and Gas সেক্টরের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়ে। | ১৪৪ |
| ০০ | Petroleum Refining and Marketing এর উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। | ০২ |
| ০০ | Mining এর উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। | ০৫ |
| ০০ | Workshop/Seminar | ২৪ |

## ৫) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বর্ণনা (২০০২-২০০৮):

| ক্রমিক নয় | প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম | প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/ উদ্দেশ্য আর্থিক | সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়) | | | জনকল্যাণে ভূমিকা | আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতি | | | | |
| | | | | ব্যয় | % | | | |
| **জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প:** | | | | | | | | |
| ০১ | স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-১) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) | হাইড্রোকার্বন ইউনিটের আইনগত ও বিধিগত ভিত্তি তৈরি করা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিটের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদ্ধতি নির্ধারণ | ১৩১৩.৫৯ | ১২৩২.০০ | ৯৪% (বাস্তব ১০০% | হাইডোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা সৃজিত হয়েছে। | হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান রাখছে | |
| ০২ | স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৩) | হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কারিগরী দক্ষতা অধিকতর উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসই করণের মাধ্যমে দেশের তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যাদি প্রদান এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও সহায়তাকরণ। | ৩৬৯৭.৮০ | ৩৫৭১.৫০ | ৯৭% (বাস্তব ১০০%) | তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের প্রস্তুতকৃত কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের জ্বালানি সেক্টরের পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষ ভুমিকা রাখছে | কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। | |

## ৬. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

- প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resource Management শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ওপর বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (এসপিইসি)'র গত ২৪-১২-২০১৭ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিএপিপি পুনর্গঠন করে গত ৩১-০৫-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ৭. মানব সম্পদ উন্নয়ন

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬ টি এবং চতুর্থ শ্রেণির (আউট সোসিং এর মাধ্যমে) ১০টি পদ সৃজন করা হয়েছে এর মধ্যে ২ টি পদে প্রেষণে এবং ৬ টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৮ টি পদের মধ্যে ৭ টি পদের বিপরীতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন মামলা দাখিল করায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত এবং ১১ টি পদের  বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

### হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | অনুমোদিত পদের বিপরীতে পূরণকৃত জনবল | শূন্য পদ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | মহাপরিচালক | ০১ | ০১ (প্রেষণ) | - |
| ২। | পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন) | ০১ | ০১ (প্রেষণ) | - |
| ৩। | পরিচালক (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) | ০১ | - | ০১ |
| ৪। | উপ পরিচালক (মাইনিং ও অপারেশন) | ০১ | ০১ | - |
| ৫। | উপ পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) | ০১ | ০১ | - |
| ৬। | উপ পরিচালক (প্রশাসন ও আইসিটি) | ০১ | - | ০১ |
| ৭। | উপ পরিচালক (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) | ০১ | - | ০১ |
| ৮। | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) | ০১ | - | ০১ |
| ৯। | সহকারী পরিচালক (মাইনিং) | ০১ | ০১ | ০১ |
| ১০। | সহকারী পরিচালক (পিএসসি ও রিফর্মস) | ০১ | - | ০১ |
| ১১। | সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা) | ০১ | - | ০১ |
| ১২। | সহকারী পরিচালক (আইসিটি) | ০১ | - | ০১ |
| ১৩। | সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন) | ০১ | ০১ | - |
| ১৪। | সহকারী পরিচালক (অনুসন্ধান) | ০১ | - | ০১ |
| ১৫। | সহকারী পরিচালক (অপারেশন) | ০১ | - | ০১ |
| ১৬। | সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | - | ০১ |
| ১৭। | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ০১ | - | ০১ |
| ১৮। | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ০১ | - | ০১ |
| ১৯। | কম্পিউটার অপারেটর | ০৪ | - | ০৪ |
| ২০। | ড্রাইভার | ০৩ | ০৩ | |
| ২১। | সহকারী (হিসাব) | ০১ | - | ০১ |
| | মোট | ২৬ | ০৯ | ১৭ |

### হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের আউটসোর্সিং এ নিয়োজিত চতুর্থ শ্রেণির জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | অনুমোদিত পদের বিপরীতে পূরণকৃত জনবল | শূন্য পদ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | বার্তাবাহক | ০১ | ০১ | ০ |
| ২ | অফিস সহায়ক | ০৪ | ০৪ | ০ |
| ৩। | নিরাপত্তা প্রহরী | ০৪ | ০৪ | ০ |
| ৪। | পরিচ্ছন্ন কর্মী | ০১ | ০১ | ০ |
| | মোট | ১০ | ১০ | ০০ |

## ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দেশীয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

### বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

| ক্র. নং | পদবি | কোর্সের নাম | কোর্সের মেয়াদ | দেশের নাম | কোর্সের মোট ঘন্টা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) | Annual Performance Evaluation and Management | ২২-০৭-২০১৭ হতে ০২-০৮-২০১৭ | থাইল্যান্ড | ৭২ |
| ০২ | পরিচালক (যুগ্ম সচিব) | Professional Development program on Engineering Design on Natural Gas Distribution Pipeline | ২৮-০৭-২০১৭ হতে ০৪-০৮-২০১৭ | ইন্দোনেশিয়া | ৪০ |
| ০৩ | পরিচালক (যুগ্ম সচিব) | HR Competencies: Forecasting, Design, Development and Implementation | ০২-০২-২০১৮ হতে ১১-০২-২০১৮ | মালয়েশিয়া | ৪৮ |
| ০৪ | মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) | "LNG Value Chain Training Program" | ১৫-০৬-২০১৮ হতে ২৯-০৬-২০১৮ | জাপান | ৮০ |

### দেশীয় প্রশিক্ষণ

| ক্র. নং | পদবি | কোর্সের নাম | কোর্সের মেয়াদ | প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর নাম | কোর্সের মোট ঘন্টা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | সহকারি পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন) | Gas Pipeline Welding and NDT | ০৬-০৮-২০১৭ হতে ১০-০৮-২০১৭ | বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট | ৪০ |
| ০২ | উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) | Environmental Issues of Project Management | ০৬-০৫-২০১৮ হতে ১০-০৫-২০১৮ | জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) | ৪০ |
| ০৩ | উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) | iBAS++-এর বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি | ১৭-০১-২০১৮ | আইপিএফ | ০৮ |
| ০৪ | উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট পরিপত্র-১ | ২০-০১-২০১৮ | আইপিএফ | ০৮ |
| ০৫ | উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট পরিপত্র-১ এর জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর প্রভাব | ২১-০১-২০১৮ | আইপিএফ | ০৮ |
| ০৬ | উপ-পরিচালক (মাইনিং ও অপারেশন) | a2i কর্তৃক আয়োজিত ই-ফাইলিং- এর উপর সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ | ২৭-০৫-২০১৮ হতে ২৮-০৫-২০১৮ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর | ১৬ |

### বৈদেশিক প্রোগ্রাম/সেমিনার/ওয়ার্কশ-এ অংশগ্রহণঃ

| ক্র. নং | পদবি | কোর্সের নাম | কোর্সের মেয়াদ | প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর নাম | কোর্সের মোট ঘন্টা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | পরিচালক (যুগ্ম সচিব) | ACD Conference Towards Energy Security, Sustainabilty and Resiliency | ০৭-০৮-২০১৭ হতে ০৯-০৯-২০১৭ | ফিলিপাইন | ১৬ |
| ০২ | মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) | Power and Energy Connectivity in South Asia | ২৫-১০-২০১৭ হতে ২৬-১০-২০১৭ | ভূটান | ১৬ |
| ০৩ | মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) | Global Preparatory Meeting on Sustainable Development Goal 7 (Energy) | ২১-০২-২০১৮ হতে ২৩-০২-২০১৮ | থাইল্যান্ড | ২৪ |

### ৮. পরিবেশ সংরক্ষণ

### ৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এর কর্মধারাকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্দেশ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক "Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resources Management" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রুপকল্প ২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ অর্জনের জন্য একটি দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হবে।

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরী সহায়ক শক্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠা করা;
- নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;
- কর্মকর্তাদের জ্বালানি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে স্বল্প সময়ের জন্য প্রেষণের ব্যবস্থা করা;
- জ্বালানি ও খনিজ সেক্টরে যুগোপযুগি বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- স্টাডি ও গবেষণাধর্মী কর্মসম্পাদন;

### ১০. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

- জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ।

# বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)-এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৮১টি পদ রয়েছে। ৮১টি পদের মধ্যে চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ৫ জন, সচিব ১ জন, পরিচালক ৪ জন, উপপরিচালক ৮ জন, সহকারী পরিচালক ১৩ জন, অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/ব্যক্তিগত সহকারী ১৭ জন, গাড়িচালক ১৫ জন, অফিস সহায়ক ১৬ জন এবং ২ জন গার্ড কর্মরত রয়েছে।

**বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ**

## ১। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

কমিশন কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এছাড়াও সরকারি খাতের বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহকে বিতরণ কাজের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বর্তমানে ১,০০০ কি. ও পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য লাইসেন্সের পরিবর্তে লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ১,০০০ কি. ও এর বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কমিশন হতে ক্যাপটিভ পাওয়ার পান্ট (সিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার পান্ট (আরপিপি), ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি), কমার্শিয়াল পাওয়ার পান্ট (সিওপিপি) এবং পাবলিক সেক্টরে পাওয়ার জেনারেশন লাইসেন্স, ডিস্ট্রিবিউশন লাইসেন্স, ট্রান্সমিশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কমিশন লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে নতুন লাইসেন্স ফরম প্রস্তুত ও চেকলিষ্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, গ্রীড কোড ও ডিস্ট্রিবিউশন কোড প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

| ক্রমিক | শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ | লাইসেন্স সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার পান্ট (আইপিপি) লাইসেন্স | ৯ |
| ২ | ক্যাপটিভ পাওয়ার পান্ট (সিপিপি) লাইসেন্স | ১০৮ |
| ৩ | লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট | ২৩৫ |
| | **মোটঃ তিনশত বায়ান্ন** | **৩৫২** |

## ২। গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ৩ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ ও মজুদকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চাইলে কমিশন হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। এ আইন অনুযায়ী গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কমিশন হতে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

**২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিইআরসি হতে গ্যাস সংক্রান্ত ইস্যুকৃত লাইসেন্স এর বিবরণ নিম্নরূপঃ**

| ক্রমিক | শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ | লাইসেন্স সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | সিএনজি মজুদকরণ ও বিপণন লাইসেন্স (নতুন) | ৩৯ |
| ২ | সিএনজি মজুদকরণ ও বিপণন লাইসেন্স (নবায়ন) | ২১৬ |
| ৩ | এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স (নতুন) | ১ |
| ৪ | এলপিজি (মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স (সাময়িক) | ১১ |
| ৫ | এলপিজি (মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স (নবায়ন) | ৫ |
| ৬ | এলপিজি (মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স (বর্ধিতকরণ) | ৯ |
| ৭ | গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির লাইসেন্স নবায়ন লাইসেন্স | ৩ |
| ৮ | গ্যাস (বিতরণ) কোম্পানির লাইসেন্স (নতুন ও নবায়ন) | ৬ |
| ৯ | গ্যাস (বিপণন) কোম্পানির লাইসেন্স নবায়ন | ১ |
| ১০ | এলএনজি মজুদকরণ লাইসেন্স | ১ |
| ১১ | বিউটেন/প্রোপেন মজুদকরণ ও বিপণন লাইসেন্স | ১ |
| | **সর্বমোট: দুইশত তিরানব্বই** | **২৯৩** |

### ৩। পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য কমিশন হতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ/প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশনের পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক অথবা কমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান দ্বারা লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য কমিশন হতে ১১৪টি নতুন লাইসেন্স, ২৪৪টি নবায়ন এবং ১৩৬টি সংশোধিত লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

### ৪। বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ৪০ অনুযায়ী কমিশন লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার নিমিত্ত কমিশন আইনের ৫৯(৩) ধারা অনুসরণপূর্বক Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, ২০১৪ এর গেজেট প্রকাশ করেছে। এ প্রবিধানমালার আলোকে কমিশন সালিশী কার্যক্রম শুরু করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কমিশনে মোট ৪টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন জমা পড়ে যার মধ্যে ৫০টি আবেদন নিষ্পত্তি করে আদেশ/রোয়েদাদ জারি করা হয়েছে।

### ৫। অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

২৭ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হতে কমিশন আইনের ২০০৩ এর ১৭(১) ধারার অধীন প্রণীত তহবিল প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৫ অনুযায়ী কমিশনের তহবিল হিসেবে বিবেচিত বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ বাবদ প্রাপ্ত উৎসসমূহ যথা: লাইসেন্স ফি, আবেদন ফি, ফরম ও সিডিউল বিক্রয়, সিস্টেম অপারেশন ফি, আরবিট্রেশন ফি, প্রশাসনিক ফি বাবদ অর্থ নিয়মিতভাবে কমিশনের তহবিলে জমা করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কমিশনের তহবিলে জমাকৃত মোট অর্থের পরিমান ৬০,৬৪,৬৫,৮১০ টাকা (অনিরীক্ষিত) এবং ব্যয়ের পরিমাণ ২০,৪৩,৯৬,৪৯৩ (অনিরীক্ষিত) টাকা। উল্লেখ্য, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কমিশনের তহবিল হতে সরকারি কোষাগারে ১০.০০ (দশ কোটি) টাকা জমা করা হয়েছে।

### ৬। ট্যারিফ সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

কমিশন বিদ্যুৎ ও গ্যাসের খুচরা ও পাইকারী মূল্যহার নির্ধারণ করে থাকে। ভোক্তা, লাইসেন্সী ও স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সর্বোপরি এ সেক্টরের আর্থিক শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন বিগত বছর গুলোতে ট্যারিফ সমন্বয় করেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি/সংস্থাসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় সংক্রান্ত ১৬টি গণশুনানি করে (বিদ্যুৎ ৮টি, গ্যাস ৮টি) এবং এ সংক্রান্ত ৭টি আদেশ (বিদ্যুৎ) জারি করেছে।

### ৭। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য ১১.২২% হারে বৃদ্ধি করে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয় যা ১ আগস্ট ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়। এ তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে বর্তমান স্থিতি ১৬৫০.৮৭ কোটি টাকা। এ তহবিল হতে বাপেক্স দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর সংগ্রহ এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৩৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

### ৮। বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠনঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিউবো) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা কমিশন 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' (১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর) গঠন করে। পরবর্তীতে কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত ফান্ডে জমার হার ১ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এ ফান্ডে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৭,৪৩১.৪৬ কোটি টাকা (সাময়িক)।

### ৯। জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠনঃ

১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাসের সম্পদ মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে কমিশন আদেশ বলে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। গ্যাস কোম্পানিসমূহ এ তহবিলের অর্থ এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। উক্ত তহবিলে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত স্থিতি রয়েছে ৬,৩০৮.০৪ কোটি টাকা। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করা লক্ষ্যে ২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা' ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

### ১০। ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমঃ

কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ই-লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ ছাড়াও বর্তমানে কমিশনের সকল শাখা ই-নথি কার্যক্রমের মাধ্যমে নথি নিষ্পন্ন করছে। ই-নথি কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

### ১১। অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তনঃ

বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতের ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের জন্য কমিশন অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। উক্ত হিসাব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহ-কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

### ১২। ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আউটরীচ কর্মসূচিঃ

রেগুলেটরি কমিশনের কার্যক্রম একটি নতুন ধারণা। ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। জ্বালানি খাতের সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা যেমন কমিশনের দায়িত্ব তেমনি ভোক্তাদের স্বার্থ, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করাও কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন তৃনমূল পর্যায়ে আউটরীচ প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের সেবার মান সম্পর্কে মন্তব্য এবং বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মতবিনিময়সহ সরাসরি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। কমিশন ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলায় আউটরীচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

# খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম

## খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)র পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে বিএমডি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন বিএমডি সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

## খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র প্রধান কার্যাবলি

(ক) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(খ) লাইসেন্স/ইজারা আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(গ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর করা।

(ঘ) মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(ঙ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত করা।

(চ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ছ) দেশের খনিজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তানির রেকর্ড সংরক্ষণ।

(জ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও পরামর্শ প্রদান।

(ঝ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

**তেল ও গ্যাস ব্যতিত এখন পর্যন্তদেশে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ হলোঃ** কয়লা, পিট, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু ইত্যাদি। বর্তমানে এ সকল খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক প্রদান করা হয়।

## জনবল কাঠামোঃ

| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | মহাপরিচালক | ০১ | - | |
| ২ | পরিচালক | ০১ | ০১ | |
| ৩ | পরিচালক (খনি ও খনিজ) | ০১ | - | |
| ৪ | উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা) | ০১ | - | |
| ৫ | উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) | ০১ | ০১ | |
| ৬ | সহকারী পরিচালক | ০১ | ০১ | |
| ৭ | সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) | ০১ | ০১ | |
| ৮ | সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ) | ০১ | ০১ | |
| ৯ | সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) | ০১ | - | |
| ১০ | সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল) | ০১ | - | |
| ১১ | তত্ত্বাবধায়ক | ০১ | - | |

| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১২ | সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ০১ | |
| ১৩ | হিসাবরক্ষক | ০১ | - | |
| ১৪ | উচ্চমান সহকারী | ০১ | ০১ | |
| ১৫ | ড্রাফটসম্যান | ০১ | - | |
| ১৬ | সার্ভেয়ার | ০১ | - | |
| ১৭ | ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান | ০১ | - | |
| ১৮ | অফিস সহকারী- কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০৫ | - | |
| ১৯ | কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ | ০৩ | - | |
| ২০ | ড্রাইভার | ০২ | - | |
| ২১ | এম.এল.এস.এস | ০২ | ০২ | |
| ২২ | জারিকারক | ০১ | ১ | |
| ২৩ | এম.এল.এস.এস/ফিল্ডম্যান | ০৫ | ৩ | |
| ২৪ | নিরাপত্তা কর্মী | ০২ | - | |
| ২৫ | সুইপার/ক্লিনার | ০১ | ১ | |
| | **মোট:** | **৩৮** | **১৪** | |

## ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ইজারা প্রদান, রাজস্ব আয় এবং সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম প্রায় শতভাগ অর্জন করেছে। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বিএমডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এটুআই প্রোগ্রাম এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ২৫.০৭.২০১৮ হতে ৩১.০৭.২০১৮ পর্যন্ত (সাত দিন) সিলেট জেলায় আয়োজিত 'ই-সার্ভিস' ডিজাইন ও পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা'র ৭ম ব্যাচে বিএমডি'র ০৫ (পাঁচ)জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো বিএমডি'র ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। বিএমডি'র জনবল কাঠামোর শূন্য পদগুলো নিয়োগ বিধি অনুযায়ী পূরণের নিমিত্ত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। শীঘ্রই লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

## এক নজরে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য নিম্নরূপ:

(১) ১৯৬২ সালে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) প্রতিষ্ঠিত হলেও এর নিজস্ব কোন কার্যালয় ছিলনা এ অর্থ বছরে ভূতত্ত্ব ভবনের নবনির্মিত বিল্ডিংয়ের ৭ম তলায় বিএমডি'র নিজস্ব দাপ্তরিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে;

(২) রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬২.০০১০ কোটি (বাষট্টি কোটি দশ হাজার) টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ১০৩.৪২ কোটি টাকা। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪১.৪২২৪ (একচল্লিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা বেশি;

(৩) খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন/আহরণ বন্ধে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে অভিযান পরিচালনা করে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারি হতে অবৈধভাবে উত্তোলিত আনুমানিক ২,৬৭,০০০ ঘনফুট সিলিকা বালু জব্দ করা হয়। জব্দকৃত সিলিকা বালুর ৬৭,০০০ ঘনফুট উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে ৭,৭৪,৬০০/-(সাত লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শত) টাকা চালানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার হলহলিয়া মৌজায় জব্দকৃত ২,০০,০০০ ঘনফুট সিলিকা বালু উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয় না হওয়ায় তা স্থানীয় ইউপি সদস্যের জিম্মায় রাখা হয়েছে যা স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় পরবর্তীতে উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয় করা হবে। এছাড়া, অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সিলেট জেলার জাফলং এবং বিছনাকান্দি বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি এলাকার ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি হতে অবৈধভাবে উত্তোলিত আনুমানিক ৮০০০ ঘনফুট পাথর জব্দ করে ৩,১৭,৫০০/- (তিন লক্ষ সতের হাজার পাঁচশত) টাকায় উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে বিক্রিত অর্থ চালানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

(৪) সেবাগ্রহীতা ও দর্শনার্থীদের সহায়তার জন্য বিএমডিতে 'হেল্প ডেস্ক' স্থাপন করা হয়েছে;

(৫) দপ্তরে আগত সেবাগ্রহীতা ও দর্শনার্থীদের জন্য অপেক্ষাগার স্থাপন ও সুপেয় পানি পানের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে;

(৬) দাপ্তরিক নিরাপত্তা জোরদারকরণে দপ্তরে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে দপ্তরে ইন্টারকম স্থাপন করা হয়েছে;

(৭) বিএমডি'র দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ডিজিটাল হাজিরা চালু করা হয়েছে;

(৮) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে চতুর্থ শ্রেণীর ৫টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে;

(৯) সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক দাপ্তরিক কার্যক্রমে ই-ফাইলিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

## আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) অনুসন্ধান লাইসেন্স ও ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ মোতাবেক সরকারি রাজস্ব হিসেবে (রয়্যালটি, ভ্যাট, বার্ষিক ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডি'র রাজস্ব আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ যাবৎ কালের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করেছে যার পরিমাণ ১০৩.৪২ কোটি টাকা। বিগত ৩ বছরে বিএমডি'র মোট রাজস্ব আয় ছিল ১৭৭.৩৩ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে একই সময়ে বিএমডি'র মোট ব্যয় ছিল মাত্র ১.৯২ কোটি টাকা। বিএমডির জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আয় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

## খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র বিগত ৩ বছরে আয়-ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ (কোটি টাকায়)

| অর্থ বছর | রাজস্ব আয় | দাপ্তরিক ব্যয় |
|---|---|---|
| ২০১৫-১৬ | ৪৮.৫০ | ০.৪৫ |
| ২০১৬-১৭ | ৩৫.৪১ | ০.৭১ |
| ২০১৭-১৮ | ১০৩.৪২ | ১.৭৫ |
| **মোট** | **১৮৭.৩৩** | **২.৯২** |

## ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, যথাযথ রাজস্ব আদায় ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যস্থাপনা নিশ্চিৎ করা। অনুমোদনহীন বা অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণের বিরুদ্ধে নিয়মিত এবং দ্রুত অভিযান পরিচালনা ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ বিএমডি'র একটি চ্যালেঞ্জিং পদক্ষেপ।

বিএমডি'র সেবাসমূহকে অধিকতর জনবান্ধব, সেবামুখী, সহজ ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, কোয়ারি ও খনি ইজারা প্রদান প্রক্রিয়াকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিএমডি'র ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

(ক) লোকবল সংকট দূরীকরণে শুন্য পদে জনবল নিয়োগসহ বিএমডি'র মোট জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ ।

(খ) বিভাগীয় পর্যায়ে বিএমডি'র দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

(গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর কতিপয় বিধি প্রয়োগে জটিলতা ও অস্পষ্ঠতা দূরীকরণ।

(ঘ) সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান লাইসেন্স, কোয়ারি ও খনি ইজারা প্রদান অব্যাহত রেখে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে অবদান রাখা।

# বিস্ফোরক পরিদপ্তর-এর কার্যক্রম

বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় পদার্থ, উচ্চচাপ সম্পন্ন গ্যাস পাইপ লাইন, সিলিন্ডার, এবং গ্যাসাধার সংক্রান্ত সৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনা ও প্রভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সৃজিত বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দপ্তর।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর। এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ ইহার আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ দেশের বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট এবং বরিশালে আছে। উপপ্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দপ্তর প্রধান এবং বিস্ফোরক পরিদর্শক অন্যান্য বিভাগের দপ্তর প্রধান।

## উদ্দেশ্যঃ

বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণই বিস্ফোরক পরিদপ্তরের উদ্দেশ্য।

## কার্যাবলিঃ

**উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত আইনসমুহের প্রয়োগের দায়িত্ব এ দপ্তরের উপর অর্পন করা হয়েছে :**

| | | |
|---|---|---|
| (১) | বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪ | |
| (২) | বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪ | |
| (৩) | গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ | |
| (৪) | গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ | ১ এর আওতায় প্রণীত |
| (৫) | এলপি গ্যাস বিধিমালা, ২০০৪ | |
| (৬) | সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫ | |
| (৭) | পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ২০১৬ | |
| (৮) | পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭ | |
| (৯) | কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ | ৭ এর আওতায় প্রণীত |
| (১০) | প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ | |

অধিকন্তু, এ দপ্তর ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান এবং ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান করে।

## কাজের বর্ণনাঃ

(১) বিস্ফোরক প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, খালি বা ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স/পারমিট/অনাপত্তিপত্র মঞ্জুর।

(২) লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ অনুমোদন, বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিযাম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিযাম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্ল্যান্টের লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি অনুমোদন প্রদান।

(৩) বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিযাম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিযাম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্ল্যান্টের লাইসেন্স প্রদান।

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পথ নকশা অনুমোদন এবং নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান।

(৫) সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্র, পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের মেয়াদ এবং সিলিন্ডার পরীক্ষণের অনুমোদনকরণ;

(৬) সমুদ্রগামী জাহাজের পেট্রোলিয়াম পরিবাহী ট্যাংকসমূহে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগীতা যাচাই করণার্থে গ্যাস ফ্রি পরীক্ষণ করিয়া সনদ প্রদান।

(৭) এ দপ্তর প্রশাসিত বিধিমালার আওতাভূক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত ও কারণ অনুসন্ধান।

(৮) মহামান্য আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক প্রেরিত কোন বোমা/বিস্ফোরক জাতীয় আলামত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

# বিস্ফোরক পরিদপ্তর

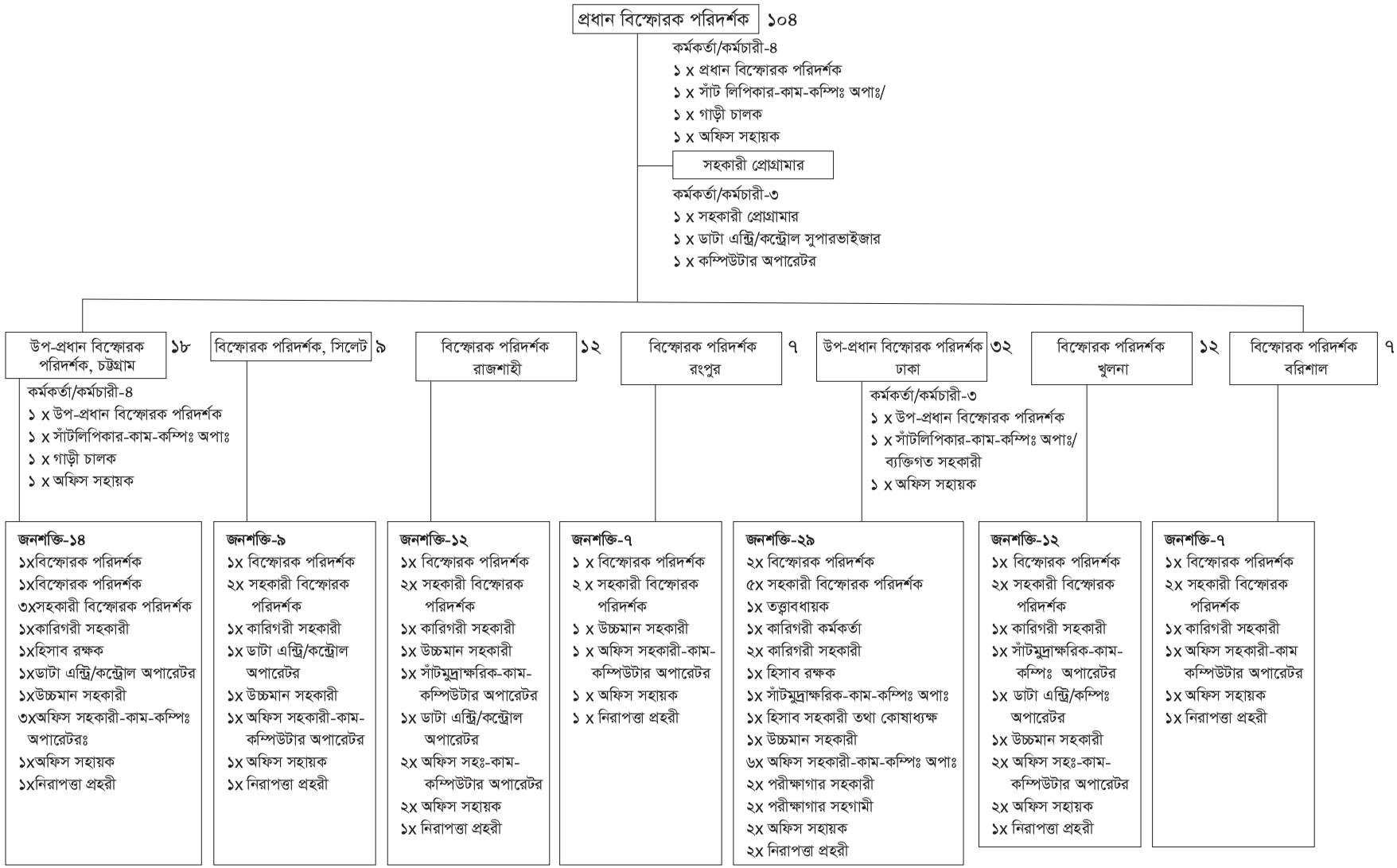

| ক্রমিক নং | পদের নাম | গ্রেড | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | **১ম শ্রেণী** | | |
| ০১ | প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক | ৪ | ১ |
| ০২ | উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক | ৬ | ২ |
| ০৩ | বিস্ফোরক পরিদর্শক | ৭ | ৯ |
| ০৪ | সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক | ৯ | ১৮ |
| ০৫ | সহকারী প্রোগ্রামার | ৯ | ১ |
| | **মোট=** | - | **৩১** |
| | **২য় শ্রেণী** | | |
| ০৬ | কারিগরী কর্মকর্তা | ১০ | ১ |
| ০৭ | ডাটা এন্ট্রি/কন্টোল সুপারভাইজার | ১০ | ১ |
| | **মোট=** | - | **২** |
| | **৩য় শ্রেণী** | | |
| ০৮ | তত্ত্বাবধায়ক | ১১ | ১ |
| ০৯ | কারিগরী সহকারী | ১২ | ৭ |
| ১০ | হিসাবরক্ষক | ১৩ | ২ |
| ১১ | কম্পিউটার অপারেটর | ১৩ | ১ |
| ১২ | সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ১৩ | ৩ |
| ১৩ | সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ১৪ | ৩ |
| ১৪ | হিসাব সহকারী তথা কোষাধ্যক্ষ | ১৪ | ১ |
| ১৫ | উচ্চমান সহকারী | ১৪ | ৬ |
| ১৬ | ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | ১৬ | ৪ |
| ১৭ | অফিস সহঃ-কাম-কম্পিঃ অপাঃ | ১৬ | ১৬ |
| ১৮ | পরীক্ষাগার সহকারী | ১৬ | ২ |
| ১৯ | গাড়ী চালক | ১৫ | ২ |
| | **মোট=** | - | **৪৮** |
| | **৪র্থ শ্রেণী** | | |
| ২০ | পরীক্ষাগার সহগামী | ২০ | ২ |
| ২১ | অফিস সহায়ক | ২০ | ১৩ |
| ২২ | নিরাপত্তা প্রহরী | ২০ | ৮ |
| | **মোট=** | - | **২৩** |
| | **সর্বমোট=** | - | **১০৪** |

**বিস্ফোরক পরিদপ্তরে প্রস্তাবিত যানবাহন, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির বিবরণ**

| যানবাহন/ সরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতি | সদর দপ্তর, ঢাকা | চট্টগ্রাম অফিস | খুলনা অফিস | রাজশাহী অফিস | সিলেট অফিস | বরিশাল অফিস | রংপুর অফিস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| যানবাহন | বিদ্যমান: ১টি কার, | বিদ্যমান: ১টি মাইক্রোবাস | - | বিদ্যমান: ১টি মোটর সাইকেল | - | - | - |
| সরঞ্জাম | বিদ্যমান: ১০টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি সাইক্লোস্টাইল মেশিন, ২টি এয়ারকুলার, ১টি ফ্যাক্স, ৭টি প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার | বিদ্যমান: ৪টি কম্পিউটার, ৩টি প্রিন্টার, ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি ফ্যাক্স, ১টি স্ক্যানার | বিদ্যমান: ৩টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার | বিদ্যমান: ৩টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার | বিদ্যমান: ৩টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার | ২টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার | ২টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার |
| পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি | বিদ্যমান: ১টি এক্সপ্লোসিভস ডিটেকটর, ২টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার, ২টি এক্সপ্লোসি মিটার, ৪টি অক্সিজেন এনালাইজার, ১টি মেটাল ডিটেকটর, ১টি আলট্রাসনো থিকনেস গেজ, ৩টি বোম্ব ক্যালরিমিটার, ১টি ওভেন, ১টি স্টীল টেবল, ১টি ফ্ল্যাস পয়েন্ট অ্যাপারেটাস, ১টি ইলেকট্রিক স্টোভ, ১টি সেনসেটিভ ব্যালেন্স, ১টি ওয়াটার বাথ, ১টি জিএস বোম্ব ক্যালরিমিটার, ১টি ইউনিভার্সেল মোটর এসি/ডিসি, ১টি মেল্টিং পয়েন্ট অ্যাপারেটাস, ১টি বোম্ব ডিটেকটর। | বিদ্যমান: ১টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার, ২টি এক্সপ্লোসি মিটার, ১টি অক্সিজেন, এনালাইজার | বিদ্যমান: ১টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার, ১টি এক্সপ্লোসি মিটার, ২টি অক্সিজেন এনালাইজার | বিদ্যমান: ২টি বজ্রবহ পরীক্ষা মেগার, ১টি এক্সপ্লোসি মিটার | প্রস্তাবিত: ১টি এক্সপ্লোসি মিটার | প্রস্তাবিত: ১টি এক্সপ্লোসি মিটার | প্রস্তাবিত: ১টি এক্সপ্লোসি মিটার |

## ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

**বিস্ফোরকঃ** ১,২৬,০০০ কেজি এবং ১,১০,০০০ পিস পাওয়ার জেল, ১,৬০,২৪০ পিস সিসমিক ডেটোনেটর, ৬৫০৯.০৮ কেজি এবং ১,৭৪,৫৬৯ পিস ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৫,০০০ পিস হাফ মিলি সেকেন্ড ডিলে ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৪,৬২৫ কেজি চার্জ, ১৫৪.৪৫ মেট্রিক টন ও ৪,১৯২ পিস ইমালশন এক্সপোসিভস, ৩৫.৮৪ কেজি ও ১৪৫ মেট্রিক টন বিস্ফোরক, ৩০,০৫০ পিস ডেটোনেটিং কর্ড, ৫৩ পিস ও ০.২৯ কেজি শেপড চার্জ, ১৯৩০.৯৪ কেজি মিলেনিয়াম এইচএমএক্স, চার্জ পাওয়ার সুপারসেট ৪৫০৫এইচএমএক্স ১,০৯২.২৬ কেজি; ০.৯২ কেজি ইগনিটর রেড, ১৬ কেজি ডিলে ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৫৪ পিস বুস্টার, ০.৬৮ কেজি বুস্টার এইচএমএক্স, ২.০৪ কেজি পারকাশন প্রাইমার, ২৭.১৭ কেজি কীট এক্সপোসিভ কাটার, এইচএমএক্স, ৬,৪৭৭ পিস সিসমিক এক্সপোসিভ, ২৬,৪০০ কেজি GEOSMART NITRAM, ১,৩৮,০০০ পিস কোণ ও অ্যাংকর সেট আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স মঞ্জুর, বিস্ফোরক আমদানির জন্য ১৭টি, বিস্ফোরক পরিবহনের জন্য ১৫টি এবং বিস্ফোরক মজুদের জন্য ৫টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

**গ্যাস সিলিন্ডার, সিএনজি, এলপিজি, গ্যাসাধারঃ** ৪৩,৩১,০১৮টি সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স ১০৮৪টি ও ১৬৩টি গ্যাসাধার আমদানির পারমিট প্রদান করা হয়েছে।

**পেট্রোলিয়াম বিধিমালার অধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স ও প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থঃ** পেট্রোলিয়াম বিধিমালার অধীন বিভিন্ন ধরনের ৫৫৬টি লাইসেন্স এবং বাণিজ্যিকভাবে ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য ৩,৩৪২টি পেট্রোলিয়ামভুক্ত প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থের অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস পাইপ লাইনঃ পেট্রোবাংলা ও তার অধীনস্থ গ্যাস কোম্পানির বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও ব্যাসের উচ্চ চাপ সম্পন্ন পাইপলাইনের ক্ষেত্রে ৭১টি পাইপলাইনের চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ করা হয়েছে ও উক্ত পাইপ লাইনে গ্যাস পরিবহনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

**বোমা জাতীয় আলামত পরীক্ষণঃ** বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮ ও দ্রুত বিচার আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত মোট ৪৮৮টি বোমা জাতীয় আলামত পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ করে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

**রাজস্ব আয় ও ব্যয়ঃ** ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক ৮,০১,৮৯,০০০/- টাকা আয় ও ৫,৮৫,৯২,০০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

## (৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ব্যবসা লাইসেন্সের আওতায় আনার ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারী রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া ২০১০ সাল থেকে পেট্রোলিয়াম আইটেমসমূহের বিভিন্ন লাইসেন্সের ফি বৃদ্ধি এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে বিভিন্ন আইটেমের ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দপ্তরের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসেব প্রদত্ত হলো:

| অর্থ-বছর | আয় | ব্যয় |
|---|---|---|
| ২০০৯-২০১০ | ১,৮০,২১,০০০/- | ১,০৬,৬৯,০০০/- |
| ২০১০-২০১১ | ২,৯৫,৩৫,০০০/- | ১,১০,০৯,০০০/- |
| ২০১১-২০১২ | ৩,৬৩,৮৫,০০০/- | ৯৮,০১,০০০/- |
| ২০১২-২০১৩ | ৪,০১,২১,০০০/- | ১,০৮,১৮,০০০/- |
| ২০১৩-২০১৪ | ৪,১৫,২৯,০০০/- | ১,৪৭,৫৪,০০০/- |
| ২০১৪-২০১৫ | ৫,২৭,১৫,০০০/- | ১,১২,৫৬,০০০/- |
| ২০১৫-২০১৬ | ৬,১৫,১২,০০০/- | ১,৮২,০০,০০০/- |
| ২০১৬-২০১৭ | ৬,৮৮,৭৬,০০০/- | ২,০৫,৩৯,৮০০/- |
| ২০১৭-২০১৮ | ৮,০১,৮৯,০০০/- | ৫,৮৫,৯২,০০০/- |

**(৪) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম এবং জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ;**

| ক্রমিক নং | সম্পাদিত কাজের বিবরণ | ২০০৯ সালের পূর্বে | ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছর |
|---|---|---|---|
| ০১ | প্রাপ্ত পত্রাদির সংখ্যা | ২৮,৫০৩ | ৪৬,০৮৬ |
| ০২ | জারিকৃত পত্রাদির সংখ্যা | ২৭,৬৭২ | ৪৮,৬৫৯ |
| ০৩ | বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষান্তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত প্রদানের প্রতিবেদনের সংখ্যা | ১৬০ | ৪৮৮ |
| ০৪ | আমদানিকৃত এলপিজি সিলিন্ডারের সংখ্যা৫৯,৫৮৫ | ৩৯,৬৪,৭২৮ | |
| ০৫ | এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স সংখ্যা | ২২৫ | ১,০৮৪ |
| ০৬ | বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, কার্বাইড,গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার মজুদ প্রাঙ্গণ ও পেট্রোলিয়াম এবং এলপিজি ট্যাঙ্কার পরিদর্শন | ৪৮০ | ১,৭২৫ |
| ০৭ | বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার এর আমদানি, পরিবহন ও মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা | ৫৫০ | ১,৯০৪ |
| ০৮ | এম/এল ফরম লাইসেন্সের অধীন প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ (কেমিক্যাল) আমদানির অনাপত্তি প্রদানের সংখ্যা | ৯৫০ | ৩,৩৪২ |
| ০৯ | পেট্রোলিয়াম ট্যাঙ্কে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কাজের উপযোগিতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত ট্যাংকের সংখ্যা | ১,২৫০ | ১১,০০৯ |
| ১০ | গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের অনুমোদনের সংখ্যা | ১৮০ | ৯১ |
| ১১ | অনুমোদিত গ্যাস পাইপ লাইনে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদনের সংখ্যা | ১৫৬ | ৭১ |

## (৭) মানব সম্পদ উন্নয়ন

১। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণ/পরিদর্শন: বিদেশে প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণ/পরিদর্শন:

(ক) জাপানে অনুষ্ঠিত "Disaster eManagement System including SUPREME (super-dense Real-time Monitoring of Earthquake) and SI sensor for gas pipeline" শীর্ষক পরিদর্শনে অংশগ্রহণ।

(খ) ইতালিতে অনুষ্ঠিত Cavagna Group Asia এর এলপিজি সিলিন্ডারের ভাল্ব তৈরির বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শনে অংশগ্রহণ।

(গ) মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত "Liquefied Petroleum Gas (LPG) & Petroleum and Flammable Liquids Storage, Transportation, Usages, Safety & Technology" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

(ঘ) থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত "Annual Performance Evaluation and Management" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

(ঙ) মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত "Annual Performance Agreement and National Integrity Strategy in Gas Industry" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

**দেশে প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণ:**

(ক) উদ্ভাবন চর্চা সহায়ক পরিবেশ তৈরি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

(খ) "ই-সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১" কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

(গ) "ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১" শীর্ষক পরিকল্পনা কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

(ঘ) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

(ঙ) উদ্ভাবন চর্চা সহায়ক পরিবেশ তৈরি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

(চ) Small Improvement Project (SIP) বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

(ছ) "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন" শীর্ষক সেমিনার/ওয়ার্কপ অংশগ্রহণ।

## ২। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

**বিদেশে প্রশিক্ষণ:**

মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত "Liquefied Petroleum Gas (LPG) & Petroleum and Flammable Liquids Storage, Transportation, Usages, Safety & Technology" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

**দেশে প্রশিক্ষণ:**

(ক) "মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ।

(খ) "কম্পিউটার এ্যপ্লিকেশন এন্ড ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ" শীর্ষক কোর্সে অংশগ্রহণ।

(গ) "কম্পিউটার লিটারেসী" শীর্ষক কোর্সে অংশগ্রহণ।

## (৯) ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

(১) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার সময় সময় আপডেট এর ব্যবস্থা করা।

(২) আইসিটি পেশাজীবী দ্বারা সজ্জিত আইসিটি সেল স্থাপন। এ সেলের জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃজন করা এবং সংশ্লিষ্ট পদকে কারিগরী পদ হিসেবে চিহ্নিতকরণ।

(৩) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় দাপ্তরিকভাবে সেবাগ্রহীতাদের সেবাদানের পাশাপাশি দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে ই-সেবা/ অনলাইন সেবা পদ্ধতির উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি
সমৃদ্ধ দেশ
উন্নত আগামী

www.emrd.com

*প্রকাশকালঃ ১৪ অক্টোবর-২০১৮